

সিরাজদ্দৌলা

ঐতিহাসিক নাটক

মহাকবি
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৩১২ সাল, ২৪শে ভাদ্র, শনিবার,
মিনার্তা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

তিন টাকা

ষষ্ঠ সংস্করণ
বাব—১৩৬১

ভূমিকা

আলীবন্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝগড়াপূর্ণ ঘটনা প্রভাবে বঙ্গ-সিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্তুতিত হয় না। আলিবন্দীর জীবিতাবস্থাতেই সিরাজ-চরিত্র প্রকাশ পাইতোছিল। সিরাজ-চরিত্র নইয়া দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকের তৃপ্তিকর হইত কি না জানি না। সেক্সপিয়ারের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু আমি সেক্সপিয়ার নহি। সেক্সপিয়ারের নাটকগুলি, রাজা ও পারিষদবর্গের সম্মুখে অভিনীত হয়। অনেক দর্শকই নাট্যকোশ্চিৎ ব্যক্তিগণের বংশধর; সুতরাং তাঁহাদের নিকট উক্ত নাটকগুলি আদরণীয় হইয়াছিল। সাধারণ দর্শকগণও স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক প্রজা, সুতরাং স্বদেশ ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিকাশ ও জাতীয় গৌরব বৈকুণ্ঠ বর্ণিত হইয়াছে, তদভিনয় দর্শনে তাঁহারা কুপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমার সে সুযোগের অভাব। এই কারণে সিরাজদ্দৌলা নাটক লিখিবার উত্তম করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ‘সাহিত্য’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে নাটকখানি এক খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছি; সেইজন্য নাটকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সেক্সপিয়ারের লেখনী-প্রসূত হইয়াও, অনেকের মতে, স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে দোষ আমার থাকিবে না, ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত

হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস—ইতিহাস, ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা হয় না। আমার ‘সিরাজদৌল’ যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, তাহা আমার সৌভাগ্য।

বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃত বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে! সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার,* শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। এস্থলে এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ না করিলে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পূর্ণ হই না। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে সিরাজদৌলো সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরাজী পুস্তক আছে, বিশেষ যত্নসহকারে, আমার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন।

নাটক সমাপ্ত হইলে, আমার উৎসাহদাতা সহৃদয় সমাজপতি এবং “মুশিদাবাদ কাহিনী” প্রণেতা পূর্বোক্ত উদারচেতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়দ্বয়, নাটকখানি আত্মোপাস্ত্র অবগে পদম প্রীতি প্রকাশ করেন। ইহা আমার সামান্য পুণ্যকার্য নহে। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

এক্ষণে নাটকখানি যদি পাঠকের প্রীতিকর হয়, অম্র সফল জ্ঞান করিব।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

* ১২৯৯ সালের “ভদ্রভূমিতে” প্রকাশিত “পলাশ” প্রবন্ধ বিহারী বাবু ঋণশ্রী
ভিত্তিকীনতা স্বাপনে গ্রাস পান।

চরিত্র

হিন্দু ও মুসলমানশাস্ত্রীয় পুরুষগণ

সিরাজদৌলা	...	বঙ্গ-লিটার-উড়িয়ার নবাব (ভূতপূর্ব নবাব আলিবন্দীর কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র)
মীরজাফর খাঁ	..	সিরাজদৌলার সেনাপতি (আলিবন্দীর সম্পর্কীয় ভগিনীপতি)
মীরণ	..	মীরজাফরের পুত্র
সকতজক	...	পুণিয়ার নবাব (আলিবন্দীর মধ্যমা কন্যা আশমনাবেগমের পুত্র)
রাজবল্লভ	...	নবাব-অমাত্য (ঘসেটাবেগমের মৃতস্বামী ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াভেসের দেওয়ান)
রায়চুর্নভ	...	নবাব-মন্ত্রী
মোহনলাল	...	ঐ
জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ঐ স্বকপচাঁদ	}	শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ
মীরমদন		
মাণিকচাঁদ	...	ঐ
উমিচাঁদ	...	বাণিক
আমিরবেগ	...	মীরজাফরের বিশ্বাসী কর্মচারী
কামিনীকান্ত (এরফে)	করিমচাঁদ—নবাব-পরিষদ (রাওজুন্দের আশ্রয়)	
দানস	...	ভণ্ড ফকির

মীরকাসিম, মীরদাউদ, বাসবিহারী, মহম্মদীবেগ, লচমনসিংহ,
সকতজকের উজীর ও সভাসদগণ, নগরবাসী ও নাগরিকগণ,
বন্দিগণ, নবাবসৈন্যগণ, প্রহরীগণ, খোজা, লোক সকল

ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের পুরস্কার

ক্রাইব	..	ইংরাজ সেনাপতি
ডেপ		কলিকাতার গভর্ণর
কলকাতা		কলিকাতার পুলিশ অধ্যক্ষ
সদ্যটি ও চেম্বার		কাশ্মিরবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ
অ্যালান ও ক্রাফ্টন	.	ইংরাজ ডক্টর
কট, কিলপ্যাট্রিক ও ক্যাটসন		ইংরাজ সেনানায়কগণ
মসাদা	..	নবাবের আশ্রিত ফরাসী সেনাপতি
সিনহা	..	নবাবের ফরাসী গোলন্দাজ
		ইংরাজ সৈন্যগণ প্রভৃতি

জীবন

আলিবর্দী-বেগম		আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা স্ত্রী
মসৌ-বেগম		(ঢাকার শাসনকর্তা মুতাসিম আলী খানের স্ত্রী)
আমিনা বেগম	..	আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা
		(সিরাজের মাতা)
লুৎফউল্লাহ	.	নবাব-মতিবী
উম্মে ক্বসম	..	নবাব-কতলা
জহর		সিরাজ কর্তৃক হত হোসেনকুলি খানের
		প্রতিভাশালী স্ত্রী
অম্বাতি-পত্নী		

মেমগন, জোবেদা, নর্তকীগণ, নাগরিকগণ প্রভৃতি

“সিরাজদ্দৌলা”

১৩১২ সাল, ২৪শে ভাদ্র, শনিবার, মিনার্তা থিয়েটারে

প্রথম অভিনীত হয়

স্বত্বাধিকারী	মনোমোহন পাণ্ডে
অধ্যক্ষ	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
শিক্ষক	{ গিরিশচন্দ্র ঘোষ আব্দুলশেখর মুস্তফী (সহকারী)
সঙ্গীত-শিক্ষক	{ শশিভূষণ বিশ্বাস ভারাপদ রায়
নৃত্য-শিক্ষক	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	কালীচরণ দাস

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনয়দ্রোণ

সিরাজদ্দৌলা	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
মৌজাফর খাঁ	নীলমাদব চক্রবর্তী
মীরণ	হুটুবিহারী মিত্র
সকতজল, জিয়াফটন ও মুসা লা	ময়মনাথ পাল
রাজবল্লভ ও লছমনসিংহ	জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়
রায়দুর্লভ ও মীরকাসিম	কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়
মোহনলাল	“বসন্ত রায়”

জগৎশেঠ মহাতাবটাদ ও আমিরবেগ
 জগৎশেঠ স্বরূপটাদ ও মীরদাউদ
 মাণিকটাদ ও রাসবিহারী
 মীরমদন ও মহম্মদী বেগ
 উর্মিটাদ
 করিমচাচা
 দানসা
 ক্লাইব
 ড্রেক ও কুট
 হলওয়েল ও ওয়াটসন
 চেম্বার্স, ওয়াটস ও সিনসে
 ওয়ালস ও কিলপ্যাট্রিক
 আলিবন্দী-বেগম ও জহা
 ঘসেটীবেগম ও ওয়াটস-পত্নী
 আমিনাবেগম ও জোবেদী
 লুৎফউল্লিসা
 উম্মৎ জহরা

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
 সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
 উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
 মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল
 হরিদাস দত্ত
 গিরিশচন্দ্র ঘোষ
 অর্কেন্দ্রশেখর মুস্তফী
 ক্ষেত্রমোহন মিত্র
 উপেন্দ্রনাথ বসাক
 অটলবিহারী দাস
 ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
 নিখিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
 তারাসুন্দরী
 সুধীরবালা
 ভূষণকুমারী
 সুশীলাসুন্দরী
 সুবাসিনী

সিরাজদৌলা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

মুশিদাবাদ—মতিঝিল-কক্ষ

ঘসেটীবোগম ও রাজা রাজবল্লভ

রাজবঃ। বেগম সাহেব, আমাদের সকল আশা নিফল। সিরাজ নিব্বিয়ে সিংহাসন পাও করেছে। সেনাপতি মীরজাফর, মন্ত্রী রায়-চুলভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ, মৃত্যু-শয্যায় বুদ্ধ আলিবর্দীর বিনয়বচনে সিরাজের হুণী-আচরণ মার্জনা করেছে।

ঘসেটী। এই সংবাদ দিতে এসেছ ? স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, এই জন্তু কি আমি তোমার কথাই সৈন্ত সঙ্ঘের নিমিত্ত জলস্রোতের ত্রায় অর্থ ব্যয় করেছে ? ভীক, কাপুরুষ, তুমি এই সংবাদ দিতে এসেছ ?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, আমার কোন অপরাধ নাই। আমি সত্য বলছি, রাজকর্মচারীরা সকলেই সিরাজের বিকণ ছিল, কিন্তু বুদ্ধ নগাবের অস্তিম বিনয়নম্র বচনে সকলে বশীভূত হয়েছে।

ঘসেটী। রাজবল্লভ, তুমি এত সরলচিত্ত কতদিন হয়েছে ? সরল চক্ষে সকলকে দেখতে কতদিন শিখেছ ? বুদ্ধের বিনয়ে সকলের অন্তর দ্রব হয়েছে—না ? তোমার অন্তরও দ্রব হয়েছে না

কি ? তোমার পুত্র কৃষ্ণদাস যে নবাবী অর্থ লয়ে কলিকাতায়
ইংরাজের শরণাগত হয়েছে, সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করবার নিমিত্ত
তারে মুশিদাবাদ প্রত্যাগমন করতে পত্র লিখেচ না কি ?
পিতা-পুত্রে সেই অর্থ নবাবের চরণে অর্পণ ক'বে মার্জনা প্রার্থনা
করবে না কি ?

রাজবঃ। বেগম সাহেব, তিরস্কারেণ সম্মত নয়, সর্বনাশ উপস্থিত।
ধনবত্ত্ব যা পারেন, ততদূর সাধ্য গোপন করুন, সিরাজ-সৈন্য মতিঝিল
আক্রমণে অগ্রসর।

মসেটী। আমার সৈন্য কোথায় ?

রাজবঃ। আপনার সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসপাত্র, প্রধান মন্ত্রণালাতা মীর
নজরআলী, আক্রমণ সংবাদ পাবা মাত্র সৈন্য ল'য়ে পলায়ন করেছে।
সৈন্যেব কর্তৃত্ব ভার তাঁরই উপর ছিল। আমায় বুঝা অপরাধী
কচ্ছেন, এক্ষণে আপনি সতর্ক হোন। শীঘ্রই সিরাজ আপন
দুর্ভাবহাবে সকল মন্ত্রীকেই প্রকাশ্য শত্রু করবে। সুযোগ অল্পসম্মানে
আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

মসেটী। ঠ্যা—সুযোগ অল্পসম্মান। যে দিন সিরাজ যুবরাজ হ'লো,
সেইদিন হ'তে সুযোগ অল্পসম্মান কচ্ছ। দিন গেল, তোমার
সুযোগ আর উপস্থিত হ'লো না। একামকোলাকে সিংহাসন
দেবে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সে সুযোগ হ'লনা, বাছা কবরশায়ী হ'লো।
তোমার স্বার্থপর হৃদয়, তুমি জান না, আমার সেই পালিত পুত্র
গর্তের সম্মান অপেক্ষা প্রিয় ছিল, তুমি জান না, সে কি বজ্রাঘাত
আমার বুকে ক'রে গেছে। এখন দেখছি তার শিশুসম্মান
যোরাঙ্গকোলা কবরশায়ী না হ'লে আর তোমার সুযোগ হবে নু।
যাও দূর হও। ছিঃ ছিঃ, এই কাপুরুষকে কেন প্রত্যয় করেছিলেন।
যাও যাও দূর হও ! নবাবকে সেলাম দাওগে !

রাজবঃ। আমার অপরাধ নাই—আমার অপরাধ নাই। ঐ সৈন্ত-
কলরব শোনা যাচ্ছে। আপনি সতর্ক হোন, আমি চল্লেম।

প্রস্থান

ঘসেটী। কি হলো—ফি হবে—সত্যই তো সৈন্ত-কোলাহল শুন্ছি।
কেন মীর নজরখানির কপট প্রেম-বচনে কণপাত করেছিলেম, কেন
ভীক রাজবল্লভকে প্রত্যাখ্য করেছিলেম; কেন আমি ঈর্ষাবশে
হোসেনকুলির বধে সম্মত হলেম! এই কাপুরুষ রাজবল্লভের পরিবর্তে
সে জীবিত থাকলে, সিরাজ নিষ্কণ্টকে কখনই সিংহাসন পেত না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বেগম মাহেব, পারচয়ের সম্মত নাই—আপনার ধন-রত্নের অল্প
চিন্তিত হবেন না; ঝিলগর্ভে গুপ্তভাণ্ডার কেউ জানতে পারবে
না; আর আপনার জহরং প্রভৃতি যা কিছু আছে, আমি সমস্তই
সংগ্রহ করে আপনাকে দেবো। নবাব আপনাকে রাজপুরে
ন'খে যেতে আপনার নিকট আসছে, প্রতিরোধ করবেন না।
প্রকাশ্য শত্রুতায় ফল নাই, স্নেহের আবরণে শত্রুতা গোপন করুন।
ঐ আপনার মাতা আসছেন।

প্রস্থান

আলিবর্দী-বেগম ও আমিনার প্রবেশ

আলি-বেগম। মা ঘসেটী, তুমি অভিভাবকহীনা, এই নিমিত্ত সিরাজের
ইচ্ছা, তুমি রাজ অন্তঃপুরে তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নি আমিনার সঙ্গে
বাস করো।

আমিনা। এসো দিদি, বাল্যকালের স্মার দুই ভগ্নি একত্রে বাস করি।
এখন তো আমরা উভয়ে স্বামীহীনা।

ঘসেটী। মা আমি পতিহীনা, সহায়হীনা, আমার সহিত ছলনার প্রয়োজন

কি? সরল ভাষায় বলুন, আমান স্বামীর আবাস হ'তে বন্দী ক'রে নে যেতে এসেছেন। মতিঝিল আমার স্বামী বড় যত্নে নির্মাণ করেছিলেন, আমায় এইস্থানে থাকবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বন্দী, সে আদেশপালনে সক্ষম নই। নবাবের ইচ্ছা প্রতিরোধ করা আমার শক্তি নাই।

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। আপনি বন্দী নন, নবাব-মাতাণ গ্রাম রাজপুরে খাদ্যে অবস্থান করুন।

ষসেটী। নবাব-মাতাণ ০। অনেক বাদী আছে, তবে আমার যাবার প্রয়োজন কি?

আমিনা। বেন দিদি, এমন কথা বলছো—আমি তোমার ছোট ভগ্নি, আমি তোমার বাদী।

সিরাজ। আপনি অগ্রায় বোঝেন, উপায় নাই, এস্থান আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে।

ষসেটী। কেন?

সিরাজ। কেন?—আপনি ১৭ সত্য অবগত নন। সরল ভাষায় শুদ্ধ—জনশ্রুতি এইরূপ, যে একামদ্দৌলার পুত্রকে সিংহাসন দেবার ষড়যন্ত্র এই লালকুঠিতে হয়, অচিরে সেই শিশু পুত্রের সিংহাসন লাভ হবে, রাজা রাজবল্লভ দেওয়ান হবেন, আমবা রাজ্যচ্যুত হবে,—এই সাহসে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজ কলিকাতায় আশ্রয় দিয়েছে, আর পুনঃ পুনঃ আমাদের আজ্ঞা অমান্য ক'রে তাকে ঢাকার হিসাব-নিকাসের জন্ত মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই এবং অপরাধ আদেশও উপেক্ষা করেছে। আপনি রাজপুবে অবস্থান করলে, সে জনশ্রুতি থাকবে না। রাজ্যের মঙ্গল হবে, আর ইংরাজ প্রভৃতি রাজ্যের শত্রু শাসিত হবে।

ঘসেটী। অথবা জনরব, ইংরাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন কচ্ছে, রাজ্যের শত্রুতা নিয়মাবলী নয়—এর সহিত আমার কি সম্বন্ধ? তুমি নবাব, আমার বন্দী করতে এসেছ—এই কথাই তো যথেষ্ট!

সিরাজ। আপনিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই নিমিত্ত সরল ভাষায় আপনাকে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছি। জনরবে রাজ্যের অমঙ্গল; আপনি বাঙ্গুরবাসিনী হ'লে, সে জনরব থাকবে না। সেই নিমিত্তই আপনাকে ল'য়ে যেতে এসেছি। আপনি যেতে প্রস্তুত হোন।

ঘসেটী। রাজ্যে বড়বজ্র হচ্ছে, ইংরাজ নবাবের অবাধ্য, নানা প্রকার জনশ্রুতি—এইজন্ত আমার উদ্বেগ হবে? এইজন্ত আমি আবাসহীন হবো? এইজন্ত এক্রামদৌলার পুত্র তোমার অন্নদাস হবে? ভাণ, হোক! নবাব বাহাদুর, বজ্র-বিহার-উদ্ভিয়ার অধিকারী, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! পতিহীন, অসহায় রমণীকে বাসচ্যুত করা তোমার প্রথম নবাবীর পরিচয়। তোমার কুলনারীর সম্পত্তি অপহরণ, তোমার প্রথম রাজকার্য। তোমার প্রথম কার্যে তোমার কুলনারীর অশ্রু-বিসর্জন,—এই আরম্ভ কিন্তু শেষ নয়। তোমার কুলনারীর অশ্রু, বারিধারার গ্রায়ে এই বাসলায় পতিত হবে, কিন্তু সে অশ্রু-বিসর্জনে বঙ্গভূমি শীতল হবে না। সে অগ্নিময় অশ্রুধারায় নগর দগ্ধ হবে, অট্টালিকা দগ্ধ হবে, রাজ্য ভস্মীভূত হবে, হাহাকার-ধ্বনিতে দিগ্বাণল পরিপূর্ণ হবে। তোমার কুলনারী আবাসহীন হওয়া এই প্রথম, শেষ নয়। তোমার কুলনারী আবাসহীন হবে, পথে পথে ভ্রমণ করবে, ভিক্ষা-অন্নের জন্ত ব্যাকূলা হবে, আকাশ ব্যতীত অপর আচ্ছাদন থাকবে না। যা কোথায় যেতে হবে বন্ধন, আমি প্রস্তুত।

আলি-বেগম। চল মা'শিকার প্রস্তুত।

ঘসেটী, আলীবর্দী-বেগম ও আমিনার প্রস্থান

জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি ?

জহরা। আমি নবাব-মতিখোর বাদী, তাঁর আজ্ঞায় ঘসেটিবেগমের
পরিচ্ছদ নিতে এসেছি।

সিরাজ। তুমি কোথায় থাক ?

জহরা। আমি সর্ব্বদা থাকি, আমি এক মুহূর্ত্ত স্থির নই। বায়ু যেমন
উত্তপ্ত হ'য়ে ঘর্ণায়মান হয়, আমিও তেমন অন্তর তাপে দিবা-রাত্র
ঘর্ণায়মান। - বাব দর্শন, দাসীর নিগড়ই বাসনা, সেই বাসনা পূর্ণ
বসতে এসছি।

প্রস্থান

সিরাজ। এ পর্ব্বচারিক। কি উন্মাদিনী। আমায় দেখবার বাসনা
কেন ?

নীরজাকর, ৫।৭।৭৮, মহাপ্রাণচাদ ও স্বপচাঁদ, গায়হুলুভ, রাজপুত্র

মোহন ৭।৭, ম রমণন প্রভৃতির প্রবেশ

সিরাজ। কি সংবাদ ?

রায়। জনাব মতিখোর ভূমিসম্পত্তি স্বাধীন আদেশ প্রদান করেছেন।
অতি নতুন আজ্ঞা। প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ হবে। প্রজারা
আদর ক'র এই স্বরম্য প্রাসাদকে লালকুঠি বলে থাকে, মাওঝিল এ
প্রদেশের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য।

সিরাজ। বুঝলেম, আপান নবাবের আদেশ পাগনে অন্ধম, অবসর গ্রহণ
করুন। মোহনলাল, রাবহুলুভের কাষাভার আজ হ'তে তোমার
উপর অপিত। লালকুঠি ভূমিসম্পত্তি করে।

মোহন। জনাবের আজ্ঞা অচিরে প্রতিপালিত হবে।

প্রস্থান

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) সেনাপতি, ধনাগার হস্তগত করেছেন ?

মীরজাঃ। জনাবকে সুমঙ্গলা প্রদান কর্তে স্বর্গীয় নবাবের নিকট বান্ধা প্রতিজ্ঞত। লালকুঠি লুণ্ঠন অবৈধিক। জনাবের মাতৃদ্বসাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

সিরাজ। আপনিও অবসর গ্রহণ করবেন। মীরমদন, সৈন্তের ভার আজ হ'তে তোমার উপর অপিত, সেনাপতি অবসর গ্রহণ কচ্ছেন। তুমি রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে গিয়ে ধনাগার হস্তগত করো। বোধ হয় পুরাতন সমস্ত কাম্ভারীই কাষ্যে অক্ষম হয়েছেন। তুমি আর মোহনলাল সমস্ত কাষ্যে নিজ নিজ বিদ্বান কাম্ভারী নিযুক্ত করো। রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতিকে ধনাগার প্রদর্শন করো। মীরমদন যাও।
মোব মঃ। নবাবের আজ্ঞা-পালনে গোলামের আনন্দ।

রাজবল্লভ ও মীরমদনের প্রস্থান

সিরাজ। লালকুঠি ভর হবে, ঘসেটা বেগমের ধনরত্ন রাজকোষে আসলে, এতে আপনারা সকলে অসন্তুষ্ট। মঙ্গলা স্থান, সৈন্তসংখ্যের অর্থ নষ্ট হচ্ছে। মৃত্যুকালে নবাব প্রাণ আশ্বাস পেয়েছিলেন, রাজকাষ্যে সাহায্য দান করতে বথা অন্তর্য করেছিলেন। খলের খলতা বিনয়-বাক্যে মোচন হয় না। বিজ্রোহীর গৃহভঙ্গ, বিজ্রোহীর ধনলুণ্ঠন অগ্রায়কাষ্য। কি স্তম্ভবর্গে আমরা পরিবেষ্টিত।

সিরাজের প্রস্থান

রাঘবঃ। আর এ স্থানে নয়, প্রস্থান করুন। ভগবান অর্ধাচীন নবাব-হস্তে আজ জীবন রক্ষা করেছেন, এ নিমিত্ত ধন্যবাদ দিন।

স্বরূপ। আলিবর্দীর মধ্যম কন্যা আয়মনা বেগমের পুত্র সন্ততজ্ঞের নিকট কি পুণিয়ায় দূত প্রেরিত হ'য়েছে ?

মীরজাঃ। হ্যাঁ, মীরণ তথায় প্রেরিত হয়েছে। ওঃ এমন অপমান জন্মেও হয় নাই। কি আশ্চর্য্য ! স্থগিত, নীচবংশোদ্ভব, নবাবের কুৎসিত

কার্যের সহচর মোহনলাল মজ্জীপদে স্থাপিত হলো, পথের কাকাল
মীরমল্লন সেনাপতি, এদের নিকট আমাদের অবনত মস্তকে থাকতে
হবে! রাজকার্য্য এই নীচজন-নির্কীৰ্তিত কর্মচারীগণের দ্বারা সম্পন্ন
হবে!—জীবনে স্থগা হচ্ছে!

বায়ুঃ। হেথায় আপ বুথা আক্ষেপ উচিৎ নয়।

জগৎ। চলুন, নবাব আমাদের আর এখানে একত্র দেখলে প্রাণদণ্ডের
আজ্ঞা দেবে।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

শানাবদ্দা-বেগম ও সিরাজদৌল

শুশিলা দাঁত---নবাব অন্তঃপুর

বেগম। কহ বৎস, এ কি বার্তা শুনি?
প্রাচীন অমাত্যগণে কবি অপমান,
উচ্চ পদে স্থাপি নীচজনে
করিতেছ রাজকাব্য সমাধান,
ছিল যারা সিংহাসনে শুভের স্বরূপ,
বিক্রম তোমার আচরণে,
ভালমন্দ না করি বিচার,
যেই কার্য্য যেইক্ষেণে উঠে তব মনে,
সেই কাব্য সেই দণ্ডে কর সমাধান।
ভয়ে ভীত রাজ্যে যত অমাত্য প্রধান,
যোগ্য উপদেশ দানে না করে সাহস।
শুনি মতি-স্বৈধ্য নাসিক তোমার।
আকুল অন্তর মম এ জন-প্রবাদে।

সিরাজ । মাতা, অহেতু গঞ্জন দেহ মোরে ।
 কহ, হিতাকাজী কোন্ অমাত্য প্রধান,
 করিয়াছি তা'র অপমান ?
 কোন্ হীন জনে উচ্চ স্থানে করেছি স্থাপন ?
 বাজ্যের অনস্থা তুমি জাননা জননী !
 স্বার্থপর অমাত্য সকল,
 করে সব স্বার্থ উপাসনা ,
 কারো নাহি মঙ্গল কামনা,
 চণ্ডে জনে জনে নিজ স্বার্থ অন্বেষণে ।
 সেনাপতি মৌর্যাক্ষয়, দিবারাত্র মন্ত্রণা তাগার,
 কি সুযোগে সিংহাসন ধরিবে গহণ ।
 রাজা রাজবল্লভের দান আচরণ,
 পুত্র কুম্বদাসে, বাকিতা ইংরাজ সকাশে
 অর্থ সহ করেছে প্রেরণ ।
 সতত মন্ত্রণা ও অমাত্য মিলনে
 কি উপায়ে সাধিবে আমা'র পদচ্যুতি ।
 কতু বা গোপনে —
 বডযন্ত্র সকতজ্ঞ সনে,
 কতু দানে ইংরাজে উৎসাহ
 উপেক্ষিতে নবাবী প্রভাব ।
 মাত্র বকু মোহনলাল আর মৌরমল্ল,
 যে দৌহারে স্বার্থপর অমাত্যনিচয়
 নীচ বলি করিছে ঘোষণা ।
 প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ হু'জন,
 চক্ষুশূল সধাকার এই হেতু ।

- বেগম । এ কি, হেন ক্রুর আচরণ !
 সিরাজ । হায়, এসময় কোথা মাতামহ !
 আছিলাম মেরুর পশ্চাৎ,
 বদ্ধাবাত না স্পশিত কায়,
 এবে অসহায় জনপূর্ণ অরণ্য মাঝারে !
 হাসি পাণে লুক্কায়িত অসি,
 চারিদিকে নিধন কামনা মম,
 বজেশ্বর একেশ্বর সংসার-কান্তারে !
- বেগম । কায়মনোবাক্যে করো কর্তব্য পালন,
 সার কর ঈশ্বর-চরণ,
 ফলাফল অপিয়ে তাঁহার ।
 স্বর্গগত নবাবের আদর্শের পরে
 স্থির দৃষ্টি করহ স্থাপন ।
 হায়, বালক বিরুদ্ধে হেন কুটিল মন্ত্রণা !
- সিরাজ । চিন্তা দূর কর মাতা নবাব-মহিষী,
 দুৰ্জনের মনস্কাম কতু না পূরিবে ।
- বেগম । বিদ্রোহ সময়—
 শুন বৎস উপদেশ মম—
 ভূতপূর্ব নবাবের জানো আচরণ,
 হ'লে শত দোষে দোষী,
 করিতেন মার্জনা তাহারে ।
 দৃষ্টান্তে তাঁহার করো মার্জনা সবায় ;
 রাজকাৰ্য্যে পুনঃ সবে করহ স্থাপিত ;
 মার্জনার সম উচ্চ নাহি রাজনীতি ।
- সিরাজ । তব আজ্ঞা হবে না লঙ্ঘন ।

প্রতিগৃহে আপনি ষাইয়ে
করিব সম্মান হবে ।
কিন্তু তাহে না ফলিবে ফল ;
কুটিলতা কুটিল না করিবে বর্জন ।
আদাব জননৌ !
বেগম । বৎস, হও চিরজড়ী ।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

পূর্ণিমা—সকলজনের সভা

সকলজ্ঞ, মীরণ, উজীর, সভাসদগণ ইত্যাদি

সকত । মীরণ, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো—কুচ পরোয়া নাই,
আমি সব ঠিক করেছি, দিল্লী থেকে ফার্মান আনাচ্ছি । আমিই
বাক্সা-বিহার-উড়িষ্ণার নবাব—সিবাজ কে ? ও তো ফাঁকড়ালে
নবাব হয়েছে । ও-ও আলিবন্দীর নাতি, আমিও আলিবন্দীর নাতি ।
আমি মেজো মেয়ের ছেলে, ও ছোট মেয়ের ছেলে, ও নবাবী পাবে
কিসে ?—কি বাবা, বলতে পারি কি না ?

সভাসদগণ । হকই তো—হকই তো ।

সকত । কেমন ঠিক বলি নি ?

সভাসদগণ । ঠিকই তো—ঠিকই তো !

সকত । খবরদার—চূপ করো । আমি মীরণ চাচাকে দ্বিজ্ঞাসা করছি ।

মীরণ । হ্যা—আমার পিতাও এই কথা হৃদয়কে বলি পাঠিয়েছেন ।

সকত । পিতা কে ? বাবা ? রেখে দাও—তোমার বাবা, আমি বাবার
বাবা বলি ।

সভাসদগণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো।

সকত। চোপরাও—বেয়াছবি?—মীরণ চাচাৰ সঙ্গে বেয়াছবি? আমি ও ভালবাসি নি।

সভাসদগণ। তাইতো হজুর—তাইতো হজুর!

সকত। হ্যাঁ--মীরণ চাচা রয়েছে, বেয়াদব হয়ো না। দেখ মীরণ চাচা, কথটা কি বোঝো, তোমার বাবা তো মীরজাফর? ঠিক বলছে তো? হ্যাঁ—তোমার বাবা মীরজাফরই বটে! শোন, তারে বলো, ব্যাপারখানা কি জানো, আলিবর্দীর তিন মেয়ে, আমি মেজো মেয়ের ছেলে, বল্বে আলিবর্দীর ছেলে ছিল না, সিরাঙ্গকে পুষ্টিছানা নিয়েছিলো? নিগ--আমিও বাপের বেটা, সিরাঙ্গ নয়—সিরাঙ্গ নয়—ও বাপের বেটা নয়, বি।

সভাসদগণ। নয়ই তো—নয়ই তো।

সকত। না চুপ—কথা কইতে দাও। শুনেছ তো বড মাসী ঘসেটি বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলীৰ ব্যাংগটা শুনেছ তো? আর তুমি জান না, তুমি আপনার লোক, তোমায় ঘরের কথা বলি, ছোট মাসী আমিনা বেগম—তিনিও তিনিও হোসেনকুলি—হোসেনকুলি—সিরাঙ্গ তাই তারে রাষ্ট্রায় ধরে কেটে ফেলে। শুনেছি, আলিবর্দী আর তার বেগমের টিপ্পনি ছিলো!—তা দেখ—বোঝ করেছে।

সভাসদগণ। ঠিকই তো—ঠিকই তো—

সকত। তবে আর কি মীরণ মিঞা!—তুমি আমার স্বাধীন চাচা হও। আলিবর্দীর বোনকে তোমার বাপ বিয়ে করে নয়? দেখ বাবা—সম্পর্ক সব ঠিক আছে।

সভাসদগণ। আছেই তো—আছেই তো—

সকত। কি থাকবে না, তার বাপকে থাকতে হবে। মীরণ চাচা, নবাব তো আমি—কি বলো?

মীরণ। হজুরই তো নবাব। তাই পিতা পাঠিয়ে দিলেন, সিরাজ সজ্জিত হ'য়ে আসছে, আপনি যুদ্ধেব জগা প্রস্তুত হোন।

সকত। আসুক, এক ফ'য়ে পড়াবো—বুঝেছ—বুঝেছ? কাল কি পরশু গিয়ে মুশিদাবাদের গদীতে বসছি। হোমার বাবাকে ব'লো, ভাল ভাল মেয়ে মাতুষ আমার শ'খানিক চাই, আমি গুণে নেব, একটা কম হ'লে চলবে না। আমি উজিরি তাকে দিলুম, বুঝেছ? হ'লিয়ার হ'য়ে কাজ করতে ব'লো। আর সিরাজেব সেই গজায় বেড়াবার নৌকাগানা আছে তো? সেখানা ঘেন ঠিক সাজান-গোজান থাকে। সিরাজ ঝাট আছে। নৌকোয় বেড়িয়ে ছু'ধাবেই ভাল ভাল মেয়ে মাতুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে। কেমন না—খবর রাখি কি না ব'লো? আচ্ছা আমিও দেখ'বো, আগে মুশিদাবাদে পৌঁছাই।

মীরণ। হজুর, সিরাজ অনেক সৈন্য নিয়ে আসছে। পিতা বিশেষ ক'রে বলেন, আপনি সজ্জব যুদ্ধেব জগা প্রস্তুত হোন। বোধ হয় সিরাজ এতক্ষণ রাজমহলে এসে পড়লো।

সকত। অ্যা—সহি নাকি?

উজির। হ্যাঁ কনাব, দূত এসে সংবাদ দিয়েছে। হজুর, সজ্জব সেনা-নায়কদেব প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সকত। হ্যাঁ ডাকো—ডাকো—ফকির দানসাকে ডাকো। সে যে বলে —“ফু'য়ে উড়িষে দেবো।” কি হ'লো—তবে কি হলো! অ্যা আমি এখন লড়াইয়ে যাঠি কি ক'রে বল।

উজির। হজুর, আপনি হুকুম দেন, আপনার সেনাপতিরা যুদ্ধেব জগা প্রস্তুত, আপনার হুকুমের অপেক্ষা কছে।

সকত। আমি হুকুম দিলুম—হুকুম দিলুম, লড়'তে ব'লো, লড়'তে ব'লো।

উজির। আপনার স্বাক্ষরিত হুকুম দেন। এই বান্দা হুকুমনামা লিখে এনেছে, হজুর সই করে দেন।

সকত। আচ্ছা—এসো বাবা এসো। ধরো হাত ধরো। যেদিকে তুমি হাফ চালাবে, সেই দিকে হাত চালাবো, সেদিকে ঠিক আছে।
(সকতজঙ্গের হস্ত ধরিয়া উভিবের সহি করিয়া লগুন ও অন্ত একখানি হুকুমনামা বাহির করণ) এইতো হলো, আবার কি ?

উজির। ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কের পত্র।

সকত। ওঃ জ্বালাতন কবেছে, নবাবী করবো কখন ? এসো—

পুনরায় পূর্বোক্তরূপ সহিকরণ ও প্রস্তাব আর একখানি

হুকুমনামা দোখিয়া

বাপ্ আর নয়—(সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া) বাতাস করো
—বাতাস কবো—শ্রাব পারি না,—সরাব দে—সরাব দে।

ভূতাগণের বাস্তবাবে ওৎখারণ

দানসা ফকিরের প্রবেশ

ফকির—ফকির—বাজ্জার ফৌজ এসেছে, তুমি কি কচ্ছ ?

দানসা। হঃ। কনে ?

মীরণ। ফকির সাহেব, রাজমহলে উপস্থিত।

দানসা। হঃ। দেখো যাইয়ে—ফুইয়ে উগ্রাইচি। দেখো যাইয়ে
কাশিমবাজার বিগে বর দি-য়ছে। তেমন দানসা ফকির পাইচো ?
পুচ করো ঐ দূতটারে—

দূতের প্রবেশ

উজির। কি সংবাদ, বাজ্জার ফৌজ কত দূরে ?

দূত। বান্দা দেখে এলো, নবাব-সৈন্ত রাজমহল পরিত্যাগ করে
কাশিমবাজার অভিমুখে চলেছে।

দানসা। অঃ শুনে লন—শুনে লন, ফুইয়ে উরাইচি—ফুইয়ে
উরাইচি।

সকত। কুচ পরোয়া নাই, (উজিরের প্রতি) ফের সই করাবে ?
গদান্না নেবো—কোতল করবো। বাবা দানসা, এক পেয়লা
খাও।

দানসা। হঃ আমি মুসলমান, সগাব খাবার পারি ? তবে হঃ—ল্যাক্চে
—ল্যাক্চে, নবাবজাদা দিলি গুণা থাকবে না।

সকত। দেখ মীরণ চাচা, তোমার বাবা বলছেন—একবার মুশিদাবাদ
যাবো, সিবাজকে ত্যাগিয়েই লঙ্কোয়ে সুজাউদৌলার ঘাড়ে গিয়ে
প'ড়ব, তারপর দিল্লী। বাদ্শাই পারবে ? বেশ পারবে—
খুব পারবে।

মীরণ। হ্যাঁ ভজুর -- হ্যাঁ ভজুর !

সকত। দেখ তোমায় বাদ্শাই দিয়ে আমি খোরাসানে যাবো, সেখানে
একটা নতুন সতর তৈরি করবো—বাদ্শার জল-হাওয়া আমার
সম্মান ; আশ দেখ এ সব বেটীদেরও আমার পছন্দ হয় না ; তুমি
বাদ্শাই পারবে তো ?

মীরণ। পারবো বই কি, পারবো বই কি !

সকত। আচ্ছা মীরণ চাচা, আমোদ করো—আমোদ করো।

সভাসদগণ। আমোদ করো—আমোদ করো।

সকত। লাও—লাও—নাচ-নাউলি লে আও। মীরণ চাচা, টেকে
রেখো, কোন্ কোন্ বেটা তোমার দরকার।

নর্তকীগণের প্রবেশ

গীত

রক্তলা পিণ্ড পিয়লা।

বদনা স্বরগ বাজে পায়েলা।

বৌবন মাতোয়ারী, আপান সামারি,
 ত তে হাতে ধরি, ৮-৭ সারি সারি
 আকুল বুড়শ চকমা চকল,
 নারী চাহিয়ে ৯-সিয়ারা ভারি,
 বিবরহা বিবো ১ বাত ১ ॥

সব শুভঙ্কের এই সঙ্গে মৃত্যু ও পতন

সভাসদগণ। অহা বাহা, কি হ'লো ১৫ হ'লো ১।

সকত। চোপ্ বেয়াছবি ব'রো না।

সকলের সব শুভঙ্কে বরিসা ভক্তোপন

কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ,—খাহবা বাত ১, কয়াবাৎ ১।

সব শুভঙ্ক ১ ৭৪৪ বরেকওন সভাসদের প্রস্থান

উজির। তোমরা সব যাও।

দানসা। ফুইয়ে উরাইচি—ফুইয়ে ডরাইচি।

সকলের প্রস্থান

উজির। সাহেব, কিছুতো বুঝে নো না, বাঙ্গার খোজ কিবলো কেন?

মীরণ। আমার তো কিছুই অনুমান হচ্ছে না।

উজির। আমার বোধ হয়, কলিকাতায় সৎবাজের সাহিত কোনও
 বিবাদ হ'য়ে থাকবে। যদি আমাব অনুমান সত্য হয়, আমাদের
 পক্ষে বড় শুভ। বাদসাহ সন্দ আলা ১০ শাস্ত প্রয়োজন। নচেৎ
 নবাবের বিকড়ে যুদ্ধে, প্রজারা আমাদের পক্ষ হবে না। কিছু
 দিল্লীতে উৎসাহ প্রদানের নিমিত্ত অর্থ প্রয়োজন। সকল শুভ
 বাহাদুরের অপব্যয়ে তো ধনাগার লুপ্ত।

মীরণ। চিন্তা কি? জগৎশেষ মহাতাবটাদ সে অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হবেন
 না। এ প্রস্তাব হয়েছিলো, পিণ্ড শাস্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন।

উজির। আত্মন আত্মন মজ্জণ-গৃহে আত্মন। এ সকল গুহ আন্দোলন
 এ স্থানে প্রয়োজন নাই।

উজিরের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ বেগম-কক্ষেব সম্মুখ

নৃৎকটঙ্গিনা

পুংখ। নবাব এখনো আসছেন না কেন? এখনি ওয়াটসের মেম আসবে। আজ তিন দিন এসে স্বামীর উদ্ধারের জন্ত কাদাকাটি কচ্ছে, আজ মেম এলে বড় অপ্রতিভ হবে।

ওয়াটস পক্ষীর প্রবেশ

ওয়াটস-পক্ষী। (জানু পার্তিয়া) বেগম সাব—বেগম সাব—বান্দীর আজি কি মজর হইল? আমার দানের জান দুখ পাইল, কেমন করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সইবো, আমি খানাপিনা ছাড়িয়া দিয়াছে।

নৃৎখ। ষোঁ মেম সাহেব, কেঁদো না কেঁদো না, কেন জানু পেতে গোড হাত কচ্ছ? আমি নবাবকে বলবার অবকাশ পাইনি, নবাব বড়ই রাজকাষ্যে ব্যস্ত। আমি পরিচারিকাকে পাঠিয়েছিলাম। নবাব বলছেন, তিনি এখনি অন্তঃপুরে আসবেন। আজ নিশ্চয় তোমার স্বামীকে আমি মুক করবো। তুমি সতী, সতীর মধ্যাদা অবশ্যই রাখবো।

ওয়াটস-পক্ষী। সব হাল আপনি শোনেন।

পুংখ। মেমসাহেব, তুমি সকলই তো বলেছ।

ওয়াটস-পক্ষী। ভাল করিয়া ওয়াকিভহাল হোন, নবাব ওজর করিলে উত্তর করিতে পারিবেন। আমার স্বামীর কোন দোষ নাই। হাল এই, নবাব কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে আজ্ঞা দেন যে, তিনি পেরিং পয়েন্ট বাহা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, আর রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদ নবাব-

দরবারে পাঠাইবেন। গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবী আজ্ঞা নিল না। নবাব সেই রাগ করিয়া আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেবকে কয়েদ করেছেন। বেগম সাহ, নবাবকে বুঝাইবেন যে আমার স্বামী ও চেম্বার্স সাহেব কাশিমবাজারের কুঠির কাজে নিযুক্ত। নবাবী-আজ্ঞা ড্রেক সাহেব মানিনো না, তাহাতে আমার স্বামী কি করিতে পাবেন। আমার স্বামী নবাবের অবাধ্য নন, নবাব যাহা বলিয়াছেন, তাহা করিয়াছেন। ড্রেক সাহেব কথা শুনে না, তিনি কি করিবেন।

নুৎফ। তুমি স্থির হও, তোমার স্বামী মুক্তি পাবেন। ঐ নবাব আসছেন, তুমি মাতামহীর নিকট যাও।

ওয়াটস-পত্নীর প্রস্থান

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সিরাজ। কেন, তলব কেন? আমার মার্জনা করো, তিলান্ধি অবকাশ নাই যে তোমার নিকট আসি; অনেক কার্য্য রয়েছে, এখনই দরবারে যেতে হবে।

নুৎফ। এক দণ্ডও কি দাসীর নবাবের সেবা করবার অধিকার নাই; নবাবের কি মূর্ত্তের জন্ত বিরামের সময় নাই?

সিরাজ। প্রিয়ে, নবাবী নয় প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব। মাতামহী নিত্য দরবার-সংলগ্ন জানালা-প্রকোষ্ঠ হ'তে দরবার-কার্য্য দেখেন, তুমি তাঁর সঙ্গে থেকো, সকলই বুঝবে।

নুৎফ। বাদীর একটি আবেদন আছে।

সিরাজ। আবেদন! আদেশ বলো! বলো, কি চকুম—এই দণ্ডে সমাধা হবে।

নুৎফ। একজন বিদেশিনী রমণী, আমার নিকট আবেদন জানিয়েছে—
রাদ-রোবে তার পতি কারারুদ্ধ। দাসীর মিনতি, কৃপা করে নবাব

তার পতিকে পরিভ্রাণ দেন। আহা! অতি কাতরা, জাহ্নু পেতে
করঘোড় তার মনের বেদনা আমার জানিয়েছে। পতি-পরাযণ্য,
পত্নির নিমিত্ত ব্যাকলা, নয়ন-জলে গগুস্থল ভেসে গেল, সে বেদনা
আমার প্রাণে বেজেছে, সে অশাগিনীর স্বামীর মৃতি আজ্ঞা হয়।

সিরাজ। তোমার নিকট প্যাট্রসেন বিবি এসেছিল। যখন তুমি তার
পতি প্রসন্ন, দরবারে উপস্থিত হয়েই তারে মুক্তি প্রদান করবে।
যনেক কাষ্য বেগে তোমার অন্তরোধে যন্তঃপুরে এসেছি, এখন
দরবারে যেতে হবে। তুমি পরিচারিকা দ্বারা জানালেই আমি
প্যাট্রস ও চেন্সাসকে মুক্তি দিতেম, এর নিমিত্ত স্বয়ং অন্তর-
বিনয় কেন ?

সিরাজ-কঙ্গা উন্মৎজরার প্রবেশ

উন্মৎ। জনাব, আপনি মায়ের মহলে আসেননি কেন ? মা বলছেন
আপনার জরিমানা করবেন। আপনি কোথায় ছিলেন ?
সিরাজ। এই যে মা জবিমানা দিচ্ছি।

চুম্বন

লুৎফ। তুমি খোদাকে ডেকে নবাবকে দোওয়া করতে বললে না ?
উন্মৎ। হ্যা—হ্যা—আয়ে খোদা—জনাবকে দোওয়া করো।

উন্মৎজরার গীত

ডাকলে তুমি অমনি শোনো, অমনি তুমি কাছে এসো।
আমি তোমার ভালবাসি, তুমি আমার ভালবাসো।
শুনেছি ছুনিরা তোমার, তুমি বলো তুমি আমার,
আমায় তুমি খেলতে ডাকো, আমার কাছে কাছে থাকো,
আমি তোমায় দেখে হাসি, তুমি আমার দেখে হাসো।

সিরাজ। এ গান তুমি কোথায় শিখলে ?

উম্মৎ। কেন জনাব, আমি আপনি শিখি। আপনি বহন, আমার কোলে নিন। ম'আম্বন।

সিরাজ। আমি যে এখন যাবো ?

উম্মৎ। কোথায় যাবেন ? আমায় সঙ্গে নেবেন না, দেলখোসবাগে যাবেন ? আমায় নিয়ে চলুন, মায়ের জন্ত ফুল তুলে আনবো।

সিরাজ। এখন না, আমি এসে তোমায় নিয়ে যাবো।

উম্মৎ। দাড়ান—আমি চুমো খাই। (চুম্বন) আপনি মাকে চুমো খেলেন না ?

সিরাজ। আমি আসি—আমি আসি—

এহানোক্ত

উম্মৎ। মা, জনাব তোমার চুমো খেলেন না, তুমি জনাবের চুমো খেয়োনা। আমি নবাব-বেগমকে বনে দিগে, জনাব বড় দুই হয়েছেন।

এহান

গমনোক্ত নবাব-সম্মুখে কসবির হস্তে জহরার প্রবেশ

সিরাজ। কে তুমি ?

জহরা। নবাবের নিকট এই ভেট এনেছি।

সেলাম করিয়া ধাচ্ছাদিত তসবীর প্রদান

সিরাজ। কে পাঠিয়েছেন ?

জহরা। এই পত্রে প্রকাশ আছে।

সিরাজ। তোমায় কি কোথাও দেখেছি ?

জহরা। আমি জনাবের নিকট পরিচিতা। ইতিপূর্বে নিবেদন করেছি, আমি সর্বত্রগামিনী—নবাব দর্শনাকাজিগী।

পত্র প্রদান পূর্বক জহরার প্রস্থান

সিরাজ । (পত্র পাঠ করিয়া) পত্রবাহিকা কোথায় ?

লুৎফ । চলে গিয়েছে ।

সিরাজ । . অদ্ভুত পত্র ।—শোনো—

পত্র পাঠ

“জনাব, যদিচ দাসীর মৃত্যু ঘটনা হইয়াছিল, দাসী জীবিতা । সমাজ-তাড়নায় দাসী রাজপুরে উপস্থিত হইয়া নবাব-সেবার অধিকার পায় নাই । প্রার্থনা, দাসীর অল্পরূপ এই তস্বিরের নবাবের শয়ন-গৃহে স্থান পায় । দাসীর নাম তস্বিরের নিম্নে দেখুন ।”

(তস্বিরের আবরণ খুলিয়া) একি !—“তারা”—তারাট বটে, (লুৎফউরিসান প্রতি) পিয়ে, তুমি এ তস্বিরবাহিকাকে কখনো দেখেছ ?

লুৎফ । না প্রভু ।

সিরাজ । কেনো এ শব্দ । ‘ পত্র জাল—আমি জলপ্রমথকালীন রাণী ভবানীর কন্যা তারাকে দর্শন ক’রে, তাঁর প্রতি আসক্ত হই । তার পর তাঁর মৃত্যু ঘটনা হয় । তাবা জীবিতা থাকতে পারেন, কিন্তু এ পত্র জাল । আমাব পাপমতি উদ্ধীপ্ত করা, এই পত্রবাহিকার উদ্দেশ্য,—হাবভাব, নয়নের কোণে তার শত্রুতা । এ বহুবেশধারিণী । যখন মাতৃদাসা ঘসেটাবেগমকে মতিঝিল থেকে নিয়ে আসি, তখন মাতামহীবা দাদীর বেশে, ঘসেটাবেগমের পরিচ্ছদ বহন করিতে দেখে-ছিলেম । আজ সে বেশ নাই, আজ তারার পত্রবাহিকা । একে কদাচ রাজ-গৃহে স্থান দিও না ।

সিরাজদৌলার প্রস্থান

লুৎফ । বাহিকা শব্দ হয় হোক, হুম্মর তসবির, শয়নাগারে নবাবের তস্বিরের পাশে রাখিলে । দেবমুষ্টি নবাবের পাশে এই দেবীমুষ্টিই শোভা পায় ।

ওয়াটস্-পত্নী পুনঃ প্রবেশ

লুৎফ। তোমার ভয় নাহ, তোমার স্বামী আজই মুক্তি পাবেন। নবাব

উদ্যত, তোমার স্বামীর সঙ্গে যেসব সাক্ষাৎ মুক্তি হবেন।

ওয়াটস্-পত্নী। খোদা বেগমসাহেবকে দয়া করুন। এ সবের আমার

জান বাচলো। আমি ভাল ভেত পাঠাবে।

লুৎফ। না না--তোমাকে কিছু পাঠাতে হবে না। তুমি আশাবাদ

করো, খেন আমি পাঠ সোভাগনা হই

ওয়াটস্-পত্নী। নবাবের কালজাহায়ে, বেগম সাব বারোমাস থাকবে।

লুৎফ। তুমি যাও, তোমার স্বামী দর্শন করুন।

ওয়াটস্-পত্নী। বাদীর এক আজ্ঞা, বাদী কখনো আপনাকে ছাড়বে না।

ওয়াটস্-পত্নীর প্রস্থান

শিরাজদৌলা

মুন্সিফদার - নবাব-নবাব

বিরজাব, জগৎশেঠ, মফাতিহা ও অকপাচ, প্রায়শ্চলিত সভা

জগৎ। নবাব বোধ হচ্ছে, যুদ্ধে যাবার পরামর্শের নিমিত্ত দরবারে
ডেকেছে, যে প্রকারে হয় নবাবকে নিশ্চয় করতে হবে। ইংরাজ
আমাদের বিস্তার উৎকোচ দিয়েছে।

মীরজাঃ। কিন্তু ভাবছি যে। দল মতিকিলে যেসব অপমানিত হয়েছিলেম,
নবাবের ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে গিয়ে আজ আবার সেরূপ
অপমানিত না হই। সে বার বৃদ্ধা নবাব-বেগমের অহুরোধে, শিরাজ
রাজকায়ে আমাদের পুনরায় সংস্থাপিত করেছে, এবার কর্মচ্যুত
ক'রলে, আর বেগমের অহুরোধ শুনবে না। এখন মীরমদন,

মোহনলাল পরামর্শদাতা, তাদের পরামর্শমতই কায্য হবে। অতি সাবধানে নবাবকে ইংরাজ-যুদ্ধে বিরত করা উচিত। যেকোন গুণভি শত্রুজয় তো মানুষ নয়। আমাদের এক ভবসা ইংরাজ, তাদের সঙ্গে যোগ দিলে শত্রুগণ নবাবকে দমনে রাখতে পারা যাবে।

১৮পট্টাদ। ইংরাজ উচ্ছেদ হ'লে, নবাবের দৌরাত্ম্য কি আব রক্ষ থাকবে।

৩গং। শত্রুজয়গণ নিমিত্ত দিল্লী হ'তে ফার্মান আনতে তো বিস্তর ব্যয় ক'লেম। যদিও সর্বশত্রুগণ বানর। ভাবছি, বুঝি বা আমার অর্থব্যয় বিফল হয় (মীরজাফরের প্রতি) দেখুন, মহাশয়ব পরামর্শ অর্থ ব্যয় করেছে।

১৯ গজা রাজবল্লভের প্রবেশ

১৯বল্লভ। ম'শায়, আমাব সর্কনাশ। এই কৃষ্ণদাসের পদ শুনুন :—

পত্রপাঠ

“আশিমা রাজারের কুঠি খাক্রমিত এণ চেষ্টাস ও ওয়াটস কারাক্ষ হইয়াছে, এই স'বাদ কলিকাতায় গভর্ণর ডেকের নিকট অ'সিয়াছে। নবাব-দূত বামবামসিংহ কলিকাতায় গণিকপ্রবর উমিচাঁদকে এক পত্র লিখিয়াছেন। পত্রেব মন্ত এই—‘সম্ভবত ইংরাজ দমনে নবাব শীঘ্রই কলিকাতা যাওবেন, আপনি ধনরত্ন লইয়া যত শীঘ্র পারেন, কলিকাতা হইতে পলায়ন করুন। পত্র, কলিকাতায় ইংরাজ-পুলিশের অধ্যক্ষ হলওয়েলের হস্তগত হয়। ইহাতে আমাকে ও উমিচাঁদ বাবুকে ইংরাজ কাবারুদ্ধ ও আমাদের যথাসর্ব্বশ্রম সাহায্য করিয়াছে। গভর্ণর ডেক আমায় বলেন,—‘তোমার পিতা ঘসেটাবেগমের পুত্রি-

* অভিনয়ের সময়ে সংক্ষেপার্থে বট ও অষ্টম গর্ভাঙ্কের পরিবর্তন *[]* অংশটি গ্লিবেশিত হইল।

পুত্রের পুত্র মোরাদদ্দৌলাকে নিশ্চয় সিংহাসন দেবে, সিরাজদ্দৌলা সিংহাসন পাইবে না! তোমার পিতার এই প্রতারণায় আমরা নবাব-বিরুদ্ধে তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি এবং নবাবদূতের পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিতা নবাবের সহিত মিশিয়াছে ও নবাব আমাদের উচ্ছেদ করিতে আসিতেছে। তোমার পিতাকে পত্র লিখিয়া যদি নবাবকে নিরস্ত করিতে না পারো, তোমার বিশেষ অমঙ্গল জানিবে।’ সমস্ত অবস্থা অবগত করিলাম, যেক্ষণ ভাল হয় করিবেন। কারাগারে আমরা উভয়ে চিড়া-গুড় খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি।”

স্বয়ং:। ইয়া—ইয়া—শুনলুম বটে। উমিচাদের বাড়ী লুট হয়েছে।]*

স্বরূপচাঁদ। ম’শায় এখানে আর নয়, নবাব আসছেন।

নেপথ্যে নকিব ফকরাণ। নবাব মনস্করণে মৌলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলি খা মৌরজা মোহাম্মদ হায়বৎজ খান বাহাদুর—

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

সকলের দণ্ডায়মান হইয়া কৃৎসন করণ

সিরাজ। আসন গ্রহণ করুন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন, যে মহারাজের উপযূঁপরি দৌরাখ্যে ভূতপূর্ব নবাব আনিবন্দী—রাজা, আমীর, ওমরাহ, জমিদার প্রভৃতিকে স্বীয় অধিকার রক্ষার নিমিত্ত সৈন্ত বৃদ্ধি ক’রতে আজ্ঞা দেন। কলিকাতায় ইংরাজেরাও সে সময়ে সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূচতুর ইংরাজ, সেই সন্যোগে কেবল সৈন্ত বৃদ্ধি ক’রেই কাস্ত হয় নাই; আপন রাজার জায় দুর্গ সংস্কার করেছে। যদিচ এক্ষণে মহারাজীয় উপদ্রব নাই, তথাপি ইংরাজ বলবৃদ্ধি ক’রতে কাস্ত নয়। বিনা আদেশে শত্রুর গতি রোধ করবার জন্য বাগবাজারে পেরিং নামে

একটা দুর্গ নির্মাণ করেছে। এই রাজবিরুদ্ধ আচরণ হ'তে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত বার বার নবাবদূত প্রেরিত হয়। কিন্তু ইংরাজ, দূতের অবমাননা করেছে ও স্বৈচ্ছাচারী কার্যা হ'তে নিরস্ত হয় নাই।

জগৎ। জনাব, পেরিং দুর্গ নয়, সামান্ত প্রাকার মাত্র।

সিরাজ। পেরিং সামান্ত প্রাকার, বোধ হয় শেঠজীর অভিপ্রায় তা ভঙ্গ না ক'বে নবাব-আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় নাই। কিন্তু রাজা রাজ-বল্লভের পুত্র রুক্ষদাস যিনি, ঢাকা হ'তে নবাবী অর্থল'য়ে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁকে ইংরাজ, নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ উপেক্ষা ক'রে, মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করে নাই; এ কিরূপ সঙ্গত বিবেচনা করেন?

রায়হুঃ। অতি অসঙ্গত

সিরাজ। রাজ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় প্রজার অমঙ্গল, এই নিমিত্ত বার বার ফিরিঙ্গিকে মার্জ্জনা করেছি। কিন্তু হীন-বুদ্ধি ফিরিঙ্গি সেট মার্জ্জনা আমাদের দুর্বলতা বিবেচনায় আমাদের কথায় কণপাত করে না। তাদের সেট ভ্রম দূর করা অত্যন্ত আবশ্যক। অতএব কনাই আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রবো। আমার সমভিব্যাহারে যেতে আপনারা সকলে প্রস্তুত হ'ন।

জগৎ। জাঁহাপনা, দাসের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখনো নিরস্ত হওয়া উচিত। চারিদিকে শত্রু, সন্ততজঙ্গ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হচ্ছে, সন্ততজঙ্গকে দমন করা অতি কর্তব্য। ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা এক্ষণে উচিত নয়।

সিরাজ। শেঠজী, যদি সন্মজ্ঞা না হয়, আমরা সে কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হব না। লোকের মুখে প্রচার, যে ইংরাজদূত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করুতে আসে, তারা কি নবাবের আদেশ মত কার্য ক'রুতে প্রস্তুত?

জগৎ। জাঁহাপনা, জনজ্ঞতি মাত্রেই অভূত, বাণিজ্য সম্বন্ধে কখনো কখনো অর্থের প্রয়োজন হ'লে, ইংরাজ আমার নিকট আসে সত্য, কিন্তু তাবা সামান্য ব্যক্তি, রাজকীয় কক্ষের বোন কথা উচ্চারণত হয় না।

সিরাজ। নিশ্চয় জানবেন, ফিরদিরা আমাদের সহিত সঙ্ঘাব রাখতে উৎসুক নয়। কৌশলে কাষোদ্ধার হ'লে আমরা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হ'তেম না। ভূতপূর্ব নবাবের পদাঙ্গুশরণ পূর্বক আমরা কাশিম বাজারের দ্রুতি অবলাব করি, আর তাব অব্যাহত প্রাটিন্ড চেম্বার সাহেবেব মুচলখায় স্থান কর'রে লহ। বস্তুতঃ মুচলখায় মস্তান্তর কালবাতায় কোন কায্যই হয় নাই যখন রাজমহল সবভজদের বাক্যে আমরা বাত্রা বরি, কালকাতা হতে ইংরাজের এক পত্র দববারে উপস্থিত হয়--সে পত্র দ্রুতবে অপমান অপেক্ষা অধিক অমর্যাদাসূচক। সেই নিমিত্ত প্রাটিন্ড চেম্বারসকে পরাক্রমের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এদের উদ্ধাবার্থে দেওয়া যায়, কলিকাতায় ইংরাজ ব্যগ্র নয়। আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হ'লে একরূপ ব্যবহার কবে, তা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সবভজদকে দমন না করে, সেই ভয় রাজমহল হ'তে সঠিক প্রত্যাগমন বরোঁছ। অতএব আপনারা কালকাতা যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হোন। অবশ্যই আপনারা আমার রক্ষার্থে গমন করবেন সন্দেহ নাই

মীরজাঃ। জাঁহাপনার কায্যে স্বীকৃত উৎসর্গ থাকা, বাজ অমর্যাদাগণের একমাত্র কর্তব্য। সে বর্ত্তায় পালনে সকলেই উৎসুক। (স্বগত) আর বাধা দেওয়া উচিত নয়, অপমানিত হ'তে হবে।

মুজ। প্রাটিন্ড চেম্বারসকে দরবাবে উপস্থিত হ'বার আজ্ঞা দেওয়া হ'লে তাদের নিকট সুনলেই নিশ্চিত বুঝবেন, যে আমাদের অবজ্ঞা আদেশে ইংরাজদের মস্তব্য।

ওয়াটস্ ও চেম্বার্সকে । তারা দুজনের প্রবেশ এবং উভয়ের জামু পাড়রা নবাবকে অভিযান
 গাজোখান করুন । সাহেব, আপনারা মুচলেথায় স্বাক্ষর করেছেন,
 কিন্তু তাব মশায়দারের অজ্ঞাবাহ কোনও কার্যেও অহুষ্ঠান হয় নাই ।
 ওয়াটস্ । জনাব, বালকাতায় কাউন্সিলের কোন সংবাদ আমরা পাইলো
 না । এতদূর থেকে কীক করিতেছেন, কেমন বরিসা বলবে ।
 সিরাজ । ভাল, ইচ্ছা হয় কলিকাতায় গিয়ে সংবাদ লউন । নবাব
 আদেশে আপনারা মুক্ত । আপনার সাধ্বাস্ত্রী, বেগমকে আপনারা
 শ্রুতির জন্তু খুলেবাব বেরেছেন । তাঁরই কপায় আপনারা মুক্ত,
 আপনারা যথাস্থানে গমন করিতে পারেন ।
 উভয়ে । নবাবকে ওদা লগা জীবন দিব ।

সলাম করিয়া প্রস্থান

সিরাজ । এখন বোধ হয় সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, যে আমরা কলি-
 কাতায় উপস্থিত না হ'লে ইংরাজের চৈতন্য হবে না ।
 রাজবৎ । সেইকপই তো অনুমান হচ্ছে ।
 ভগৎ । (স্বগত) নবাব প্রস্তুত হ'য়েই আমাদের দরবারে ডেকেছে ।
 সিরাজ । চিন্তাচক্রেই কেন বদনে সবার ?
 বৃদ্ধ আলিগদী সবে করেছে আলন,
 আমি তাঁর পালিত নন্দন ।
 শত দোষ যদিও আমার,
 তবু উঁচত হে তোমা সবার,
 সে সকল করিতে বার্জনা ।
 স্বৈচ্ছাচারে চালিত জীবন,
 হিতাহিত ছিল না বিচার,
 মতপানে কারিয়াছি, শত শত ছনীত ব্যাভার ।
 কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,

বসি বুদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
 শেষ বাক্যে তাঁর—
 জন্মিয়াছে ধারণা আমার,
 রাজকাৰ্য্য নহে শ্বেচ্ছাচার,
 নবাব প্রজার ভৃত্য। প্রভু প্রজাগণে,
 প্রজার মঙ্গল কাৰ্য্য সত্ত্ব সাধন,
 নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।
 যথাসাধ্য আত্ম-সংশোধন
 চেষ্টা করি দিবানিশি।
 শুভ অন্তকূল তোমরা সকলে—
 কুশলে যাহাতে হয় রাখে্যেব শাসন।

মীরজা। এতদূর কুশল আমাদেব দিবানিশি কামনা। ইংরাজের
 সহিত যুদ্ধে প্রজার অমঙ্গল বিবেচনায়, শেঠজী জাহাপনাকে যুদ্ধে
 নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করেছিলেন,—মারুহাট্টা উৎপীড়নে প্রকাশকণ
 বিকল, নানা কারণে রাজকবণ্ড বৃদ্ধি হয়েছে, মুক্ত ব্যয়ার্থে রাজকর
 আরও বৃদ্ধি হবে। তবে এখন এক্ষেত্রে যে দান্তিক ইংবাজ দমন
 কর্তব্য এটে। অমাত্যগণ কি বলেন? সন্ধিবেচনাই অন্তিমিত হচ্ছে?
 স্বরূপচাঁদ। কোশলে কাৰ্য্য নিসাহ হ'লেই, সব দিক মঙ্গল হ'তো।

রাজবঃ। যখন উপায় নাই, যুদ্ধই কর্তব্য।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা ক'রবেন না। কিন্তু
 যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেবই শত্রু, বাজ্জার শত্রু নই।
 আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের
 আত্মীয়-বান্ধব, স্বদেশ নিবাসী নির্বাসিত হ'বে, কোন বিদেশী রাজ-
 কাৰ্য্য প্রাপ্ত হ'বে না। হিন্দু-মুসলমানগণ এক স্বার্থে বাজ্জায় আবদ্ধ,
 সে স্বার্থের বিস্তর হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই কাৰ্য্য-

ভার প্রাপ্ত হবে। যদি আমার প্রতি বিষেষ পরিত্যাগ না করেন,
পৃথিবায় সকতজ্ঞের সঙ্গে যোগদান করুন কিংবা বিদ্রোহীর ধ্বজা
উড্ডীন করে যোগাজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির
জানবেন, ফিরিজি বাজ্‌লার দুশ্‌মন।

মৌরজাঃ। জনাব—জনাব—কেন বার বার এমন কথা বলছেন ?
যদি ফিরিজি-সঙ্গে নবাব অগ্রসর হন, আমরা প্রাণপণে তাঁর সাহায্য
ক'ব্বো। একি—সকতজ্ঞ, বিদ্রোহ—এ সব কথা কেন ? এতে
আমরা কুণ্ঠিত হই।

সিরাজ। ওহে হিন্দু মুসলমান—

এস করি পরস্পর মার্জ্জনা এখন ,
তই লিস্মরণ পূর্ব বিবরণ ,
করো সবে মম প্রতি বদেষ বজ্জন।
আমি মুসলমান, করি বাক্যদান,
ভুলে যাব যাহা আছে মনে ,
পূর্ব কথা আলোচনা নাহি প্রয়োজন।
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাজ্‌লায় ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাজ্‌লায় বজবাসী তইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—
নাহি দণ্ড ফিরিজিরে হুচ-অগ্র স্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝি ব্যাভার,
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।

টংরাজের অমাত্য টংরাজ,
 মজ্জণায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী ।
 বজ্রের সম্ভান — হিন্দু-মুসলমান,
 বাঙ্গালার সাপত কল্যাণ,
 তোমা সশকাব যাতে বংশধরগণ —
 নাহি হয় ফিরিজি-নাম্বর ।
 শত্রুজ্ঞানে ফিরিজিবে কর পরিতাব ,
 বিদেলী ফিরিজি কতু নহে আপনার,
 স্বার্থপর — চাহে মাত্র রাজ্য-অধিকার ।
 হন হবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ।

মঠ পর্ভাক *

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়ম-বারিক

ড্রেক, হলওয়েল ও কৃষ্ণদাস

ড্রেক । তোমার বাবার দ্বারা ই আমাদের সমস্ত কৃত্য খাইতে বসিয়াছে ।

তোমার বাপ আমাদের দুশ্মন, not friend.

কৃষ্ণদাস । সাহেব, আমার পিতার কোন অপরাধ নাই ।

হলওয়েল । তুমি বাক্য অধিক জানো, হামি জানে ! কিন্তু এক এক
 করিয়া আমার কথায় উত্তর দাও ! তোমার বাবা, গভর্ণর ড্রেক
 সাহেবকে লিখিয়াছিল কি না, যে সিরাজ নবাব হইল তো কি হইল ?
 নবাবের বড মাউসি যেসেটীঃবগমের পুস্তি ছানা সিরাজের ডাই
 এক্সামদ্দৌলার নাবালক লেড্ কাটাকে হামি নবাব কহুবে । নবাবের

চাচা ঘেসেটাবেগমের টাকা আর তোমার বাবার চালাকি এই দুই একত্রিত করিয়া, শিরাদ্বকে গদি হুইতে নামাইবে। এমন কি হুইল ?

রুক্ষ। সাহেব, আমার পিতা পাণপণে চেষ্টা করছেন।

ডে। Fool, পাণপণে কাকে বলো। যেমন নবাবী ফৌজ ঘেসেটাবেগমের পাণপণিতে আসিল, একটো গুলি চাড়িয়াছিলো ? একটো মনোহাণ পাণ হুইতে বাহর হুইয়াছিল ? তোমার বাবা কুতাকা মাকিক ভাগুলে, যে ঘেসেটাবেগমের সাথ দোশি করিয়াছিল, সে ঘেসেটাবেগমের ভাল কি হুইবে তাহাও ভাবিলো না। এস্কা নাম বেইমানি।

রুক্ষ। সাহেব, আমার পিতা কি জানেন যে, তাঁরা প্রস্তুত হ'তে না হ'তে শিরাজ আক্রমণ করবে।

ডে। এ কথা কি তোমার বাবা বলিয়াছিলো যে তিনি না প্রস্তুত আছে ? প্রস্তুত না আছে জানিলে কি গভর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবের দূতের অপমান করিত, না প্রথম যখন দূত গিয়াছিল ঐ ওকতে পেরিং পয়েন্ট ভাঙ্গিয়া দিত ; কেহ্না মেরামতি করিত না, নবাব যেমন যেমন বলিয়াছিল, সব কাম তেমন তেমন করিত।

রুক্ষ। বাবার ক্রটি হ'য়েছে, বাবার ক্রটি হ'য়েছে আমি স্বীকার পাচ্ছি।

ড্রেক। তুমি স্বীকার পাইতেছ তো আমি খোস হুইয়া গেল। দেখো, ফেরুবি যখন নবাব দূত পাঠাইল, তখন বি তোমার বাপ কিছু বলে না।—ফের ড্রেক সাব, নবাবকা অপমান করিল।

রুক্ষ। ইয়া—শেষে রামরাম সিংহের ভাই রাজারাম সিংহ এসেছিল বটে, কিন্তু সে ফিরিওয়ালার বেশে এসেছিল, একথা লিখেতো নবাবের নিকট কৈফিয়ত দিয়েছেন।

ড্রেক। ই আমরা লিখেছি ; সে তোমার বাপের সলা না, হামরা লিখা

জানে। লেকেন তোম বাপ-বেটা দুশ্মন আছে, এ ইংরাজ লোক ভুলিবে না।

কৃষ্ণ। আমরা চিরদিনই আপনাদের আশ্রিত, আমরা চিরদিনই আপনাদের বন্ধু।

হল। হা, বুড়া নবাব আলিবর্দীর আমলে যখন তোমার বাবা ঢাকার নোয়াঙ্গেলের দাওয়ান ছিলো (ও উল্লুক নামে ঢাকার সর্দার ছিল, কিছু দেখিত না, মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে রেণ্ডি নিয়ে আসনাই করিত) তেখন তোমার বাবা প্রজা লুটিয়া টাকা লইয়াছে আর আমাদের উপর কি জুলুম করিয়াছে, তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। না স্মরণ থাকে, আমি তোমায় ইয়াদ করিয়া দিতেছি

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—

ড্রুক। Silence! হামাদের মাল জাহাজ আটক করিল, এজেন্ট-দিগকে কয়েদ করিল, কের নবাব যখন মরুবে স্তনুলে, তেখন কাশিম-বাজারে গুয়াটস্ সাহেবকা পাশ বলিল—‘সিরাঙ্গদৌল নবাব হইবে না, তোমার বাবা যাকে নবাব করিবে সেই নবাব হইবে।’ তুমি কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আসিলে, ইংরাজ খোলা বাহুতে তোমাকে receive করিল, তোমার বাপের বেটামানি সব হুলিষা গেল।

কৃষ্ণ। হ্যা—আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

ড্রুক। হা—হা তা বুঝেছি। But look, here, তোমার বাবা যে রাজবল্লভ সেই রাজবল্লভ আছে। এদিকে ঘেসেটাবেগম জানানায় বন্দী হইল, আর ইংরাজের উপর নবাব রাগিল। এখন কি নয়া সলা করিতেছ বলো? নবাব তাহাকে কিছু বলিল না কেন?

কৃষ্ণ। সাহেব, মুর্শিদাবাদ হ’তে আমি কোন পত্র তো পাইনি।

ড্রুক। খুট মং বলো। আমাদিগের চক্ষু বন্ধ করিতে পারিবে না,—তোমার মনস্থ ফলিবে না, তুমি কলিকাতা হইতে ঘাইতে পারিবে না।

কৃষ্ণ । সাহেব, আমি ক'লকাতায় আপনাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছি,
ক'লকাতা হ'তে কোথায় যাব ?

ডেক । কেন তোমার বাবার নিকট যাইবে না ? তোমার বাবার কারণ
হাম লোক নবাবকা দুশ্মন হয়, আর তোমার বাবা নবাবের দোস্ত
হয়,—হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে লইয়া আসিতেছে । যদি সকল
সত্য না বলো, তোমায় কয়েদ থাকিতে হইবে ।

কৃষ্ণ । সাহেব, কি কথা আমি তো কিছুই জানিনে ।

ডেক । জাননা, তোমায় আমি বলিয়া দিতেছি । এই পত্র দেখ, কেস্কা
জানো ? Spy রামরাম সিং উমিটাদকে লিখিয়াছে । এ চিঠি যে
ব্যক্তি লইয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি তোমার বাবার চরের মত চালাক
নয়, এই নিমিত্ত আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে । তোমার বাবা
খুব চালাক আদমি । আর মিথ্যা বলিও না, সকল খবর হামাদিগের
দাও, নচেৎ তোমায় কয়েদ করিয়া রাখিব । তোমায় কয়েদ করিয়া
তোমার বাবার দুশ্মনির শোধ লইব ।

কৃষ্ণ । সে কি সাহেব ! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, আপনারা না
আশ্রয় দিলে, নবাব হয়তো প্রাণবধ ক'রতো ।

ডেক । সেই নিমিত্ত তোমার বাবা হামাদের বিরুদ্ধে নবাবকে সঙ্গে
আনিতেছে ।

কৃষ্ণ । সাহেব, সে কি কখন হয় ? এই মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে
দিয়াছে ?

ডেক । উমিটাদের প্রতি এই রামরাম সিংহের চিঠি পাঠ করো । (পত্র
প্রদান করিয়া) বড আওয়াজে পাঠ কর ।

কৃষ্ণ । (পত্র পাঠ)

“দময় থাকিতে কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়ুন । নবাব সর্বৈক
কলিকাতা অভিমুখে রাজ্য করিয়াছেন । এবার ইংরাজের আর রক্ষা

নাই। মীর জাফর, রায়হুলুজ্জামান, রাজবল্লভ প্রভৃতি সেনানায়কগণ নবাব-সৈন্য পরিচালন করিতেছে।”

ডেক। বস্করো। Rascal, what have you got to say now ?

তোমার বাবা হামাদিগকে মারিতে আসিতেছে আর তুমি হামাদের চক্ষু বন্ধ করিবার নিমিত্ত বলিতেছ,—তোমরা হামাদের দুশ্মন নও।

কৃষ্ণ। সাহেব, আমি সত্য বলছি, আমি কোন সংবাদ অবগত নই।

হল। চোপরাও you sooty devil. The fiend উমিচাদের হাল এখন দেখিবে। দুইজনে কারাগারে যাওয়া সন্ধ্যা করে।

উমিচাদকে ধৃত করিয়া সৈনিকদলের প্রবেশ

ডেক। Ah ! here you are. Good morning উমিচাদ ! তোমার দোস্তকে দেখিতেছ ? দুইজনে মিলিয়া কলিকাতা হইতে যাইবে, আমরা তোমাদের ঘোড়ার ডাক বসাইয়া দিবে।

উমি। সাহেব, আমি কোম্পানি বাহাদুরের প্রজা। বিনা অপরাধে আপনাদের লোক আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমায় বন্দী ক’রে এনেছে, আমি কোন দোষে দোষী নই !

ডেক। হাঁ—হাঁ—বুঝিয়াছি। নবাব কলিকাতা আক্রমণে আসিতেছে কিনা—তোমরা হামাদের দোস্ত, তোমাদের প্রতি অত্যাচার হইবে—এই নিমিত্ত কেল্লার বিচে তোমাদের রাখিবে।

উমি। আমার অপরাধ কি—আমার অপরাধ কি ?

ডেক। তুমি দুশ্মন ! তোমাদের কয়েদখানায় অবস্থান করিতে হইবে।

উমি। বিনা অপরাধে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার কেন ক’ছেন ? আমায় বন্দী করেছেন, আমার বাড়ী লুট করেছেন, আমার পরিবার-বর্গের কি অবস্থা তা জানি না।

ড্রেক। তাহাদের নিমিত্ত ফোর্টে স্থান আছে। এখনো বলিতেছ, কি কসুর? কারাগারে কৃষ্ণদাসের নিকট শুনিবে। Who is there?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

Take them to prison.

কৃষ্ণ। সাহেব—সাহেব—বিনা অপরাধে—

ড্রেক। Damn your eyes, silent you bloody nigger!

(সৈনিকের প্রতি) Away with them.

উত্তরকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

হল। Let's go and train the recruits.

ড্রেক। Woe me, they have never held a pen-knife!

দূতের প্রবেশ

দূত। হজুর হজুর—

ড্রেক। Hang your হজুর! ক'খবর কহো?

দূত। নবাব-সৈন্য ডবল্ কুচে এসে বরাহনগরে ছাউনি পেতেছে।

ড্রেক। Sound bugle. To the pering point—to the pering point.

উত্তরের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—পথ

নাগরিকাগণ

গীত

জনরব শতমুখে আজব ভেরী শোন্ বাজায়। হ্র।

(গুলো) বলিহারি নবাবী কেতায়।

যেটা ধরবে বখশ, ছাড়বে না তো—রাখবে নবাব জেন বজায়।

জোয়ান পাঠান মুকো কেল, কোল্‌কাতা উপ্‌ড়ে কেল,

হাতীর পিঠে নে যাবে চেল ;

কাতার কাতার নবাবী কোল, কুচ ক'রে আসছে হেতার :

ছাউনি ফেলে বরানগরে, নবাব আছে পোঁ ধ'রে,

কখন কি করে ;

কাল ভোরে বা কোল্‌কাতা মুর্শিদাবাদ চালান যায় ॥

নবাবী কেতা, কার আছে দু'মাথা, কইবে এক কথা ;

শুন্‌ছি নাকি গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেগম চায় ।

নিয়ড়ে বারনা ভারি, বুঝবে না কারো কথায় ॥

বোচ্‌কা-বুচ্‌কি বাঁধিবা কতিপয় দ্বী-পুকবের প্রবেশ

সকলে । ও বাপ্‌য়ে—কি তলোরে—কোথায় যাবো । ঐ নবাব এলো—

পালা—পালা—

সকলের কলরব করিয়া বেগে প্রস্থান

অষ্টম পর্ভাজ

কলিকাতা—কোর্ট উইলিয়ম্‌স্‌ কারাগার

কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদ

কৃষ্ণ । ম'শায় আর চিঁড়েগুড় খেয়ে প্রাণ তো বাঁচে না, এ অন্ধকূপে আর
কতদিন থাকবো ? এইখানেই কি মৃত্যু হবে ? আর তো কোন
উপায় দেখিনি ! পিতাকে পত্র লিখেছি, সে পত্র পাঠিয়েছে কিনা
জানি নে । আজও তো আমার মুক্তির উপায় কিছু কল্পেন না ।

উমি । বাবা আমি ধনে-প্রাণে গেলেম, ধনে-প্রাণে গেলেম ! বাড়ী লুট
ক'রে যে যা পেয়েছে হাতিয়েছে !

কৃষ্ণ। আহা আপনার পরিবারবর্গের কিছু সংবাদ পান নি ?

উমি। তারা কোন রকমে পালাবে, তারা তো টাকা আর মত অচল নব।

সহস্রসরের আয় নবাবের এলাকা ছাড়িয়ে, কোলকাতায় এনে রেখেছিলুম। ওঃ পথে বসালে !

কৃষ্ণ। ম'শায়, বিজ্ঞাতি ফিরিজিকে বিশ্বাস ক'রে অতি অগ্রায় করেছি। যদি দিল্লীতে যেতেন কি পুর্ণিয়ায় সন্ততজ্ঞের আশ্রয় নিতেন, কিম্বা যদি নবাবের পায়ে-হাতে ধ'রে পড়তেন, তাহ'লে এ দুর্দশা হ'তো না। পিতা বুঝলেন না,—নবাব ক্রোধনস্বভাব বটে, ক্রোধ হ'লে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু দেখেছি অতিশয় দোষ ক'রে গিয়ে মার্জনা চাইলে, মার্জনা পায় ! যতই দোষ থাকুক, মেজাজ অতি উচ্চ। হায়—হায়, কেন ফিরিজির আশ্রয়ে এলেম !

উমি। বাবা, আগে কে জানে বলো, যে এরা এমন খড়িবাজ ! মনে করতেন বাঁহুরে জাত—ডাব চেনে না, ছোবড়া খেতে যায়, পাখীর ছাদে উঠে বসে, এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে ছুটো টাকা ফেলে দেয়। ব্যাটারী কত পায়ে-হাতে ধ'রলে, বললে একটু কুঠি ক'রে দাও, আমরা এখানে ব্যবসা করবো।

কৃষ্ণ। ম'শায় এরা বড় চতুর। এক পয়সার সামগ্রী নিয়ে ছুটো টাকা ফেলে দেয় সত্য—সামান্য টাকা খরচ ক'বে আমরা দেখায়—কিন্তু মনে করেন কি, ব্যবসা আপনি ওদের চেয়ে জানেন ? দেখুন আমাদের দেশ, আপনার নিকট ব্যবসা-বাণিজ্য শিখলে, ক'বছরের মধ্যে ক'টা কুঠি করেছে দেখুন ! কি অপমানিতই হলেন। আমাদের সামান্য চাকরকে যেকোন কুবচন বলি নাই, তা অপেক্ষাও অকথ্য ব'লে আমায় তিরস্কার করলে। উঃ—এত অদ্ভুত ছিল ! অতি সামান্য ব্যক্তি, উদরের আলোয় এ দেশে এসেছে, কিন্তু যে দুর্ভাগ্য

বল্লে, স্বয়ং নবাব এরূপ বলেন না ! হায়—হায় স্বদেশীকে বিশ্বাস না করার উপযুক্ত শাস্তি পেলেম !

উমি। ব্যাটারা মনে ক'রেছে আমায় কয়েদ ক'রে আরও টাকা হাতাবে। আমি আর এক কাণাকড়িও ছাড়বো না, চিঁড়ে খেয়ে মরি, ফাঁসি দিগ—তাও কবুল—এক কড়িও ছাড়বো না।

ভনৈক পটুগিজ গার্ড ও একজন ফিরিস্তির অবশেষ

গার্ড। বাবু—বাবু স্ত্রীলাম ! সুখবর দিতি আইচি। আমার উপর গোস্তা হবেন না। মোর চাটগায়ে ঘর, মোরা পৰ্তুগিজ ! মোরা র্যাংরেজ নই, মোর উপর গোস্তা হবেন না ;—কি করবো হুন খাইচি, পাহারা দিতে হইচে। নবাব আসতিছে, এই খবর দেলাম, মোর গদানটা বাঁচান !

ফিরিস্তি। বাবু সাব—বাবু সাব, হামি বাঙ্গলার আদমি, হামি বন্দুক পাকড়াতে জানে না। হাম্কে পাকড় লিয়ে হাতমে বন্দুক দিলো। বাবু, হামার জান্ বাঁচাও—নবাব আতা—হাম্ লোককে কোতল করে গা।

দূরে তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শোনেন, নবাবী ফৌজ তোপ দাগ্ তিছে। দহাই বাবু সাব মোদের জান্টা বাচাবেন।

কৃষ্ণ। নবাবী সৈন্য কোথায় ?

গার্ড। ঐ পূবদিকটে আসি ঝোক্চে।

ফিরিস্তি। হামি আপলোককে খবর লেকে দেতা হায়।

পুনরায় তোপধ্বনি

গার্ড। ঐ শুন্তিছেন—তোপ্ দাগ্ তিছে ? তখ্বেন বাবু তখ্বেন জানটা বাচাবেন।

ফিরিজি। Here comes bloody Holwell. বাবু, গরীবকো মনে রাখিবেন।

পার্টুগিজ গার্ড ও ফিরিজির প্রস্থান

কৃষ্ণ। বোধ হয় আমার প্রাণ বধ করিতে আসছে। আমার মারীচের দশা, রামে মারুলেও মেরেছে, রাবণে মারুলেও মেরেছে; নবাবের হাতে পড়লেও তো আমার নিস্তার নেই

হলুওয়েলের প্রবেশ

হল। উমিচাঁদ বাবু, তুমি রাখবে তো বাঁচবে নয়তো সব মারা যাবে। বাবা, কত্নর হইয়াছে, ঐ কালা আদমিটা আপনার চুকলি করুলো, ডেক সাং সমুজতে পারুলে না, আপনাকে বহুত ছুখ্ দিলো; বাবু forgive and forget। আমরা ব্যবসা করিতেছি by your help—forgive and forget—নবাব হইতে হামলোককো জান বাঁচাও।

উমি। সাহেব, আমি কি করবো? আমার রাস্তার ভিখারী করেছো। তোমার গোয়ার আমার বাড়ী লুটে নিলে; আমি এই কয়েদখানায় চিঁড়ে-গুড খাচ্ছি।

হল। আপনার যাহা গিয়াছে, East India Company তাহার double দিবে, টাকার নিমিত্ত কিছুই পরোয়া করিবেন না, হামাদের জ্ঞান বাঁচান। কৃষ্ণদাস বাবু, হামাদের কত্নর হইয়াছে, উমিচাঁদ বাবুকে বুঝাইয়া বলেন, হামাদের জ্ঞান বাঁচান।

উমি। সাহেব, কি করিতে হবে—বলুন।

হল। আপনার দোস্ত General মালিকচাঁদ rampart attack করিয়াছে। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া দেন, নবাব হামাদের সহিত peace করে। নবাব যেমন যেমন বলে, হামি লোক তেমন তেমন করবে।

কৃষ্ণ। যে দিকে হোক আমার প্রাণ যাবে।

হল। কৃষ্ণদাস বাবু, আপনার বাবা আপনাকে ঝুঁকা করিবেন। উম্মি-
টাদ বাবু, এই মুন্সির নিকট পত্র লিখিয়া আনিয়াছি, একঠো সহ
করিয়া দেন। হামি rampart হইতে পত্রটা ফিঁকে দিবে।

উম্মি। আচ্ছা সাহেব, দাঁও। দেখো সাহেব, তখন গোলমাল ক'রো
না, আমার সিন্দুকে তিন লাখ টাকা ছিলো!

হল। না-না, We are Christians, হামাদের ষাণ্ডা এমন হইতে পারে
না। মিথ্যা বলিলে হামাদের ধরম্ যায়।

উম্মিটাদের সহি করণ

হল। (অগত) Woe me, to bend before niggers !

হল্‌ওয়েলের প্রস্থান

কৃষ্ণ। দেখ্‌ছেন কি? কাজ গুছিয়ে চ'লে গেল। আস্থান খাটিয়া
পড়ে দুর্গানাম করি।

নবম পর্ভাক

কলিকাতা- ফোর্ট উইলিয়ম

ড্রেক ও হল্‌ওয়েলের দুইজনের দুইদিক হইতে প্রবেশ

ড্রেক। Pering lost. The devil nas lent them wings.
The enemy like locust have surrounded the fort.
Let us die like Englishmen.

হল। Peace refused. They are scaling the rampart.

ড্রেক। How to save the ladies ?

হল। Escort them on board the man-of-war. The

enemies are not in the west. I go back to the rampart.

বিবিগণ সহিত জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মেমলোককো লেকে জাহাজমে উঠিয়ে, দুশ্মন চড় গিয়া, কেজা নেই বাচানে শেখো গে।

ড্রেক। জাহাজ নদীকা বিচমে ছায়, বোট ছায় নেই, কায়সে জাহাজমে লে যায় ?

সৈনিক। মীরজাকর সাহেবকা দোস্ত, আমীরবেগ সাহাব, বোট লেকে হাজির ছায়; হাম রামপাটমে বহা, হামকো ইসারা দিয়া। সোবে মং কি জিয়ে, জলদি জলদি—দুশ্মন আবি কেজা মে ঘুসে গা।

মেমগণ। Oh save us—save us from the tyrant Nowab !

ড্রেক। Fear not, follow me.

সকলের প্রস্থান

বতকগুলি মনমত্ত গোরাসৈনিকের প্রবেশ

সকলে। La—Ta—Ra—Ra ! La—Ta—Ra—Ra !!

সকলের প্রস্থান

হলুওয়েলের প্রবেশ

১ম গোরা। Open the gate. Let's go out. Hang Governor Drake, hang Holwell !

হল। Ah the drunken swines ! All is lost, they have opened the gate.

নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো—এদিকে—এদিকে—ফাটক খুলেছে,
পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—একঠো গোরা না ভাগে।

নবাবসৈন্যগণের প্রবেশ

২য় সৈন্য। এই হলুওয়েল, পাক্‌ড়ো।

হলুওয়েলকে সকলের ধৃতকরণ

হল। Oh Christ!—to be taken by niggers!

হলুওয়েলকে লইয়া সকলের প্রস্থান

দশম পর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—ফোর্ট উইলিয়মস্থ নবাব-দরবার

সিরাজদৌলা, মীরজাকর, রায়জুল্লাহ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ,

রাজবল্লভ, মাণিকচাঁদ, মীরণ প্রভৃতি

বন্দী অবস্থায় হলুওয়েলকে লইয়া দূতের প্রবেশ

সিরাজ। কি নিমিত্ত মানীলোকের অসম্মান ক'রে সাহেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হ'য়েছে? শৃঙ্খল-মুক্ত করে। (শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া হলুওয়েলের জাহ্ন পাতিয়া অভিবাदन) হলুওয়েল, বোধ হয় এখন বুঝেছ, যে বারবার নবাবের অসম্মান করা তোমাদের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

হল। জনাব, আমি পুলিশের অধ্যক্ষ, ডেক সাহেব গভর্ণর ছিলেন।

সিরাজ। তিনি স্বয়ং তো জাহাজে পলায়ন করেছেন শুনে পাই। তোমার বীরত্বে আমি পরম সন্তুষ্ট। আমার ধারণা ছিল, ডেক যে রূপ দাস্তিকতা প্রকাশ করেছে, সে যুদ্ধে প্রাণ দেবে কদাচ পলায়ন করবে না।

হল। নবাব, he is a brave man, অহুমান হয় উল্টা বায়ুতে তিনি আসিতে পারেন নাই।

সিরাজ। হুলুয়েল, তোমরা উচ্চজাতি, তার আর সন্দেহ নাই। তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। ডেকের সম্পূর্ণ দোষে বিপর্যস্ত হ'য়েও, বন্দী-অবস্থায় তার নিন্দার প্রতিবাদ করছ; তোমাদের নিকট জাতীয়তা শিক্ষা করা বাক্সার কর্তব্য। আমরা তোমার এই বীরোচিত ব্যবহারে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আমি এখন বুঝ্লেম্, কি নিমিত্ত অপরূপ পাস্চাত্য জাতি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তোমাদের এত উন্নতি। যারা যারা বন্দী হ'য়েছে, তাদের জীবনের কোন শঙ্কা নাই। যদি শেষ অবস্থায়ও তোমরা সরলভাবে সন্ধির প্রার্থনা কর্তে, এ অবস্থাপন্ন হ'তে না!

হল। জনাব, আমরা সন্ধির প্রার্থনা করিয়া, দুর্গ প্রাচীর হইতে চিঠি ফেলিয়া দিলো। একটা লোক চিঠি লইয়া গেল, কিন্তু নবাবী কোন হুকুম হইল না।

সিরাজ। সেনানি মাণিকচাঁদ, এ কথা কি সত্য? আপনার সেনাই তো দুর্গ-প্রাচীর আক্রমণ করেছিল।

মাণিক। জনাব, পত্রের কথা বান্ধা কিছুই অবগত নয়।

সিরাজ। একরূপ অনেক পত্র আমাদের গোচর হয় না। এ অনিয়ম অমাত্যবর্গের সংশোধন করা উচিত। (মীরজাফরের প্রতি) মীরজাফর থা বাহাদুর, আপনি এই ফিরিঙ্গি বন্দীর ভার গ্রহণ করুন।

মীরণ। (জনান্তিকে মীরজাফরের প্রতি) আমি ভার গ্রহণ করছি!

মীরজাঃ। উত্তম।

মীরণ। (দূতের প্রতি) আমার সঙ্গে সাহেবকে নিয়ে এসো। (স্বগত) যেম বেটীদের কোথায় খ'রে রেখেছে!

মীরণ, হলুয়েল ও দূতের প্রস্থান

রাজব:। (জনান্তিকে রায়চুর্লভের প্রতি) ঐ কৃষ্ণদাসকে নিয়ে আসছে, আজ আমি গুজ্জহীন হ'লেম।

রায়চু:। (জনান্তিকে) ভগবানকে ডাকুন, নবাবকে কোনরূপ অস্ত্ররোধ ক'রতে তো আমার সাহস হচ্ছে না।

সিরাজ। রাজা রাজবল্লভ, চিন্তা দূর করুন। নবাবের মার্কিনা আছে, তা কি আজও আপনাদের অহুমিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাজবল্লভের সেলামকরণ

উমিচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া দোস্ত মহম্মদের প্রবেশ ও

উভয়ে নবাবের সম্মুখে জাসু পাতিয়া অভিবাদন

কৃষ্ণদাস, উমিচাঁদ, আসন গ্রহণ করো। এঁদের কোথায় দেখা পেলেন ?

দোস্ত। জনাব, অন্ধকূপের ভ্রায় একটা গৃহে এঁরা বন্দী ছিলেন।

সিরাজ। উমিচাঁদ, নবাবী অধিকার অপেক্ষা কলিকাতা নিত্যন্ত নিরাপদ স্থান নয়, এতদিনে ধারণা হ'য়ে থাকবে।

উমি। জনাব, জনাব—কারবারের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতায় ছিলেম ; সমুচিত দণ্ড হয়েছে, আবার সর্বস্ব গিয়েছে।

সিরাজ। কৃষ্ণদাস, নবাব-চরিত্র তুমি অবগত ছিলে না, সেই নিমিত্ত কলিকাতায় এসে ইংরাজের শরণ নিয়েছিলে। আমরা যৌবন-স্থলভ অনেক দোষে দোষী স্বীকার করি, কিন্তু কেউ শরণাগত হ'য়ে আশ্রয় পায়নি, বা গুরুতর অপরাধ করে মার্কিনা প্রার্থনায় দোষ মাপ হয় নি, বোধ হয় আমাদের শত্রুর মুখেও শুনবে না। বিদেশী আপনার হয়, ইতিহাস-পৃষ্ঠায় এর দৃষ্টান্ত নাই। তুমি তোমার পৈতৃক আশ্রয়দাতা বর্জন ক'রে সমুচিত ফলভোগ

ক'রেছ—ফিরিজির হুঁকচন সহ ক'রেছ—দোষ অপেক্ষা তোমার
দণ্ড অধিক হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। জনাব—জনাব, ফিরিজির দ্বারা পীড়িত হওয়া অপেক্ষা আত্ম-
মানিতে বান্দার অধিক দণ্ড হ'য়েছে।

সিরাজ। ষাঁর হৃদয়ে ধারণা, যে স্বদেশী অপেক্ষা বিদেশী আপনায়
হয়, তাঁর সে ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রম; এই উমিচাঁদ আর কৃষ্ণদাসের
প্রতি বিদেশীর ব্যবহার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চোখের উপর এই
দৃষ্টান্ত দর্শন ক'রে যার ভ্রম দূর না হবে, যে হিন্দু বা মুসলমান
স্বার্থচালিত হ'য়ে স্বদেশের প্রতি ঈর্ষায় বিদেশীর আশ্রয় গ্রহণ
করবে, সে কুলাজায়! মাতৃভূমির কলঙ্ক! তার জীবন ঘৃণিত!!
এই দৃষ্টান্তে যদি বঙ্গবাসীর মনে প্রতীতি জন্মায়, যে শত দোষে
দোষী হ'লেও স্বদেশী আপনায়, বিদেশী চিরদিনই পর, তাহ'লে
আমাদের যুদ্ধভ্রম ও বণব্যয় সফল!

সকলে। (জাহু পাতিয়া) জনাব স্বরূপ বলেছেন।

সিরাজ। ঈশ্বর—বাক্ লায় এই বিশ্বাস দৃঢ় করুন। রাজা মাণিকচাঁদ,
আজ হ'তে কলিকাতায় আপনি আমাদের প্রতিনিধি। কলিকাতার
পরিবর্তে এ স্থানের নাম আজ হ'তে আলিনগর। প্রজারা ভয়ে
স্থান পরিত্যাগ ক'রেছে। অস্ত্র রাজ্যেই ঘোষণা দেন, কারো কোন
ভয় নাই;—সকলেই নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করুক। নগরে
শান্তি স্থাপিত হোক।

মাণিক। নবাবের বদান্ততায় দাস বহু সম্মানিত।

সিরাজ। দরবার ভঙ্গ হোক।

সিরাজদৌল, মাণিকচাঁদ প্রকৃতি কয়েকজনের প্রহান

রায়হুঃ। দেখুন—কি অপমান, সামান্ত সেনানী মাণিকচাঁদ প্রতিনিধি
নিযুক্ত হলো।

করিম। কৃষ্ণদাসেরও বড় অপমান হ'লো—রাজবল্লভ চাচা কি বলেন ?

রায়হুঃ। কিছু বিশ্বাস নাই। “অব্যবস্থিতচিত্তস্ত্র প্রমাদোহপি ভয়কর!” আজ এক ভাব, কাল যে কে অপমানিত হবে তার নিশ্চয়তা নাই।

করিম। তাইতো—এখনতো ইংরেজ কুপোকাং হলো। ফরাসী, ওলন্দাজ—ওদের উদ্বাস্ত ক'রে তেমন কাজ হবে না; আর ওরা ইংরাজের দশা দেখে ঘেড়োবেও না। এখন গিয়ে সক্তজঙ্গের ঘাড়ে চাপো—আব তো উপায় দেখছি নে।

রায়হুঃ। করিম চাচা, তুমি আমার অগ্নে পালিত;—তোমার সহিত আমার দূর সম্পর্ক মাত্র। আমার অমুরোধে আমি-ওমরাও সকলে তোমায় ভালবাসে। তোমাব কামিনীকান্ত নামের পরিবর্তে আদর ক'রে “করিমচাচা” ব'লে ডাকে। দেখছি তুমি নবাবের নিকট ভাঁড়ামি ক'রে তার প্রিয় হ'য়েছ, সেই নিমিত্ত গর্কে যথারীতি সকলকে সম্মান প্রদান করো না। তোমার সকল কথায় কথা কওয়া ভাল নয়।

করিম। কেন বাবা, সভায় থাকলে, একজনকে দিয়ে তো প্রস্তাব করা চাই। আমি স্থর ধরিয়ে দিলুম, এখন যে বাব আঁতের কথা খোলবার সুবিধা পাবে।

মীরজাঃ। ছিঃ, তুমি বড় বেয়াদব হ'য়েছ।

করিম। চাচা উমিচাঁদ, কিছু বেয়াদবি হয়েছে কি? বেহুব নবাব, নবাবীই জানে না; কান্নর গর্দানো নেবার হুকুম দেয় না—ওকে আগে তক্তা থেকে নাবাও। এমন একজন নবাবের বেটা নবাবকে বসাত, যে হুঁ ব'লতে জুতো শুক লাগি ঝাড়ে, যে কয়েদ ক'রে টাকা আদায় করে! টাকা ভাজলে মাপ, শত্রুতা ক'রলে মাপ—এ ব্যাটা

কি নবাব, ছ্যাঃ ! জিব শুকুচ্ছে বাবা, চল্লেম, পরামর্শ কি আটবে আটো। ভেব না, যা মুখে এলো, বল্লেম, আর পেটে কিছু নাই ! আগুন খাও, আজ রা ছায়াবে ! আমার কি বাবা ! হুঁটান চণ্ড আর হুঁপেয়ালা মদ,—তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে জুটবে ! যেতে যেতে বাবা তোমাদের একটা তারিক দিয়ে যাই। এই যে কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দিলে, তাতে একটা বাহবা দিলে না বাবা।

করিম চাচার প্রস্থান

মীরজাঃ। আজ রাত্রি অধিক হ'য়েছে, নিজ নিজ শিবিরে যাই চলুন।

সকলের প্রস্থান

করিম চাচার প্রবেশ

করিম। মীরণ চাচা চ'লে গেল, চণ্ডর যোগাড় কে করে। কালাচাঁদ, তোমার প্রেমেই আজ যামিনী যাপন করি। এইটেতে নবাব বসেছিল না ? একবার হেলে বসি। (নবাব-সিংহাসনে উপবেশন) উহ—হ'লো না—এ জায়গা বড় সোজা নয়, এ কোর্ট উইলিয়াম, এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে হবে—এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে। কোর্ট উইলিয়াম, আমি তোমায় আগে সেলাম দিই বাবা ! কিছু ভেবো না—তোমার এ শ্রী থাকবে না, তোমায় পুত্রিপুত্রেরা জাহাজ ক'রে এলো বলে। ও মাণ্কে ফাণ্কের কাজ নয়, ও মাণ্কে ফাণ্কের কাজ নয়। রসোনা হুঁদিন হকুম চালাগ, হুঁদিনে বাবা “লাড জঁবর গাড জঁবর” ক'রে পালাবে ! আমিই “লাড জঁবর গাড জঁবর” ক'রে ভাগি। তাইতো কামিনী, অর্দ্ধযামিনী, একাকিনী কোথায় যাবে ! মাঠে হাওয়ার শয়ন করবে ? আজ আমি একটা অপূর্ণা নান্নিকা হবো। আকাশ চন্দ্রাতপ, ধরণী শয়ন, আহা বিরহ আর সহ্য হয় না। যদি স্বরা-সমুদ্র পেতেম, ঝাঁপ দিতেম। ওঃ এত গোলাগুলি রয়েছে, দুটো চাবুটে আকিসের ছিটে কেউ দিতো, মনের

ব্যথা নাক ডাকিয়ে প্রকাশ কর্তেহ । মীরজাকর চাচা কি না চতু
টেনে শোবে । চাচা আমার গদীতে বস্লে নাকে-কাণে-মুখে নল
দিয়ে চতু টানবে ।

এহান

একাদশ পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—সুসজ্জিত তোরণ

নাগরিকাগণের গীত

জন্লা কান্দিলা ফিরিলি সব বাজ্লা হ'তে হ'লো দূর ॥

গুড়ু ব গুড়ু ব নবাবী কামান, পাহাড় হয় হু'খান,

কোল্‌কাতার নবাবী নিশান ;

কাব্দান চ'রকুটে গেছে, ভেঙ্গেছে বিলাতী তুর ॥

ঘুচেছে হট মুট গুট, দিচ্ছে পাল তুলে ছুট,

নাইকে। আর ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্—

কেয়্‌কে ছ'ঠাং, ঠুঁকে ঠুক ফুঁকে ঢুকট ,

নাই বাগিরে মুঁসি চোখ রাজানি

খেউ খেউরে বুলডগি সুর ॥

সকলের এহান

মোহনলাল ও লছমনসিংহের প্রবেশ

মোহন । এত শীঘ্র রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা ! সকতজন্মের কর্মচারীরা

কার্যকুশল বটে । কই—কে—কোন ককির ?

লছমন । আজ্ঞে, এই দিকেই এসেছে ।

মোহন । আর যে একজন জীলোক বললে ?

লছমন। আজ্ঞে, সে লোকের অন্ধারে প্রবেশ ক'রে ঘরে ঘরে জাঁহা-
পনার অপবাদ দিচ্ছে, আমার ভগ্নীর নিকট সংবাদ পেলেম।

মোহন। কি বলে?

লছমন। বলে—এইবার নবাব এসে দেশে আর মতী রাখবে না।
ইংরাজদের ভয় ছিল, তাই এতদিন দৌরাঙ্গা করে নাই। আবার
না কি নবাবদূত বাগী ভবানীর কণ্ঠ। তারাবাইকে আনবার জন্ত
প্রেরিত হয়েছে। আর ফকির বংশে বেড়াচ্ছে, যতদিন সক্তজঙ্গ
না বাজ্‌লার গদ্যে বসে, ততদিন দেশ ছেড়ে সকলে পালাও।
নবাব এসে সব ঠাটল কল্পবে, ঘর পোড়াবে, জলে ডোবাবে। যার
বারুতে বল আছে, সে সক্তজঙ্গের পক্ষ হও।

মোহন। সেই জ্বীলোকের কি বেশ?

লছমন। ফকিরগীর বেশ।

মোহন। আমায় নবাব মুর্শিদাবাদ রক্ষার নিমিত্ত রেখে গিয়ে দেখছি
বড় সুবুদ্ধির কাণ্ড করেছেন। বিদ্রোহী সক্তজঙ্গের কর্মচারীরা
এরূপ রাগে প্রজার মনে বিষেষ জন্মাবার চেষ্টা করবে, আমার ধারণা
ছিল না। এই সকল বিদ্রোহীদের দমন করা অতি প্রয়োজন।

লছমন। ইয়া জনাব, অনেক নির্কোষ প্রজার মনে আতঙ্ক জন্মেছে।

মোহন। ফকির অতি দুর্ব্বল। কিরূপ অপবাদ রটনা কচ্ছে দেখো।

নবাব এখন প্রকৃত প্রজাপালক। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর যৌবন-
তুল্য চপলতা আর নাই; মন্তপান পরিত্যাগ করেছেন, অসং-
সঙ্গীদের বিদায় দিয়েছেন। প্রজার মঙ্গল তাঁর একমাত্র কামনা।

লছমন। ঐ ফকির আসছে।

দানসার প্রবেশ

মোহন। ফকিরজি সেলাম!

দানসা। সেলাম তো বটে। আমোদ কত্তিচ, নবাবটা আসতিছে, হুশ
রাখো না। সহরে কোতল হুকুম দিচে কারো গর্দান থাকপে না।

মোহন। বটে ফকিরজি বটে!

দানসা। হঃ—খালি কাটুতি কাটুতি আসতিচে। জোয়ান মেয়ে ছেলেটা
পেলি জাত খাতিচে। প্যাটে পোয়ে দেখ্লেই প্যাট চিরে দেখ্তিচে
—প্যাটে ছ্যালেটা কেমন থাহে!

মোহন। বটে ফকির সাহেব বটে!

দানসা। বিশখানা লায়ের মন্দি আদমি ভর্তি করি, দরিয়ার বিচে
ডোবাইচে; হাপইয়ে জল খাইয়ে কেমন মরে দেখ্তিচে! ঘরের
মন্দি আদমি পুরে তাল লাগাইয়ে, আগুন ধরাইচে; আদমিগুলো
জালাব চোটে চালাচ্ছে, শুন্তিচে আর হাস্তিচে!

মোহন। তবে ফকির সাহেব—কি হবে ফকির সাহেব।

দানসা। যাপ—মোর সলানী শুনো। বালবাচ্চা নিয়ে পূর্ণিয়া যাও।
তোমার জোয়ান দেখতিচি, সকতজ্বের ফোজ হও ঘাইয়ে। খেলাত
পাবা, টাকা পাবা, আর জুয়ান ব্যাটার মত কদরে থাকবা।

মহম্মন। আর বুড়োদের কি কচ্ছে?

দানসা। মাটির মন্দি আদ গাড়ি পুঁতে কুণ্ডা খাওয়াচ্ছে!

মোহন। কেন বল দেখি ফকিরজি, এত দৌরাস্বা কেন কচ্ছে?

দানসা। তবে শোনবা? একটা জিন এসে ওর বেগম হইচে। সে
বিটীর নাম লুৎফিয়া। হাজার আদমির লউ না পিলি তার শিয়াল
ছোটো না। এই ছোট ছ্যালের কাবাব বড় পছন্দ করে। তার
ছ'পাল কোত্তা আছে, সেগুলোর বুড়োবুড়োর মাস খাবে আর কিছু
খাতি চায় না। এই শুন্তে, এখন আপনার লোক যে যেখানে
পাও, নিয়ে চলে যাও।

মোহন। তা হ্যা ফকিরজি—তুমি পালাচ্ছ না?

দানসা। আমায় কেডা কি করে? মূই সেই জিন বেগমটাকে ধব্বার আইচি। বুড়া হইচি, এখন আর চল্টি পারি না। তুকুরি মাইয়া জিন রাখ্চি, এই তারি উপর শোয়ার হ'য়ে চলি। এ ব্যাগম জিনটা ভারি জবর সোয়ারি : ওরে ধব্বার আইচি।

মোহন। ককির সাহেব, তাই জিনটাকে ধরে নিয়ে যাও, তা'হলে তো আপদ চুকে যায়, তা'হলেই তো আর আমাদের ভয় নেই?

দানসা। আরে জিন কি একটা পুষ্চে, একটা মরদ জিন পুষ্চে।

মোহন। তার নাম কি ফকিরজি?

দানসা। লালমুহনে।

মোহন। সে কি খায়?

দানসা। জোয়ান ব্যাটাভেলের মগজের চব্বি খায়।

মোহন। এবার ত বলতে পারলে না ফকিরজি, এবার ত বলতে পারলে না—সে কি খায় জানো? ফকিরের খাড়ের রক্ত খায়।

দানসা। চালাক কচ্চ—চালাক কচ্চ? ফকিরের মাতি চালাকি? জাখ্বে এনে—জাখ্বে এনে!

মোহন। না ফকিরজী, তুমিই দেখবে এনে। এই দেখ।

বন্ধন

দানসা। অ্যা ফকিরকে বাদ্চো—ফকিরকে বাদ্চো?

মোহন। বাধবো না, আমিই লালমুহনে জিন। তোমার খাড়ের রক্ত খাবো।

দানসা। ছাদে তুমি এমন লোকটা—তামাসা বোঝো না—তামাসা বোঝো না? তুমি জান না—জান না—কেতাবে লিখ্চে নিম্বি কর্ভতি হয়, নবাবের পেরমাই বায়ে।

মোহন। জানি। আর বে নিম্বা করে, তার পরমায়ু কমে। (লছমনের প্রতি) একে কারাগারে নিয়ে যাও।

লচমন। আর কারাগারে কেন? এখানেই প্রাণবধ করুন, প্রজাদেব
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

মোহন। না—ফকিরবেশধারী, এর প্রাণদণ্ড কবা আমার উচিত নয়,
নবাব স্বয়ং দণ্ড দেবেন।

দানসা। দই মোহনচান, মোরে ছাড়ান দাও, তোমার পান খাইবার
কিছু দিতিচি।

মোহন। ফকিরের কি আছে দেখো, সমস্ত সরকারীতে জমা দিয়ে।

দানসা। কি কবলাম, কেন সয়তানী বেটীর সলায় ভেজলাম।

মোহনলাল ও লচমনের সহিত দানসার হাঁ করিয়া এহান

দ্বাদশ পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

সিরাঙ্গদৌলা, মীরজাফর, রায়চুল্লভ, জগৎশেঠ মহাকাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ,

রাজবল্লভ, রাসবিহারী প্রভৃতি

সিরাঙ্গ। (অমাত্যবর্গের প্রতি) আমার জিজ্ঞাস্তা, যে কি নিমিত্ত
হলুওয়েল কারারুদ্ধ ছিল? নবাবী আদেশ তার সম্পূর্ণ বিপরীত।
হলুওয়েলকে মুক্তিদান ক'রে, ওলন্দাজদিগের হস্তে প্রত্যাৰ্পণ করাই
নবাবী আদেশ ছিল। কিন্তু নবাব-আদেশের বিপরীত কার্য কি
নিমিত্ত হয়েছে? এর উত্তর আমার সেনাপতি মীরজাফর সাহেবের
নিকট পাবার ইচ্ছা করি, কারণ কলিকাতায় তাঁহার হস্তেই হলুওয়েল
প্রভৃতি অর্পিত হয়েছিল।

মীরজাঃ। কর্মচারীদের ভুলক্রমেই এক্ষণ হয়েছিল। এখন হলুওয়েল
মুক্তিলাভ করেছে।

সিরাঙ্গ। সে কর্মচারীদের ভুল সংশোধন দ্বারা হয় নাই। আমরা

তাদের কারাকদ্ধ হওয়ার অবস্থা, মাতামহী বেগম-মহিবীর নিকট অবগত হ'য়ে, অমাত্য মীরমদন দ্বারা তাদের মুক্তির আজ্ঞা প্রেরণ করি। . চল্লুয়েল একটি লোমহর্ষণ সংবাদ প্রদান করলে। ঈশ্বর করুন তার সংবাদ মিথ্যা। সংবাদ সত্য হ'লে, নবাবী-রাজ্যের চিরকলঙ্ক স্বরূপ তাহা ভগতে ঘোষিত হবে। সংবাদ এই যে, “ব্র্যাকহোল্” নামে ইংরাজ দুর্গস্থিত একটি ক্ষুদ্রায়তন কারাগারে, ১১৬ জন ইংরাজকে বন্দী ক'রে রাখা হয়। সেই কারাগারের একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মাঝে ছিল, অপর বায়ু প্রবেশের পথ ছিল না। সেই নিমিত্ত অশেষ যন্ত্রণায় অধিকাংশ চতভাগ্য ইংরাজের প্রাণ নষ্ট হয়। ৫ প্রাণনাশের দাযিত্ব আমারই মস্তকে স্থাপিত হবে। আপনাব উপর যদিচ ভায় অর্পিত হয়েছিল, তাহা সাধারণের বিদিত হবে না। যাহা হবার হয়েছে, কিন্তু এ কার্যে রাজ্য কলঙ্কিত।

মীরজাঃ। জনাব, এ মিথ্যা রটনা।

সিরাজ। ঈশ্বর করুন, মিথ্যাই হোক।

মোহনলালের প্রবেশ

মোহন। জনাব, জয় সংবাদ মুশিদাবাদে উপস্থিত হ'লে, নগরে মহোৎসব হয়, প্রজাবর্গ পরমানন্দে মত্ত থাকে। সেই সময় দানসা নামে একজন ফকির, জনাবের নামে কলঙ্ক রটনা এবং পূর্ণিয়ার সকতজন্ম বাহাদুরের প্রশংসা ক'রে, প্রজাবর্গকে বিব্রোহী হ'তে উৎসাহিত করেছিলো। বাম্বা তারে কারাকদ্ধ করেছে, আজ্ঞা হ'লে দরবারে উপস্থিত করি।

সিরাজ। উপস্থিত করা হোক।

দানসাকে আনিবার জন্ত দূতকে ইঙ্গিতকরণ ও দূতের প্রস্থান

মোহন। আরও জনাবের জমাদার লছমনসিংহের মুখে সংবাদ পেলেম,

যে এক ফকিরবেশিনী জীলোক ঐরূপ কুৎসা ক'রে অট্টালিকা হ'তে কুটার পর্যন্ত গমনাগমন করে,—নবাব-অন্দরেও কখনো কখনো প্রবেশ করে, অবগত হ'লেম। সে জীলোক বহুরূপধারিণী, বড় অহুস্কানে নগর-রক্ষক এ পর্য্যন্ত তারে ধৃত করতে পারে নাই। সে রমণী নবাবের অন্দরে প্রবেশ করে, যদি সত্য হয়, কিঞ্চিৎ বিশ্বয়ের বিষয়! সে হুচ্চরিজা ঘবে ঘরে রটনা করেছে, যে নবাব রণজয় ক'রে মূর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়েই আঁত হীন আঁজা প্রচা। ক'বুবেন, এবং রাণী ভবানীর কথ্য তারাবাইকে বলপূর্বক আনয়ন করা হ'বে। সেই তারাবাইয়ের প্রতিমূর্ত্তি নবাবের শয়নগৃহে আদলে স্থাপিত হ'য়েছে।

সিরাজ। (স্বগত) ও বুঝ্লেম, সেই তসবিরবাহিকা (প্রকাশ্যে) সে জীলোককে বন্দী ক'বার জন্ত বিশেষ পুরস্কাব ঘোষণা করা হোক।

দানসাকে গইরা গহরীর প্রবেশ

দানসা। দই জনাব—দই জনাব—মোর কহর নাই—মোর কহর নাই। একটা মন্দিরির পাশ দিয়ে আস্তিছিলাম, একটা হতর ভূত আমার ঘারে চাপ্ছিলো, তাই আবল তাবল বকতিছিলাম। দই জনাব—জনাবের দোওয়া করি। মুই ফকির, রোজাব দিন ছেপ্ গিলছিলাম, তাই হতর ভূতটা ঘারে চাপ্ছিলো।

সিরাজ। আমরা মুসলমান। তোমার অঙ্গে মুসলমান ফকিরের পরিচ্ছদ, এই জন্ত রাজবিরোধী অপরাধেও তোমাব প্রাণদণ্ড হলো না। এর নাসাকর্ষণ ছেদ ক'রে, গর্দভের পৃষ্ঠে এরে নগর ভ্রমণ করাও, আর নগরে ট্যাঙ্করা দেওয়া হয় যে ফকির রাজবিরোধী; যদিচ ফকির—এই অহুরোধে সামান্য দণ্ড হ'য়েছে, যে ব্যক্তি রাজবিরোধী হবে, তার প্রতি শূলদণ্ডের আদেশ।

দানসা। দই জনাবের—দই জনাবের! হুতুর ভূত ঘারে চাপ ছিলো
হুতুর ভূত ঘারে চাপ ছিলো।

দানসাকে লইয়া গ্রহরীর গ্রহান

সিরাজ। সকতজকের সংবাদ রাসবিহারী এনেছে। বোধ হয় সকলেই
অবগত, যে রাসবিহারী, ফৌজদার নির্বাচিত হ'য়ে, আমাদের
হুকুমনামা সকতজকের নিকট ল'য়ে যায়। সকতজকের উত্তর শুধুন।
(রাসবিহারীর প্রতি) রাসবিহারী, পত্র পাঠ করো।

পত্র পাঠ

রাস। “সিরাজ, পত্র পাঠ মাত্র মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ,
বায়তুর্দভ প্রভৃতি আমার কর্মচারীদিগকে নবাবী সম্পত্তি বুঝাইয়া
দিয়া, সপরিবারে ঢাকা প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করিবে। তুমি আমার
দাতা, খল্লতাতপুত্র, তোমার প্রতি অন্তায় ব্যবহার করা হঠবে না;
তোমার ভরণপোষণের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে। অবাধ্য হইলে
তোমার মঙ্গল নাই। আমি রেকাবে পা দিয়া রহিয়াছি। অবাধ্য
হইলে অবিলম্বে মুশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, তোমার প্রতি দণ্ডবিধান
করিব। ইতি—দিল্লী-সম্রাটের ফার্মান অনুসারে বাজলা বিহার-
উডিক্তার নবাব সকতজক।”

সিরাজ। এ পত্রের কি বিধান?”

জগৎ। উন্মাদ।

বায়তুঃ। দণ্ড বিধান কর্তব্য।

মীরজাঃ। এখন বর্ষাকাল উপস্থিত। ইংরাজ-যুদ্ধে সৈন্তেরা ক্লান্ত।
এখন সৈন্ত পরিচালনার বিশেষ অন্ত্রবিধা।

সিরাজ। শেঠজীর অনুমান সকতজক “উন্মাদ”। কিন্তু দিল্লীর সনন্দের
কথা কি? আর আমাদের অমাত্যদিগকে বা সকতজক কি নিমিত্ত
তার নিজের কর্মচারী ব'লে উল্লেখ ক'রেছে?

জগৎ । জনাব, মন্তপায়ীর প্রলাপ—প্রলাপ ।

সিরাজ । প্রলাপ ? সন্দেহ প্রলাপ ?

জগৎ । জনাব, প্রলাপ ব্যতীত আর কি হ'তে পারে ?

সিরাজ । ভাল, রীতি আছে যে শেঠ বংশধরগণ, বাজ্জার নবাবের জন্ত দিল্লী হ'তে ফার্মান আনয়ন করেন । সুতরাং আমাদের নিমিত্ত ফার্মান আনা আপনার উপর ভার, সে ফার্মান কি আনা হ'য়েছে ?

জগৎ । অর্থের অভাবে আনা হয় নাই ।

সিরাজ । রাজকোষে অর্থের অভাব বা শ্রেষ্ঠিবরের অর্থের অভাব ? শ্রেষ্ঠিগণ নিজ অর্থব্যয়ে পূর্বের পূর্বের ফার্মান আনয়ন করেছেন, পরে রাজ-অর্থে আপনার অর্থ পরিশোধ ক'রে ল'য়েছেন । এস্থলে সে কার্য কেন হয় নাই ?

জগৎ । অর্থের অভাব—অর্থের অভাব ।

সিরাজ । বার বার ঐ কথাই বলছ ? অপব্যয়ী সৰ্বতজ্জের অর্থের অভাব হয় নাই, নবাবী অর্থেরই অভাব হ'য়েছে ?

জগৎ । রণব্যয়ে রাজকোষ শূন্য ।

সিরাজ । কিন্তু রাজ্য প্রজাশূন্য নয় । এ কথা নবাব-দরবারে কেন জ্ঞাপিত হয় নাই ? প্রজার দ্বারা অনায়াসে অর্থের সম্বলান হ'তো ।

জগৎ । তা'হলে প্রজা গীড়িত হ'তো ।

সিরাজ । দয়ার্জ্জহৃদয় ! সেই নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করো নাই ? নবাব-দরবারে সাবধানে কথা কও, নচেৎ এখনি বেকুবির দণ্ড হবে । কি বলবার আছে ? তোমার দোষখণ্ডনের কি কথা আছে ? কৃতজ্ঞ ! বারবার মার্জ্জনার এই ফল ! নবাব-অগ্রে প্রতিপালিত হ'য়ে নবাব-বিরুদ্ধ আচরণ ! দুই, খল, বিশ্বাসঘাতক—এই দণ্ডে তিন কোটী মুজ্জা নবাব-দরবারে উপস্থিত করো, নচেৎ তোমায় নিষ্ঠার নাই ।

জগৎ । জনাব, বাংলার সিংহাসন তো স্বাধীন, বাংলার নবাব দিল্লীর হুবেদার নাম মাএ । স্বর্গীয় আলিবর্দীর আমল হ’তে তো কর প্রেরিত হয় নাই ।

সির্দাজ । বিশ্বাসঘাতক, এইমাত্র দরবারে বললে, অর্থাভাবে সনন্দ আনা হয় ন’ত, পরক্ষণেই অন্তপ্রকারে দোষ স্থালনের চেষ্টা পাচ্ছ । রাজদ্রোহী, ধূর্ত, শঠ, এই মুহূর্তে অর্থ উপস্থিত না হ’লে, তোমার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা হবে ।

জগৎ । তিনকোটি মুদ্রা কোথা পাবো ?

সির্দাজ । এখনো নবাব সমীপে প্রতারণা ? বেইমান ! (জগৎশেঠকে চপেটাঘাত) কে আছিস, রাজদ্রোহীকে কারাগারে নিয়ে যা !

জগৎশেঠ মহাতাবটানকে লইয়া প্রহরীর প্রদান

দুষ্ট অমাত্যগণ । (জাহ্নু পাতিয়া) জনাব—জনাব—মানী ব্যক্তির অপমান ক’রবেন না ।

সির্দাজ । মানী ব্যক্তি কে—শত্রু ! নিজ অর্থব্যয়ে দিল্লী হ’তে সক্ত-জন্মের নিমিত্ত ফারমান এনেছে । আমরা চক্ষুহীন নই, কুমন্ত্রণা আমাদের নিকট গোপন নাই । রাজদ্রোহীর সম্পূর্ণ শাস্তি আমরা দিই নাই । এস্থলে কাহারো কোন অনুরোধের আবশ্যক নাই !

যীরজাঃ । জনাব, আমাদের রাজদ্রোহী হবার ইচ্ছা নাই, দিল্লীর ফারমান যার নিকট, তিনিই নবাব, তাঁর বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করবো না । আপনার অস্ত্র আপনাকে প্রত্যর্পণ করি । (অস্ত্রক্ষেপণ)

দুষ্ট অমাত্যগণ । আমরাও দিল্লীর ফারমান বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণে অসমর্থ ।

সকলের অস্ত্র নিক্ষেপ

সির্দাজ । বিদ্রোহী—বিদ্রোহী—

মোহন । বিদ্রোহীদের প্রতি কারাগার আজ্ঞা প্রদান হোক ।

মীরজাঃ। মোহনলাল, মজীর পদ পেয়েছ, তুমি স্বমন্ত্রী। নীচ ব্যক্তির

উচ্চপদ প্রাপ্তির সফলতা তোমার দ্বারা হবে।

সিরাজ। কি—কি ? আগনার। আমার পরিত্যাগ করতে চাচ্ছেন ?

মীরজাঃ। জীবন তুচ্ছ !—অপমানিত হবার ইচ্ছা নাই।

মীরমদন। জনাব, আজ্ঞা দেন।

রায়হুঃ। মীরমদন, স্বকারণ শাসিতে হস্তার্পণ কি নিমিত্ত ? যদি

আমাদের প্রতি বল প্রকাশ হয়, আমরা তো বাণী দিতে প্রস্তুত নই।

সিরাজ। একি—বিষম বড়যন্ত্র—বিষম বড়যন্ত্র। মাতামহ কালসর্প
পোষণ করেছেন।

বেগম আলিবন্দী বেগমের প্রবেশ

বেগম। কি করেন—কি কবেন ? অমাত্যবর্গ—কি করেন ? স্বগীয়

নবাব মৃত্যুকালে, বালক সিরাজকে আপনাদের করে অর্পণ

ক'রেছিলেন। মুমূর্ষুণ শয্যা স্পর্শ ক'রে, ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা

করেছেন যে সিরাজকে বক্ষা ক'রবেন। আপনাদের উপর সিরাজের

ভাব অর্পণ ক'রে, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেছেন।

বৃদ্ধের নিকট আগমায়। নকনেই প্রতিজ্ঞাত, সে প্রতিজ্ঞা বিশ্বত

হবেন না। সিরাজ বালক, আপনাদের অনেকের ক্রোড়ে বঞ্চিত

হ'য়েছে। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। এ সঙ্কট সময়ে এ বালককে

পরিত্যাগ ক'রবেন না। ঘোর বিপদ হ'তে বালককে উদ্ধার করুন।

সিরাজ যদি অমর্যাদাসূচক কথা ব'লে থাকে, আমি নবাব-মহিষী,

সিরাজের পক্ষে আমি মার্জনা প্রার্থনা ক'ছি। বালকের অপরাধ

বিশ্বত হোন। অস্ত্র গ্রহণ করুন—আমি হাতে তুলে দিছি।

মীরজাঃ। অধিক বলবেন না—অধিক বলবেন না, এই আমি শেলায়

ক'রে, নবাবী তরবারী গ্রহণ ক'ছি।

সকলে। আমরা সকলেই নবাবের নিমিত্ত প্রাণদানে প্রস্তুত। এই অস্ত্র গ্রহণ ক'রলেম।

বেগম। সিরাজ, শ্রেষ্ঠিবিষয়ে আনবার নিমিত্ত আজ্ঞা দাও।

সিরাজ। (মীরমদনকে ইঙ্গিতকরণ ও মীরমদনের প্রস্থান)

বেগম। সিরাজ, স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে, কোরাণ স্পর্শ ক'রে, তোমার প্রতিজ্ঞা কি বিস্মৃত হ'য়েছে, মানীর অসম্মান করো? শ্রেষ্ঠিবিষয় আসছেন, যথাযোগ্য বিনয়ে তাঁর তুষ্টি সাধন করো। তুমি জনসমাজে নবাব, কিন্তু আমার বালক, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না। তুমি কি বিবেচনাশূন্য হ'য়েছ? যাদের অস্ত্রবলে তুমি দুর্দম ইংরাজকে অনায়াসে দমন ক'রেছ, যাদের প্রভাবে শত শতকর বিরুদ্ধাচরণেও তুমি সিংহাসনে স্থাপিত, সেই সকল অমাত্যের প্রতি অসুচিত ব্যবহার নবাবের উপযুক্ত নয়।

সিরাজ। মাতামহী—মাতামহী, আমায় নবাব কি নিমিত্ত বলো? আমার নবাবী প্রয়োজন নাই; এ স্বর্ণ মুকুট নয়—এ কণ্টক মুকুট! এ রাজদণ্ড নয়—আমারই যমদণ্ড! সিংহাসন আরোহণ অবধি শয়নে-স্বপনে এক মুহূর্তের জন্য আমি নিশ্চিন্ত নই! হায়, পূর্বে যদি জান্তেম, জাহ্নু পেতে মাতামহকে অহরোধ ক'রতেম, যে এ কণ্টকপূর্ণ আসন আমায় দেবেন না, আপনার অপরাধীয় আছে, তাদের দেন। মহাশয়, আপনাদের সকলের যদি অভিপ্রেত হয়, যে আমি অযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন ক'রে বাক লার গদীতে স্থাপন করুন।

মীরজাঃ। জনাব, সমস্ত বিস্মৃত হোন, আমরা রাজভৃত্য।

জগৎপেঠ মহাতাবার্টাদকে লইয়া মীরমদনের প্রবেশ

বেগম। শ্রেষ্ঠিবিষয়, আমি নবাব-মহিষী!

জগৎ। কেন মা—আপনি হেথায় কেন?

বেগম। আমার বালক সন্তানের রক্ষার্থে! আপনার নিকট অপরাধ স্বীকার করবার নিমিত্ত! বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনাদের হস্তে সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, আমিও অস্ত্রপূর পরিত্যাগ করে দরবারে উপস্থিত হয়ে, সিরাজকে আপনাদের হস্তে সমর্পণ করছি। বিশেষ সময় সিরাজকে ত্যাগ ক'রবেন না। সন্ততজঙ্গ সজ্জিত, আপনারা সকলে আমার সিরাজকে রক্ষা করুন। সিরাজ, শ্রেষ্ঠিবারের সম্মান করো।

সিরাজ। শ্রেষ্ঠিবার, ক্রোধ চণ্ডাল, নবাবও চণ্ডালগ্রস্ত হয়। আপনি বিজ্ঞ এ কথা অবিদিত নাই।

সকলে। বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতিকে আমরা সকলে অভিবাদন করি। আমরা রাজভৃত্য।

সিরাজ। কুক্ষণে দরবার সন্নিবেশিত হয়েছে, অত্য়কার সভা ভঙ্গ হোক।

মীরজাঃ। দরবার ভঙ্গ হোক, কিন্তু সন্ততজঙ্গ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আজ্ঞা প্রদান অচিরে আবশ্যক।

সিরাজ। উচিত বিধান আপনারা করুন।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বাগানবাড়ী

মীরজাফর, জগৎশেঠ মহাশয়চাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্জয় প্রভৃতি

রায়দুঃ। শ্রেষ্ঠিধর, স্বর্গে নন্দনকাননের কথা পুস্তকে বর্ণনা আছে, আপনাত এই উপবনের শোভা যে তদপেক্ষা কিছু কম, এ আমার ধারণা হয় না। নবাবের অভ্যর্থনার একপ আয়োজন, বোধ হয় এ পর্যন্ত কাহারও দ্বারা হয় নাই।

জগৎ। রাজা স্নেহচক্ষে আমার সকল কার্য্যই উত্তম দেখেন।

রায়দুঃ। না না, আমি স্বরূপই বলছি—এই মীরজাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।

মীরজাঃ। স্বরূপ শেঠজি।

জগৎ। বান্দার প্রতি আপনার অহুগ্রহণ্ড তো লোকপ্রসিদ্ধ।

স্বরূপ। সন্ততজ্ঞের যুদ্ধের পব নবাবের ঘেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে,—
বিনয়ী, নম্র, সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত কবেছেন।

জগৎ। ঘেন বৃদ্ধ আলিবর্দী যৌবন লাভ ক'রে, প্রত্যাবর্তন করেছেন।

রায়দুঃ। কিন্তু কুমদ্রীর পণ্যমর্শে, আবার কখন কি মৃষ্টি ধারণ করেন, কিছু বলা যায় না। বরং মীরমদন ভাল, আপনার সৈন্ত পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু মোহনলালের দৌরাণ্ড্য অতি অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

রাজবঃ। এখন আবার সে সন্ততজ্ঞকে পরাজয় করেছে আর অহঙ্কারে

তার পা ভূতলে পড়ে না ! শুন্তে পাই, পুরাতন কর্মচারীদিগকে
বরখাস্ত ক'রে, আপনার আত্মীয়-স্বজনকে এনে তাদের কার্যে
নিযুক্ত কচ্ছে ।

রায়হুঃ । নবাবের নিকট পুণিয়ার অধিকার পেয়ে, সেখানেও ঐক্লপ
হুস্ম্যবহার করেছে । মাননীয় গোলামহোসেন খাঁ বাহাদুরকে বলেছে
কি জানেন, দুই শত টাকা বেতনে যদি কাখ্য করো, থাকো, নচেৎ
চ'লে যাও ।

রাজবঃ । তাইতো ভাবছি, তার কুমন্ত্রণায় পাছে নবাব আবার পূর্ববৎ
হন ।

জগৎ । আজকের দিন ও সব কথা থাক । নবাব আসছেন ।

নবাবকে অভিবাদন করিয়া আনিবার নিমিত্ত সকলের গ্রহান

নেপথ্যে নকিব ফুকরান । নবাব মনসুরোন্ মোলক্ সিরাজদৌলা সাহ-
কুলিখা মীরজা মোহম্মদ হায়বৎজজ বাহাদুর—

বন্দিগণের প্রারব্ধ ৭৭ গীত

গগনে শশধর তারকা মাঝে ।

ভূপতি সমাজে সিরাজ রাজে--

ধু ধু জয়ভেরী বাজে ।

অবিরল চূর্ণ, দুর্জয় সুর,

হুল-জঙ্গ-গগন আমোদপূর্ণ,

মোহিনী উপবন মোহিনী মাঝে ।

গৌরব দৌরভ, উৎসে বিজয় বব,

মহানন্দ মেলা, মহান্ উৎসব,

বীরবৃন্দ পুজে বীরেন্দ্র রাজে ॥

নীরজাকর, রায়চূর্ণভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ, স্বরূপচাঁদ ও রাজবল্লভ প্রভৃতির সহিত
সিরাজদৌলার প্রবেশ

সকলে ।। জগদীশ্বর নবাব বাহাদুরের মঙ্গল করুন ।

জগৎ । জনাব, বান্দা, যে এই উচ্চ সম্মান লাভ করবে, বাঙ্গলা-বিহার-
উডিয়া নবাব যে আজ বান্দার অতিথি হবেন, বান্দা এ কখন স্বপ্নেও
চিন্তা করে নাই । এ সম্মান কল্পনাতীত ।

সিৰাজ । শ্রেষ্ঠিবর, আজ আর আমি নবাব নই ! মাতামহের হস্ত ধারণ
ক'রে যে বালক আপনাদের নিকট উপস্থিত হ'তে, যে আপনাদের
পুত্রের স্থায় স্নেহের পাত্র ছিল, আজ আমি আপনাদের সেই বালক !

মৌবজাঃ জনাব, তখনো জনাব নবাব ছিলেন, এখনো নবাব । তখনো
যে হৃদয়ের রাজভক্তি জনাবকে অর্পণ করুতেন, সেই রাজভক্তিতে
এখনো হৃদয় পরিপূর্ণ ।

সিৰাজ । ই্যা, এই বিষয় সৰুতে তা সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে । সৰুত-
জঙ্গের বিদ্রোহ আমবা সামান্য ব'লে উপেক্ষা করুতেন, কিন্তু যুদ্ধস্থলে
উপস্থিত হ'য়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যে সৰুতজঙ্গের
কণ্ঠচারীরা সকলেই হৃদয় ছিল । সেনানায়কেরা—বিশেষতঃ শ্রাম-
হৃদয়, লালুহাজরা প্রভৃতি—অতিশয় রণবিশারদ ছিল । বজ্রীয়
অমাত্যগণ, যद्यপি না সম্পূর্ণ উৎসাহ সহকারে তাদের আক্রমণ
করুতেন, যদি অভ্যুত বীরবীৰ্য না প্রকাশ করুতেন, যদি সিংহাসন
রক্ষার্থে না প্রাণপণ করুতেন, সৰুতজঙ্গ নিশ্চয় মুর্শিদাবাদের আসন
বিচলিত করতো ।

রায়চূঃ । জায়বান জৈশ্বর, ওরূপ অকর্মণ্য মন্তপারীকে কখন রাজাসন
প্রদান করেন না । আমাদের যুদ্ধ-কৌশল অপেক্ষা সৰুতজঙ্গের
দুর্বুদ্ধিই তার পতনের প্রধান কারণ । শোনা যায়, যুদ্ধের সময়
বারাজনা-বেষ্টিত হ'য়ে মন্তপানে নিযুক্ত ছিলো ।

সিরাজ। হে অমাত্যগণ, আমরা কিরূপে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো; আপনাদের কার্যের যোগ্য পুরস্কার আমাদের নিকট নাই। কিন্তু আমরা আপনাদের স্নেহের উপর নির্ভর করে শত অত্যাচার করবো, যেকোন স্নেহ-চক্ষে দেখছেন সেইরূপ স্নেহ-চক্ষেই দেখবেন—শত অপরাধ গ্রহণ করবেন না। বাল্যাবধি আপনাদেরই আদরে, আমাদের চিত্ত দমন করা শিক্ষা হয়নি, তার দায়িত্ব আপনাদেরই। যদি কখনো কখনো আমরা উগ্রতা প্রকাশ করি, সে আপনাদের মার্জনীয় নিশ্চয়।

জগৎ। জনাব, বাল্যাব হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে নবাব আজ আমাদের অতিথি। এ উচ্চ সম্মানে আজ আমি সম্মানিত।

মীরজাঃ। যুদ্ধজয় উৎসবে যে নবাব স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের আনন্দ বর্ধন করবেন, এ আমাদের সামান্য সম্মান নয়। আমি অমাত্যবর্গের মুখপাত্র হয়ে নবাবের নিকট সকলের হৃদয় ভাব প্রকাশ করছি।

মীরমন্দের প্রবেশ

মীরমঃ। জনাব, সংবাদ অতি জরুরি, এই নিমিত্ত বাল্য। এই আনন্দ-উৎসবের ব্যাঘাত করে হজুরে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছে, মার্জনা আঞ্জা হয়।

সিরাজ। কি সংবাদ? তোমার মুখভাষে অতি উৎকণ্ঠ সংবাদ ব্যক্ত হচ্ছে?

মীরমঃ। নচেৎ ক্রীতদাস আনন্দের বিষয় করতে সাহসী হতো না। কলিকাতা হতে ইংরাজের এই পত্র উপস্থিত হয়েছে। অল্পমতি হয় পাঠ করি।

সিরাজ। পাঠ করো—

মীরমঃ। নিজামৎ মন্থুরোল মোলক—
সিরাজ। ইংরাজের কি বক্তব্য পাঠ করো।

পত্র পাঠ

মীরমঃ। “ঐতিপূর্বে আমরা নবাব-দরবারে পত্র প্রেরণ করি। মীরজাফর খাঁ বাহাদুরের নিকট, নবাব সরকারে পেশ করিবার নিমিত্ত সেই পত্র প্রেরিত হয়। পত্রের মর্ম—যে গভর্ণর ডেকের অপরাধ মার্জনা হয় ও আমরা কলিকাতায় কুঠি পুনঃস্থাপিত করুবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হই। আমরা দুই লক্ষ মূল্য দিতে প্রস্তুত। সে পত্রের উত্তর নবাব-দরবার হাতে না পাওয়ায়, আমরা বাদশাহের নিকট যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেট অধিকার স্থাপনের নিমিত্ত অগ্রসর হইলাম। ইহাতে নবাব বাধা প্রদান করেন, ছুঃপেব বিষয় বটে—রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় অমঙ্গলের কারণ, কিন্তু আমরা নিরস্ত থাকিব না। ভরসা করি—

সিরাজ। থাক, মর্ম্মতো এই।

মীরমঃ। হ্যাঁ জনাব।

সিরাজ। পত্র কার স্বাক্ষরিত ?

মীরমঃ। সাবৎজজ। টনি কর্ণেল ক্লাইব, দাক্ষিণাত্যে নিজাম সেলাবৎজজের নিকট এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিরাজ। (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ বাহাদুর, এক্ষণ পত্রের হে কোন সংবাদ আমাদের নিকট নাই ?

মীরজাঃ। জনাব, এ পত্রের বিষয় বান্দাও কিছু অবগত নয়।

সিরাজ। শেঠজি, রাজা রায়চুল্লভ, রাজা রাজবল্লভ, আপনারা কিছু অবগত আছেন ?

সকলে। না জনাব !

সিরাজ। এই পত্রের মধ্যে প্রতীত হচ্ছে, যে বিতর্কিত ইংরাজ, কলিকাতা পুনরধিকার করবার নিমিত্ত প্রস্তুত। এখন ইংরাজ কোথায় যা কি বেউ অবগত আছেন? সকলেই নীবব। বুঝলেম—না। আমরা অযোগ্য কর্মচারীবেষ্টিত নই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, যে রাজ্যের পরম শত্রু, ইংরাজ, কোথায় কি অবস্থায় অবস্থিত, যা সংবাদ কোন অমাত্যেরই গোচর নয়। কলিকাতা হ'তে বিতর্কিত হ'য়ে ইংরাজ যখন সান্তিশয় ভ্রবস্থায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত, তাঁদের প্রতি নবাবের অতৃপ্ততা হয়—এ সবল আবেদন, আমাদের নিকট অমাত্যবর্গ বরে, আমরাও তাঁদের আবেদন সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করেছিলাম। হ'তেও চাওঁনি যে আমরা সকলে অবগত ছিলাম, কিন্তু কারণে যে যা যা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, এ কথা নাওঁ। গোচর হয় নাই। মোহনলাল নিকিরাচি। হ'তেও ন'নি ক'র্মচারীর নিকট এ আভাস আমরা ক'ক প্রাপ্ত হ'তে বটে, কিন্তু যখন প্রধান কর্মচারীগণ এ সকলের কোন উল্লেখ করেন নাই, আমরা সে ন'নি কর্মচারীদের দ্রুত বিবেচনায় সে সংবাদ উপেক্ষা করি। কিন্তু এ'নি প্রমাণ পাচ্ছে যে আমাদের ভ্রম। গুণিয়ার বন্দোবস্তের নিমিত্ত যদি মোহনলাল নিযুক্ত না থাকতো, তাহা হ'ত আত্মপূর্বিক সমস্ত সংবাদ আমাদের অগোচর থাকতো না।

দূতের প্রবেশ

দূত। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব-দর্শন আশায় অপেক্ষা করছেন।

সিরাজ। তাঁকে সম্বর আসতে বল।

সেলাম করিয়া দূতের প্রস্থান

ইনি বোধ হয় আরও অল্প সংবাদ ল'য়ে উপস্থিত হয়েছেন।

মাণিকচাঁদের প্রবেশ

কি সংবাদ বিনা আডম্বরে প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কলেজ ক্লাইব কলিকাতা খবিকান করেছেন।

সিরাজ। তিন সহস্র শিষি • সেনা চাচ্ছা মাণিকচাঁদের আজীবন্তী ছিল, ত সেগু ল'রে ক'লাক্স তাদে' বিমুখ হয়েছে? তার ইংরাজ যখন বাজল্যায় পদাঙ্গণ করেছিল, সে সংবাদ রাজা মাণিকচাঁদের পা'য়- টিচি • ছিল। যদি বহু সৈন্তে সজ্জিত হ'য়ে ইংরাজ উপস্থিত হ'ত খাবে, সংবাদ পেয়ার • হ'ল, নবাব-সৈন্তের অভাব নাই, সে মুর্শিদাবাদ অভিযুগ খাগমন করতে পুঙ্খত কিনা যদি আপনি অংগ • হ'য়ে থাকেন, অল্পগ্রহ পূর্ব প্রকাশ করুন।

মাণিক। জনাব, কলিকাতা-যুদ্ধে বিমুখ হ'বার পরে, নবাব-সমীপে সত্বর উপস্থিত হ'য়ে। সংবাদ মুর্শিদাবাদ আসবার কল্পনা করবে এ কথান। সজ্জা ন।

সিরাজ। সন্তব অসন্তব বিচার তার অ'নাব উপর অপিও নয়, স্বরূপ অবস্থা কি স্থাপন করুন।

মাণিক। জনাব, হুগলি বন্দর আক্রমিত হবে, কোন দূতের নিকট সংবাদ পেলেন। সত্য মিথ্যা নিরূপণ করবার নিমিত্ত অপেক্ষা করি নাই।

সিরাজ। ইতিপূর্বে আপনায় অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন যে সকতজ্ঞদের দ্বারা অর্কটচৌকি ভগবান কখনো সিংহাসন প্রদান করেন না। এক্ষণে আমাদের ধারণা হচ্ছে, যে আমাদের দ্বারা অকর্ণণ্য সিংহাসনে বহুদিন স্থান পায় না। মীরমদন, এসো।

সিরাজদৌলা ও মীরমদনের প্রস্থান, মীরজাফর ব্যতীত অন্যান্য সকলের অনুগমন

মীরজাঃ। সর্বনাশ উপস্থিত; নবাবঃনিশ্চয় আমার বিশেষ অনিষ্টের

নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হবে। মীরমদন প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় বুঝিবা প্রাণ-
বধের আদেশ দেবে। আমি এই রাত্রেই মুশিলাবাদ পরিত্যাগ
ক'রে ইংরাজের শরণাপন্ন হই, নচেৎ আর নিস্তারের উপায় নাই।

জহরার প্রবেশ

জহরা। বন্ধ-বিহার-উড্ডিষ্ঠার অধিপতি, চিন্তার কারণ কি ? আপনার
স্তম্ভিন আগত, এ সময় বিমর্ষ কেন ?

মীরজাঃ। তুমি কে ? কি বলছ ? বন্ধ-বিহার-উড্ডিষ্ঠার অধিপতি ব'লে
কাকে অভিবাদন কচ্ছ ?

জহরা। মীরজাফর খা, আমার নিকট মনোভাব গোপন ক'রো না,
আমায় শত্রু জ্ঞান ক'রো না, তোমার রাজ্য-লিপ্সা অচিরে পূর্ণ হবে।
তোমার বলবান সহায় উপস্থিত—তোমার দাব্যে রাজকোষ অপেক্ষা
ধনপূর্ণ ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হবে।

মীরজাঃ। তুমি কি বলছ ? তুমি কে ?

জহরা। আমি সয়তানি—আমার সয়তানি-দৃষ্টিতে ভূত-ভবিষ্যৎ
অবগত। তোমায় জনয়ের সন্তানের প্রতিমূর্তি, তোমার সম্মুখে
প্রদর্শন করবার নিমিত্ত উপস্থিত হগেছি, তুমি আমায় শত্রু জ্ঞান
ক'রো না। তোমার যত স্বর্থ প্রয়োজন, আমি তোমায় দেব।
অর্থলোভী ইংরাজের সহিত মিলিত হও। কাছোজার করো।
আমার কথা মিথ্যা নয়;—তার প্রমাণ স্বরূপ এই হীরকখণ্ড গ্রহণ
করো। রাজা রাজবল্লভের সহিত পরামর্শ করলে জানতে পারবে
—এই হীরকখণ্ড কার। এ বহুমূল্য বস্তুতে পেরেছ কি ? স্বকাৰ্য্য
সাধনে যত্ববান হও।

জহরার প্রস্থান

মীরজাঃ। কে এ ? এখি ঘসেটিবেগমের সহচরী ! সয়তানি

পরিচয় দিলে—যথার্থই সয়তানি। আমার হৃদয়ের স্থগু সয়তান জাগরিত করেছে। আলিবর্দীর সময়ে আমার বিজ্ঞোহ সফল হ'লে, এ বাজলার গদী আমারই হতো। বাদীর কথায় রাজ্য লিপ্সা আবার উত্তেজিত। অমাত্যেরা সকলেই সিরাজের বিরূপ; কিন্তু আমার আশা কি পোষণ করবে? সকলেরই রাজ্যালিপ্সা, কিন্তু তাদের রাজ্যে অধিকার কি? আমারই প্রকৃত অধিকার হওয়া উচিত। কৌশলে সকলের মনোভাব বুঝে দেখি, সিরাজের প্রতি সকলেই বিরূপ। ওঃ—এ রাজ্য-আশা কি সফল হবে!

রায়চুলভ, জগৎশেঠ মহাতাণ্ডাও ও বরপট্টাও, রান্ধবলভ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতির প্রবেশ

নবাব কি বল্লেন?

জগৎ। কিছু না—নিঃশব্দে হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে রাজপুরী অভিমুখে গমন করুলেন!

মীরজাঃ। আমরা সে পত্র গোপন ক'রে ভাল করি নাই। এখন নবাবের বিরূপ আজ্ঞা হবে কে জানে! একে তো আমাদের সকলের উপর সন্দেহ, পত্র গোপন করায় সে সন্দেহ দূরীভূত হয়েছে। অপর দণ্ড না হোক, বিশেষ অপমানিত হ'তে হবে নিশ্চয়।

জগৎ। আমাদের তো পত্র গোপন করবার ইচ্ছা ছিল না। ইংরাজের পত্র যদি নবাবকে দেওয়া হতো, তা'হলেও নবাব ক্রুদ্ধ হ'তেন, ভাবতেন আমাদের বড়বন্ধে এরূপ পত্র লিখেছে। বিশেষ ইংরাজ এত শীঘ্র কলিকাতা আক্রমণ করতে সাহস করবে, এরূপ আমাদের দ্বারা অসম্ভবিত হয় নাই।

মাণিক। ইংরাজ অতি উত্তমশীল—বোধ হয় পত্রের উত্তর আসবার অপেক্ষাও করে নাই। এরূপ গোপনে কার্য করেছিল, যে যখন সন্দেশে ক্লাইব বজবজের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সংবাদ পেলেম। গণনায় তিন সহস্র সৈন্য আমার নিকট ছিল বটে, কিন্তু সকলেই

সকর্মণ্য, ইংরাজের সম্মুখীন হয়, এমন সৈন্য আমার ছিল না। ইংরাজের এগতরী অতি অদ্ভুত—চলৎ তুর্গ।—এই এগতরী বলেই ইংরাজ এত প্রতাপশালী।

রায়দুঃ। আমাদের ইংরাজের প্রশংসার সময় নয়। কি কর্তব্য নির্ধারিত কখন,—ক্রুদ্ধ নবাবকে কিরূপে শাস্ত ক'বা যায়।

মীরজাঃ। এই অর্ধাচীন সিরাজের পরিবর্তে যদি রাজা বায়তুল্লাহ বা বাপনাদেব মধ্যো অপর কেউ প্রাপ্ত হ'তেন, রাজ্য নিরাপত্ত হ'তো। মতায় দিয়ে—আমিনী অতিবাশিৎ ক'বতে হতো না।

জগৎ। সত্য।

রায়দুঃ। মহারাজ স্বরূপ প্রভা ক'লেছেন। খা সাহেবের অপেক্ষা গদীর উপযুক্ত আর কে আছে?

মীরজাঃ। কি বলেন—কি বলেন।—

জগৎ। এ মন্তব্যের উপযুক্ত স্থান নয়। মহারাজ বায়তুল্লাহ, সময় নির্ধারিত কখন। আপনার আবাসে, কি কর্তব্য গোপনে আমবা পরামর্শ করবো। আজ আমাদের আবাসে কে খা সাহেব প্রযোজন নাই। স্বরূপ বলেছেন—স্বরূপ বলেছেন—খা সাহেবের গদী হ'ল রাজ্য স্থবের হয়।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় পঙ্কাজ

মুশিদাবাদ—নবাব-অস্তঃপুরস্থ বাসেনীবগমের কক্ষ

বাসেনীবগম

বাসেনী। শিবায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিবায় অগ্নি।—ছিঃ ছিঃ এত অদূরে ছিল, আমিনার বাদী হ'লেম। আমিনার পুত্র সিংহাসনে, আমার একমদৌলা কববে। আমিনা নবাব-মাও, আমিনার পুত্রের

গৃহে আমি বন্দী! আবাস ভূমিশায়ী, অর্থহীনা, সহায়হীনা, আমিনার পুত্রের অন্নদাসী। আমি নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ ক'রতে লোকে ঘৃণা করে, আমিনার ছায়ায় সেলাম দেয়! আমি না অতুল ঐশ্বর্যশালিনী, আমার গুপ্ত ধনাগার লালকুঠি ইষ্টকচূর্ণে আবৃত। এক শাস্তি, ঝিলগর্ভে ধনাগার নিশ্চিত। যারা ধনাগার নিষ্কাশ করেছিল, তারাও সেই ধনাগারে মৃত। সে সন্ধান রাজবল্লভও জানে না। ভূমি গনন ক'রে সে সন্ধান পাবে না। থাকো—থাকো—যারা হত হয়েছ, অশরীরি অবস্থায় ধনাগার রক্ষা ক'রো, সিরাজের শত্রুর হস্তে ধনাগার অর্পণ ক'রো, যারা সিরাজের মন্তক ছেদন ক'রে ভূতলে পাতিত ক'রবে, তাদের অর্পণ ক'রো। ছিঃ ছিঃ কি কুক্ষণে রাজবল্লভের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কুক্ষণে তার কুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করেছিলেন! কুক্ষণে সেই ভীকুর উত্তেজনায় রাজ্য-লালসা করেছিলেন। হোসেন ফুলি—হোসেন ফুলি! তুই কোথা?—দেখে যা, যেমন ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হ'য়ে তোর প্রাণবধে সম্মত হ'য়েছিলেন, তার সমুচিত শাস্ত পেয়েছি! আমি বন্দী, সিরাজের বাদী, সহায়-সম্পত্তি-হীন; আমাব গর্ভধারিণী মাতা কারাবন্ধক! এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে!

জহরার প্রবেশ

জহরা। এই যে আমি আছি।

ঘসেটী। কে তুমি?

জহরা। নবাব মহিবীর বাদী, যে, তুমি লালকুঠি হ'তে আসবার সময়,

তোমার শিবিকায় বস্তু জড়িত ক'রে তোমার বহুমূল্য বস্তাদি সঙ্গে

দিয়েছিল, সেই ছদ্মবেশী নবাব মহিবীর বাদী।

ঘসেটী। কে তুমি পরিচয় দাও।

জহরা। আমি জহরা, যে হোসেনকুলিকে স্বরণ ক'রে উচ্চরবে হৃদয়তাপে
 নিঃশব্দ নিশীথ-বায়ু সস্তাপিত ক'ছে, সেই হোসেনকুলি আমার স্বামী!
 তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা আমার সঙ্গে দিব্যারাত্র ভ্রমণ ক'চ্ছে—তার
 উদ্ভেজনায় আমি একমুহূর্ত্ত স্থির নই। সিরাজের শোণিতধারা সে
 পান করবে; চতুর্দশীপূর্বে তার মৃতদেহ যেমন নগরে ভ্রমণ করেছে,
 সিরাজের মৃতদেহ তেমনি চতুর্দশীপূর্বে নগর ভ্রমণ ক'রবে, তার পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ যাবে—সিরাজকে কবরে দেখে, সেই অতৃপ্ত আত্মা তবে তার
 নিদ্রা কবরে প্রবেশ ক'রবে। নচেৎ সে শাস্ত হব না, শোণিত-
 তুষায় হা হা রবে সে আমান আহার নিদ্রা হরণ ক'রেছে। তুমিও
 প্রেতিনী, পিশাচিনী, নরক-সহচরী, আমিও প্রেতিনী, পিশাচিনী,
 নরক-সহচরী। নারকীয় সযতানী শক্তিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ।
 আমি তোমার সঙ্গিনী, প্রতিবিধিসার সহচরী, আমার অবিখ্যাস
 ক'রো না।

জসেটী। তুমি কি এখন আর নবাব-মহিষীর বাদী নও ?

জহরা। না—বাদীর গর্দীস কি আমার অঙ্গে দেখছ ? আমি নানা
 বেশধারিণী। যে কার্যে নবাব-মহিষীর বাদী হ'য়েছিলুম, সে কার্য
 উদ্ধার হ'য়েছে, আর আমার বাদী হবার প্রয়োজন নাই। তোমার
 জহরৎ গোপনে তোমার অপণ করবাব জগ্ন বাদী-বেশ ধারণ
 ক'রেছিলেন। একটি হীরকখণ্ড তাহ'তে গ্রহণ করেছি; আপনাত
 কার্যে নয়, তোমার কার্যে। আমি তোমার শাপসহচরী।
 তোমার শুষ্ঠ ধনাগার আমি জানি, তোমার নিকট তার চাবি
 ল'তে এসেছি। আমার দাও, সে ধনের বিশেষ প্রয়োজন। আমার
 লব্ধ ক'রো না। আমি সে ধনাগারের সন্ধান দিলে, এখনি নবাব
 সে স্থান খনন ক'রে, সে ধন গ্রহণ করিতে পারে! আমার অর্থের
 প্রয়োজন নাই—বুঝেছ ? সে প্রয়োজন থাকলে, তোমার যত্নাদি অতি

সতর্কে সংগ্রহ ক'রে বস্ত্রাবরণে তোমার অর্পণ ক'রুতেম না। ঝিলগর্তে তোমার ধনাগার আমি জানি, নবাবকে সন্ধান প্রদান ক'রলে বহু অর্থ লাভ হয়। দাও, আমায় চাবি দাও। সাবধানে অবস্থান করো, নারী হৃদয় চূর্ণ করো, নারী-জিহ্বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করো, কেবল অন্তরাগ্নি উদীপ্ত রাখো। তুমি অচিরে জানতে পারবে—আমি নায়কীয় শক্তিসম্পন্ন, সয়তানকে আত্মবিক্রয় করেছি। বাঙ্গলায় আগুন জ্বালানো, যে স্থানে হোসেন কুলির রক্ত পড়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে।

যসেটী। তুমি অসহায়া নারী, তুমি এত সাহস কিসে ক'চ্ছ ?

জহরা। আমি অসহায়া ? সয়তান আমার সহায়, সেই সয়তান মীর-দ্রাক্ষরের হৃদয়ে, সেই সয়তান জগৎশেঠের হৃদয়ে। সেই সয়তান বায়তুল্লাহের হৃদয়ে, সেই সয়তান রাজবল্লভকে চালিত ক'চ্ছে। হৃদয়ের সয়তান এখনো মুখাবরণ খোলে নাই, তাই তারা আপনার হৃদয়ে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি দেখে নি। আমি সেই সয়তানের আবরণ উন্মুক্ত ক'রে, সেই বিভীষিকা ছবি তাদের প্রদর্শন করুবো। তারা বিমুগ্ধ হ'য়ে সয়তানের কাষে প্রবৃত্ত হবে। আমি সেই সয়তানের আভাস কতক মীরজাকরকে দিয়েছি, বাঙ্গলায় আগুন জলবে, বাঙ্গলায় আগুন জলবে। সাবধান, হৃদয়ভাব গোপন রেখো। দাও দাও চাবি দাও।

যসেটী। (চাবি প্রদান করিয়া) এই নাও, কিচ্ছ দেখো, তুমি স্বীলোক, আমার ভয় হয়।

জহরা। তুমি এখনো সন্দেহ ক'চ্ছ ? অচিরে তোমার সে সন্দেহ দূর হবে। তুমি অচিরে সংবাদ পাবে, যে সমস্ত বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সিরাজের শত্রু ! সিরাজের কলঙ্ক-ধ্বজা পগনমার্গে উজ্জীৱমান হবে। সমস্ত জগৎ তা দর্শন ক'রবে। সিরাজের

নামে লোকের স্বর্ণার উদ্রেক হবে। সিরাজের শত্রুকে দেবতা বোধে পূজা করবে। সন্নতানের অবতার ব'লে সিরাজ ইতিহাসে উল্লিখিত হবে। লুৎফউল্লিসার নিকট নবাবের নামাক্রিত মোহর আছে, সেই মোহর যদি কোনরূপে সংগ্রহ করিতে পারো, দেখ। তাতে বিশেষ কাজ হবে।

ঘসেটী। কিরূপে সংগ্রহ করবো?

জহরা। সে কি। তুমি রাজ্য-প্রাপ্তির ষড়যন্ত্র করোছলে, সামান্য একটা মোহর অপহরণ করতে পারবে না। আমি চল্লুম, দেখ, যে রকমে পারো, সংগ্রহ করো।

ঘসেটী। শোনো শোনো—

জহরা। শোনবার অবকাশ নাই, অনেক কাজ। তোমায় তো ব'লেছি, প্রতি ক্ষয়ে সন্নতান জাগরিত কবতে হবে। আমার শিলমাত্র অবসর নেই। খাবার নবাবের শত্রু উপস্থিতি। ইংরাজ চলকাত্তা অধিকার করবে, তুর্গলী বন্দর লুণ্ঠ করবে, সকল সংবাদ এখনই রাজপুরে পাবে।

প্রস্থান

ঘসেটী। না না, সত্যি আমার সহায়—সত্যি সন্নতান, আমার সাহায্যের নিমিত্ত এরে প্রেরণ করেছে। প্রতিবিধিৎসার আশ্রয় এর চক্ষে দেখেছি, সিরাজের শোণিত ভ্রুয় ওর জিহ্বা শুক। এ আমার শত্রু নয়, শুদ্ধ। নাবী, নারীরই তো প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা আর কার? স্বর্ণকান্তি হোসেন কুলিকে কে বধ করলে? নারীর প্রতিহিংসা। হোসেন, হোসেন—কুলিগে আমার বর্জন করবে তুই আমিনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলি।—নচেৎ সিরাজের কি সাধ্য, যে সে, তোরে রাজপথে বধ করে! নারী-হৃদয় চূর্ণ করবো!—না, নারীর অভাবজাত শঠতার হৃদয় আবিস্কৃত করবো। আজ লুৎফউল্লিসা

রণ-জয়ে আনন্দ ক'রছে—সেই আনন্দে যোগদান ক'রবো!
আমিনা অপেক্ষা সিরাজের প্রতি স্নেহ প্রকাশ ক'রবো, নারী কতদূর
কৌশলময়ী, বাঙলায় তার আদর্শ রেখে যাবো! দেখি, যেক্ষণে
পারি, মোহর সংগ্রহ করি।

এহান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

মুশিলাবাদ—নবাব অন্তঃপুরস্থ সজ্জিত উতান

লুৎফউররা

গীত

উপবনে এসো নিশা সেঙ এসো মনের মতন।
শিগ্‌বো সতি, নিশাপাতির যতন তুমি করো কেমন।
প'রে রতন কুহুম গাঁথা, সাজে বিলাসিনী সজা,
তরুরে সোহাগ ক'রে, সোহাগ সখি শিখাও মোরে,
ভুবনে হুম্মারাজি, উপবনে এসো আতি,
আসবে হেথায় ভুবনমোহন রমণী-রঞ্জন,
সাধ হ'য়েকে পূজ বো শ্রীচরণ।

ঘসেটাবেগমের প্রবেশ

ঘসেটা। এ কি! আজ সমস্ত নগর রণজয়-উৎসব ক'রছে, রাজপুরে
উৎসব, তুমি একপার্শ্বে এই ক্ষুদ্র উপবনে কেন?
লুৎফ। শ্রেষ্ঠিপ্রবর মহাতাবচাঁদ, নবাবের অভ্যর্থনার জন্ত, উপবন
সজ্জিত করেছেন। আমিও মা আজ নবাবের অভ্যর্থনার জন্ত
আমার স্বহস্ত-রোপিত উপবন কেমন সজ্জিত ক'রেছি দেখুন।
মাসীমা, আজ আমি নবাব প্রত্যাগমন ক'রলে, বিজ্ঞান-গৃহে যেতে

দেব না, আমি এইখানে তাঁর অভ্যর্থনা ক'রবো। দেখুন কোথায় কি ক্রটি আছে বলুন ?

যশেটা। নবাবের আসন তো রেখেছ, পার্শ্বে তোমার আসন কই ?

লুৎফ। আমি নবাবের প্রজ্ঞা, আমি নবাবের পার্শ্বে বসবো কেন ?

আমার উপবনে নবাব নিমন্ত্রিত, আমি নবাবকে পূজা ক'রবো আমার আসন তাঁর পদতলে। আপনি আসন গ্রহণ করুন, যদি পূজার ক্রটি হয় ব'লে দেবেন। মাসীমা দেখুন—এই উপবন রাজ্যের আদর্শ স্বরূপ। এই দেখুন, এই কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ, সকত-জন্মেব অতুষ্কর—তাঁর উপর নবাবের যশোপুষ্প বিকশিত, সৌরভে দেশ আমোদিত ক'চ্ছে। এই দেখুন, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল কুসুমভারে অবনত, বিনীত ভাবে নবাবকে বাজভক্তি প্রদান ক'রবে। এই দেখুন, শেফালিকাষয় দ্বারপালের স্নায় দণ্ডায়মান—ভক্তি-কুসুম উপহার দিয়ে রাজদর্শকবৃন্দকে শিক্ষা প্রদান ক'রবে। এই দেখুন, উদ্ভান-কণ্টক সকল স্বহস্তে নির্মূল ক'রে গতাবসান ক'রে রেখেছি। নবাবের কণ্টক, নবাবের শত্রু, এইরূপ বন্ধনদশায় উচ্ছেদ হ'য়ে রাজ্যের এক পার্শ্বে পতিত থাকবে। যে সকল তরুলতা অনিয়মে শাখা প্রসাৰণ করেছিলো, সে সকল শাখা ছেদন করেছি,—দেখুন, বিনয়ীরা স্নায় তারা অবস্থান ক'রছে। বোধ হয়, আমার রাজ-অতিথি আগত। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি! আমার হৃদয়-আসনের আদর্শ স্বরূপ এই পুষ্পিত আসন গ্রহণ করুন, বাদীকে পদসেবার অধিকার দেন।

খোজার প্রবেশ

এ কি খোজা! নবাব কোথায় ?

খোজা। বেগম সাহেব, নবাববাহাদুর এই পত্র প্রেরণ করেছেন।

লুৎফ।

(পত্র পাঠ)

“প্রিয়ে,

ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আলাপের অবসর হবে। বিধাতা বিমুখ,
তোমার বিমল প্রেমাস্বাদ আমার অদৃষ্টে নাই। আমি কলিকাতায়
ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলাম। শঠ অমাত্যগণ বড়বয়স ক’রে
ইংরাজ সৈন্য বাহিনীতে উপস্থিত করেছে, তাদের দমন নিতান্ত
প্রয়োজন। যেকোন বিপদতরঙ্গ উদ্ভিত, যেকোন সংস্কার-মেঘ উদয়,
যেকোন বিপ্লব-পবনের আডধন—ভগবানের বিশেষ অমৃতগ্রহ ব্যতীত
নিস্তার লাভ করা অসম্ভব। যদি ঈশ্বর-রূপায় বিপদমুক্ত হ’তে পারি
দেখা হবে, নচেৎ পত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তোমার চিরাত্মরাগী সিরাজ”

(খোজার প্রতি) তুমি যাও; তুমি চিরদিন নবাবের অগ্রগামী,
হায়। আজ এই কুসংবাদ কেন নিয়ে এলে ?

খোজার অভিবাদন পূর্বক প্রস্থান

জগদীশ্বর ! ভেবেছিলাম, আমার এই উপবন, স্বন্দর নবাবরাজ্যের
অম্লরূপ। কিন্তু না, এ কপট অম্লরূপ,—আমি সহ্যে নষ্ট ক’বো !
এ কপট-পুষ্পে আসন সজ্জিত—দূর হোক ! কপট গোলাপ, ছিন্ন
হও ! কণ্টক তরু, তোমরা তো আবছা নও, দৃষ্টে মলিন কিন্তু
সম্পূর্ণ সতেজ, রবি-তাপে শীর্ণ হও।

সজ্জিত উপবন ভঙ্গ করণ

যসেটা। কি—কি ? বৎসে, সহসা এমন উদ্ভিগ্ন হ’লে কেন ?

লুৎফ। মাপো, এই দেখুন, ইংরাজ আবার সজ্জিত। নবাব যুদ্ধ-যাত্রা
করেছেন।

ষসেটী। সে কি? তবে কি ভবিষ্যৎ গণনা সত্য?

লুৎফ। কি কি, কি গণনা মা?

ষসেটী। বৎসে, আমি সিরাজের যুদ্ধজয়-বার্তা অবগত ক'রে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করছি, দরিদ্রদের দানবস্ত্র বিতরণ করবার নিমিত্ত বাদাদিগকে উপদেশ দিচ্ছি—এমন সময় জটনৈক বাদী, এক ফকিরিণীকে আমায় নিম্ন ল'য়ে এলো। সে ফকিরিণী আমায় তিরস্কার ক'রে বললে—“কিনের উৎসব? মাস্তাজ হ'তে ইংরাজ শত্রু আগত—তা জান? বিনা দোষে নবাব, একজন ঈশ্বর-জানিত ফকিরের কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদ করেছে, তা কি অবগত নও? ফকিরের অভিযোগে অচিরে রাজ্য দখল হবে। যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে, সেই ফকিরকে প্রসন্ন করো।” বৎসে, এই ফকিরের কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদন সংবাদ তুমি কিছু জানো?

লুৎফ। ইয়া—ইয়া—ভুনেহিলেম, রাজ্যদেশে একজন ভণ্ড ফকিরের কর্ণ-নাসিকাচ্ছেদ হয়েছিল। সে ফকির রাজ্যত্রোহী।

ষসেটী। বৎসে, ফকির ভণ্ড নয়, তিনি নবাবের মঙ্গলের জন্য এসেছিলেন। নবাব যখন যুবরাজ ছিলেন, দিল্লী ত'তে ফৈজী নামী এক পরমাত্মন্দরী বারবিলাসিনীকে এনে বেগম করেন। বারনারী, স্বভাব বশতঃই প্রভারণাপরায়ণা;—তার শয়ন-গৃহে অপর পুরুষকে ল'য়ে এসেছিল। সেই অপরাধে নবাব, যৌবনস্বলভ ক্রোধ বশতঃ ফৈজির গৃহের বায়ু-প্রবেশের সকল দ্বার রুদ্ধ ক'রে, উৎকট যজ্ঞণায় তার প্রাণবধ করে। সেই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ফকির আগমন করেছিলেন। রাজ্যের শত্রুরা, হায়, অভাগা রাজ্য শত্রুপূর্ণ! রাজ্যের শত্রুরা, সেই সাধুর প্রতি এই রাজ্যত্রোহিতা অপবাদ প্রদান করে। সাধুর কোণাঙ্গি বা'তে প্রজ্জ্বলিত হয়, এই তাদের ইচ্ছা দেখছি, শত্রুর মনোবাছা পূর্ণ হয়েছে!

লুৎফ। মা, মা, সত্য বলেছেন, নবাব কখনো কখনো অর্জুনিদ্রিত
অবস্থায় ফৈজির নাম ক'রে অস্ত্রতাপ করেন। এখন কিরূপে
ফাকরকে প্রসন্ন করা যায়?

ঘসেটী। ক'কারণী আমায় বলেছে—“তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে সম্মানের
সহিঃ বাড়পুরে এনে, তাঁর চরণে অস্ত্রনয়-বিনয় করা, আর উপায়
নাই।” কিন্তু সিবাজ যুদ্ধে গম নরোচ্চ, কি উপায় হ'ল?

লুৎফ। বৈন, আমায় যদি নিমন্ত্রণ করা?

ঘসেটী। না। সিদ্ধান্তে আহবান ব্যতীত ফকির—নবাব পদার্পণ করবেন না।

লুৎফ। ও ন'নি উপায় হবে?

ঘসেটী। হ্যাঁ, এক উপায় বোধ হ'তে পারে। যদি আমরা
নামাজিৎ মোহর পাওয়া যায়, সেই মোহর অঙ্কিত পত্র তাঁর নিকট
প্রেরণ হ'লে, তিনি পত্র গ্রহণ করা যাব না। কিন্তু সে মোহরই বা
ক'রূপে পাওয়া যাবে? সে মোহর পাওয়া গেলে, তাকে নিমন্ত্রিত
ক'রে আনতে পারা যায়। কিন্তু সে উপায় তে নাই।

লুৎফ। মা আমার গুণে তাঁর নামাজিৎ মোহর থাকে। তিনি আমার
গুণে অনেক পত্র মোহর অঙ্কিত করেন।

ঘসেটী। তবে একখানা কাগজ, আমায় মোহর অঙ্কিত ক'রে দেবে
চলো। (স্বগত) কোথায় মোহর থাকে সন্ধান পেলে, আমি
অপহরণ করবো (প্রকাশ্যে) চলো।

লুৎফ। নবাব-মহিষীকে একথা বলি?

ঘসেটী। ইচ্ছা হয় বলো,—কিন্তু ফকিরিণী বলেছে, দেবকার্য গোপনেই
উচিত। আমার বিবেচনায় এখন গোপন রাখা কর্তব্য। যদি ক্রপা
ক'রে ফকির উপস্থিত হন, তখন মা, আমি, তুমি, আমি—সকলেই
তাঁর শরণাপন্ন হ'বো। সেই সময় মা আনতে পারবেন।

চতুর্থ পর্ভাক

কলিকাতা—উমিচাঁদের উত্তানস্থ কক

সরাজন্দোলা, মীরজাকব, রায়দুল্লভ, লগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ,

রাজবল্লভ, চানচাঁদ, করিম, মীরমদন প্রভৃতি

মীরজা : জনাব, বান্দাব ক্ষুদ্র বিবেচনায়, সন্ধিস্থাপন কোন রূপেই
কর্তব্য নয়। গণপাততঃ ফরাসী সহিত ইংরাজের বিবাদ উপস্থিত।
এই নিমিত্ত কপট ইংরাজ, সন্ধিস্থাপন করতে প্রস্তুত। কিন্তু সে
সন্ধি, কোনও মতে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গীয় নবাবের সময়
হ'তে, ইংরাজ নানা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর কবেছে, কিন্তু পত্রের
মধ্যস্থতায় কোনও কাৰ্য্য করে নাই।

রায়জু : ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত এবং, এই নিমিত্তই সন্ধিতে সম্মত।
স্বযোগ প্রাপ্ত হ'লেই, সন্ধি ভঙ্গ ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তাদের
দমন করবার এই উত্তম স্বযোগ। খামরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছি,
যুদ্ধ ক'রাই সম্মত।

মিরাজ : (উমিচাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত)

উমি। জনাব, সচিচ কার্যের অন্তর্বোধে ইংরাজের সহিত মৌখিক
সম্ভাব আছে, কিন্তু ইংরাজ আমায় আবদ্ধ করেছিল, আমার আবাস
লুণ্ঠন করেছিলো, পরিবারবর্গ ইংরাজের দৌরাত্ম্যে নিহত,—এ
সকল এক দণ্ডের নিমিত্ত বিন্ধিত হই নাই। ইংরাজ দমিত হ'লে
আমার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হয়। আমার মন্তব্য, যুদ্ধ ব্যতীত আর
কি হ'তে পারে।

করিম। চাচা, কোলকাতা থেকে পালিয়ে, পল্টায় যখন ইংরাজ নোনা
পানি খাচ্ছিল, তখন সম্ভাব ক'রে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করেছ।

কেবল দোষ দেখলেই তো হবে না, গুণও গাও। রসদ যুগিয়ে এক গুণে একশো গুণ তো দাম নিয়েছ চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপা কলা বেচেছ। দিনকতক ইংরেজ থাকলে, যা লুট করেছে, তার দুনো আদায় করবে, ভাবনা কি ?

রাজব:। জনাব, বান্দাও—খাঁ সাহেব, বলিকপ্রবর উমিচাঁদ ও রাজা রায়চুলভের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অহুমোদন করে।

করিম। (স্বগত) এলোমেলো ক'রে দে মা—লুটে পুটে খাই।

সিরাজ। কি করিম চাচা, কি বলছ ? তোমার মত কি ?

করিম। জনাব, কথার মতামত—না অন্তরের মতামত ?

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য করতঃ) সে কি করিম চাচা ?

করিম। আমার কথার মতামত, যাতে ভাল হয় করুন। অন্তরের মতামত, সরাবেয় শ্রোত ব'য়ে যাগ, কামানের গোলার মত আফিমের তাল গাদা হ'য়ে থাকুক, যাকে পাই বাগ মাপিক লুটে নি, আর আপ'না আপ'নি খুব বাহাদুর ব'লে বগল বাজাই।

মীরম:। জনাব, কৃতদাসেরও অভিপ্রায় যুদ্ধ—ইংরাজ অতি কপট।

করিম। চাচা, গান ধরেছ ঠিক—কিন্তু তোমার স্বরটা কিছু বেয়াড়া, আমার স্বরে মেলে না। আমার স্বর কি জানো ? একটা ওলট-পালট হ'লেই কিছু আরামে থাকি। তোমার মত, ওলট-পালট হয়।

সিরাজ। (ঈষদ্ হাস্য সহ) কি করিম চাচা, রাজ্য বিশৃঙ্খল হয়, এই তোমার ইচ্ছা ?

করিম। আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ঠিক ঠাক হ'য়ে গেল, রাজ্য হুশ্রুখলায় চল্লো, তাহ'লে আমার লাভ কি বলুন ? বরাদ্দ মাকিক মদটুকু, বরাদ্দ মাকিক আকিংটুকু, বরাদ্দ মাকিক চণু;—জনাবও যদি মদ না ছাড়তেন, তাহ'লে কতক সুবিধা ছিলো। একটা ওলট-পালট না

হ'লে, আমার স্ত্রীধা কিসে হয় বলুন ?—বেওয়ারিস প্রজা দাবিয়ে
মজা কবি কিসে বলুন ?

মামঃ। কবিয় চাচা তুমি এমন ? বাজ্যেব বিশ্বজ্বালা কামনা করো ?

করিম। কন চাচা উল্টো বুঝলে কেন ? আমার কি বাজ্জা দেশে
গয় নয়, আমি কি মতলববাজ নই, আমি কি আপনি গাঁট দিতে
জানি নি ? আমি কি আপনার ভালাই খুঁজিনি, যে পরে
ভালাই খুঁজতে যাবো ? প্রজাব ভাল হলো না হলো, আমায় কি
ব'য়ে গেল ? বাজ্জা লায় জয়েছি, আমায় আপনার ভালাই ভালো !
প্রাণে বৈরাগ্য আছে—তাই মনে করি—কে কান, কার জন্তে
ভাববো—আপনি শুছিয়ে নিই, পবকালে না হোক, ইহকালের তো
কাজ বটে।

সিরাজ। ছিঃ ছিঃ করিম চাচা, তুমি এমন ?

করিম। জনাব, নেশাখোর মাতুষ, আঁতেব স্বখে গেয়ে ফেলেছি।
মুখের স্বখে গাই একবার শুধুন, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। জনাব,
জ্বর, কদাচ ইংবাজের সঙ্গে সন্ধি কষবেন না। ইংবাজ অতি ছল,
অতি কপট। জনাব ক্ষণজন্মা, দ্বিতীয় সেকেন্দর সা, সমস্ত পৃথিবী
অধিকাণ করবেন। দিনরাত যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত থাকুন। এই
ইংরাজকে তোপে উড়িয়েই সর্বৈশ্বে দিল্লীতে যাত্রা করে, দিল্লীর
সিংহাসন অধিকার করুন। আপনি না দিল্লীর তক্তে বসলে দিল্লীর
শোভা হবে না। মীর মদন চাচা, এইবার আমার গাওনা পছন্দসই
কি ?

মামঃ। চাচা, তুমি বজবাসীর নিন্দা করো ? আমরা কি বজবাসী
নয় ? তোমার বিবেচনায় কি আমরা সকলেই স্বার্থপর ?

করিম। চাচা, এই রাজসভাসভের জায়গোটা কতক আগাছা গজায়।
নইলে এই বজ্জমিরূপ বিধাতার সাধের উদ্ভানে স্বার্থহীন ফুটেই

রয়েছে, ছোট বড় সব স্ব স্ব প্রধান, — হুমোরভে এ বলে আমার দেখ—ও বলে আমার দেখ। এ বাঙালায় যিনি শাস্তি স্থাপন করবেন, তিনি বিবাহ পুঙ্ক বাঙ্গলা দিবে গহ্বরে হবে, পুরাণে বাঙলায় চলবে না।

সিরাজ বেন করিম চাচা, আমাঃ ও বাবাগ জন।

করিম। জনাব এই বাঙ্গলায়, যদি তিন জনের ড'ম দেখাতে পারেন, তাহ'লে নাক খণ্ড দিবে, আফি ছেড়ে দেবো। তিন জনের তিন মত। যদি একমতে বাঙলায় কাজ হতো, বঙ্গবাসী যদি এক মতে বলতে শিখতো, তাহ'লে বাঙলার মাটি থাকতো না—দোণা হতো। বাঙলার বুদ্ধিও যেমন প্রথর, পাঁচও তেমনি ঝুড়ি ঝুড়ি। এই পাঁচ খেলা চলেছে—যেটা কাটে, যেটা থাকে।

নতের প্রবেশ

দত্ত। জনাব, ইংরাজ উকীলদ্বয় ওয়ালস্ ও ক্রাক্টন সাহেব নবাব-দর্শনে সমাগত।

সিরাজ। সমাদরের সহিত নিয়ে এসো। (স্বগত) ইংরাজকে বিশ্বাস করা কর্তব্য নয় বটে। কিন্তু উপদেষ্টা অমাত্যবর্গ, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে উপদেশ প্রদান কচ্ছে। রাজ্যে গোলযোগ স্থায়ী হ'লেই তাদের মঙ্গল। করিমচাচা প্রকারান্তরে তাদের মনোভাব যথার্থ বলেছে।

ওয়ালস্ ও ক্রাক্টনের প্রবেশ ও জাস্ত পান্ডিত্য নবাবকে অভিবাদন

আসন গ্রহণ করুন। বক্তব্য প্রকাশ করুন।

ওয়ালস্। জনাবের পত্র আহ্লাদের সহিত প্রাপ্ত হইয়া, পত্রের আদেশানুসারে কর্ণেল ক্লাইব, আমাদিগকে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। পরে প্রকাশ, যে জনাব আমাদের হগলী-

বন্দর লুণ্ঠন মার্জন করিবেন ; ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা কতক পরণ করিবেন ।

সিরাজ । হ্যা, আমাদের অভিপ্রায় সেইরূপ ।

ক্রাফ্টন । জনাব, আমাদেরও অভিপ্রায়—আমরা বাণিজ্য করিব, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিস্তর ক্ষতি, নবাব যদি অতুগ্রহ করিয়া আমাদের মার্জনা করেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য । সন্ধিপ্রস্তাবে আমরা এই দণ্ডেই সম্মত ।

সিরাজ । উত্তম । আপনারা দাওয়ানখানার শিবিরে যান, সন্ধিপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষর করুন ।

ক্রাফ্টন ও ওয়ালস । হজরের যেইরূপ প্রকুম ।

উমিচান ও হংরাজদর ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ওয়ালস । উমিচানদাবাব, দাওয়ানখানা অতুগ্রহ পূর্বক দেখাইয়া দেন ।

উমি । সাহেব শোনো, শোনো,—দাওয়ানখানায় যেয়ো এখন—এ কপট নবাবকে বিশ্বাস ক'রছ ? ভেবেছ কি নবাব সত্যি সন্ধি ক'রতে প্রস্তুত ?

উভয়ে । তবে কিরূপ—তবে কিরূপ ?

উমি । নবাবের তোপ আস্তে বিলম্ব হবে জেনে, এই সন্ধির প্রস্তাব করেছে । এখন তোপ এসেছে, এখনি যুদ্ধ আরম্ভ করবে । তোমরা দাওয়ানখানায় পৌছন মাত্র, তোমাদের গুল্মলাবদ্ধ ক'রে রাখবে ।

ওয়ালস । Oh the devil !

ক্রাফ্টন । তবে আমরা এখন কি করিব ?

উমি । লম্বা ঠ্যাং চালিয়ে দাও, পেছ পানে চেয়ো না, কেদার পৌছে হাঁপ ছেডো ।

উভয়ে । সেলাম, আমরা চলিলাম—আমরা চলিলাম ।

উমি। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না।

হংসেরতরঙ্গের দ্রুত প্রস্থান

যাক লড়াই তো বাধ্‌ লা।

স্বকপটাদেব প্রবেশ

স্বরূপ। যা সাহেব আপনাব নিকট পাঠালেন,—বি হলো ?

উমি। যা সাহেবকে বলবেন, যে তাঁর যে স্বার্থ আমারও সেই স্বার্থ, আমি তাঁর অনুরোধ মত কার্য্য করছি। ইংরাজ উকীল দ্রুতপদে কেল্লায় প্রতিগমন করবে, সন্ধিপণ্ড স্বাক্ষরিত হয় নাই, চিন্তা নাই, চলুন। আমি স্বয়ং গিয়ায় সংবাদ দিচ্ছি।

দ্রুতগতির প্রস্থান

পঞ্চম গর্তাঙ্ক

কলিকাতা-- কোট উইলিয়াম মধ্যস্থ গৃহ

কাহব, ওয়ালস্ ক্রাফ্টন ও ওয়াটসন্

কাহব। You are fools! Why could'nt the Nowab capture you then and there in the Darbar camp ?

ওয়ালস্। Umichand—

কাহব। A greater knave than you are fools.

চহরার প্রবেশ

Who are you ? Ardali—

জহরা। আমি সাহেবদের পেছনে পেছনে এসেছি, আর্দালির অপরাধ নাই। আমার স্ত্রী করো না, একটী ক্ষুদ্র তৃণ জলে নগর দগ্ধ করে।

সত্যই নবাব, সাহেবদের বন্দী কর্তো। দরবার-তীব্রুতে বন্দী করে নাই, তার বারণ, লোককে জানাতে চায়, যে তার কর্মচারীরা কি করেছে, তা জানে না। যেমন বসে, এককূপে হত্যার কথা কিছুই জানে না, সেইরূপ এই সাহেবদের বন্দী করে ব'লতো, আমরা আমরা কি করেছে জানি না। নবাবের তোপ এসে পৌঁছেছে, কেবল বড় তোপগুলো এসে পৌঁছে নাই, আজ সন্ধ্যার সময় পৌঁছাবে। বাগ পাক্তে আক্রমণ আশঙ্ক্য হবে।

ক্লাইব। তুমি এক্ষণে কিরূপে জানিব ?

জহরা। আমরা বন্দী করে রাখো, আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা হ'লে ফাঁসী দিও।

ক্লাইব। Governor Watson ! What do you say for or against a night attack ?

জহরা। হ্যা সাহেব, আমি সেই ব'লতেই তোমাদের এখানে এসেছি, আজ রাত্রেই আক্রমণ করে।

ক্লাইব। কি ! তুমি ইংরাজি জানো ?

জহরা। না—তোমার ভাব-ভঙ্গিতে, তোমার মনোভাব বুঝেছি। আমি কে জানো ? আমি হোসেন কুলি'র স্ত্রী, যে হোসেন খলীকে নবাব স্বহস্তে রাস্তায় বধ করেছিল। আমি সেই অভাগিনী—প্রতিহিংসা—অনলে দিনরাত দগ্ধ হ'ছি। কে নবাবের শত্রু, আমি তার মুখ-ভাবে বুঝতে পারি। নবাব সপক্ষে কে ব'লছে, তার হাবভাবে তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়কম হয়। সাহেব, অন্ধকার রাত্রি, আক্রমণের নিমিত্ত প্রস্তুত হও ! আমরা অবিশ্বাস ক'রো না। আমি তোমাদের বন্ধু কি না জানি না, কিন্তু নবাবের পরম শত্রু।

ক্লাইব। আচ্ছা বিবি, তোমাকে খেলাত দেগা।

জহরা। হাঃ হাঃ ! সাহেব ভেবেছে আমি খেলাতের প্রত্যাশী ! না, না

সাহেব—আমি সিরাজের শোণিত পিপাসী ! পৃথিবীতে এত রক্ত নাই, সাগর-গর্ভে এত রক্ত নাই—যে রক্ত আমাকে বশীভূত করে ! তোমরা সাহেব সব জানো—নারীর প্রতিহিংসা কি জানো না।

ক্লাইব : হাঁ, হাঁ বিবি !—তোমার বাক্য আমরা লইব, বাজে attack করিব। তুমি যাও, দর হইতে তোমার দর্শন করিবে, আমরা সব উড়াইয়া দিব। যাও বিবি, দেলাম।

জহরা। সাহেব, আমি যাবো না, আমি কেজায় থাকবো। যদি কোন দুর্ঘটনায় তোমাদের যুক্তি বিফল হয়, তুমি আগে আমায় সন্দেহ করবে। তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন না হ'লে আমার শাস্তোদ্ধার হবে না। আমি যাব না। তোমরা যুদ্ধ অথবা ক'রে আসবে, সংবাদ পাবো, তারপর এ স্থান হ'তে যাবো।

ক্লাইব। Governor Watson ! send for the blue jackets
ওয়াটসন্। All right.

ক্লাইব। আইস পিবি, আমাদের যুদ্ধ-আয়োজন দেখিবে। আজ নবাবকে শিক্কা দিব।

ষষ্ঠি পর্ভাক

কলিকাতা—গড়ের মাঠ

গড়ের নবাবের সৈন্য-শিবির

ক'রমচাঁচর প্রবেশ

ক'রম। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে আমার স্বর্গিক দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা থেকে আকাশে উঠে তো ভোর রাতটা জাগো, একটু আফিং-টাফিং খাও না কি ? অন্ধকার রাতেই তোমাদের কিছু বাহ্যর বেশী, চোরের মাসতুতো ভাই ছিলে না কি ?

এতদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপ. ভোর রাত জেগে আলাপ কচ্ছি, কিছু চিন্তে পাল্লেম না চাঁদ। প্যাট প্যাট ক'রে চেয়ে কি দেখছে ? দে বাবা—সমুদ্রের গর্ভে নজর ধানে, কিছু মাহুঘের পেটের মধ্যে মেরোনা তোমাদের কর্ম নয়. বড় জ্বর মাটির ছাল, বুঝেছ বাবা। শু—তোমাদের পাহারা দিতে রেগেছে। তোমাদের আকাশে বুঝি যুদ্ধ-ছাঙ্গমা নাই ? তা'হলে বাবা মুন্সিলে পড়তে। এই সব দেখ না, নবাবী ফৌজের তাঁবু পড়েছে, বেবাক পাহারাওয়ালা নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, হু'পিপে মদ খেলেন অমন ঘুম আসবে না। লড়াই দাঙ্গাটা বড় ঘুমের ওষুধ দেখছে। নবাব থেকে ঘেসেড়া বাটা পয্যন্ত তোফা নাক ডাকাচ্ছে। দেখ দেখ—এই কেজার দিক্‌তে মিটমিটে আলো বি বলো দেখি ? ওদের বিলিতি ধাত, দিশি ওষুধ খাটে না, লড়াই দাঙ্গা বাধলে বড় ঘুমোয় না। (ক্রমশঃ কুজ্জটিকায় দিক্ আবৃত হওন) এহ' মে তোমরাও দিব্যি কোয়াসার তাঁবুর ভিতর গা ঢাকা দিলে। একটু ঘুমবে বোধ হ'চ্ছে। তোমাদেরও যুদ্ধ-ছাঙ্গমা বাধ্ণো নাকি, নইলে খামকা এতটা ঘুম এলো কেন ?

জহরার প্রবেশ

জহরা। কে তুমি ?

করিম। প্রেয়সি, এতদিনে কি আমায় মনে পড়লো ?

জহরা। কে তুমি ?

করিম। কেন চাঁদ, চিন্তে পাচ্ছ না ? আমি আফ্‌গানি আমলের বাদ্‌লার নবাব, মাম্দো হ'য়ে এই গাছটিতে থাকি। তোমাব মতন আমার পেছা বেগম ছিল। আজ মাসকতক কে এক বাটা গরায় শিঙি দিয়ে আমার গৃহশূণ্য করেছে। বন্ধন এসে

পড়েছ বিধুমুখী, চলো নিকে ক'রে, ডালে গিয়ে শুই। ঐ দেখ বেগমেরা পাতায় মহল ক'রে আছে, বর বর ক'রে বিশ জানাচ্ছে। চলো, নীচের ডালে গিয়ে শুই।

করিম। কেন চাঁদ, নবাবী গাছের ডাল তোমার পছন্দ হচ্ছে না? তুমি শুয়ে পেত্নীর বাচ্চা, পারখানার থাকো, কখনো গাছের ডালে শোও নি, তা'হলে আরাম পেতে। যদি প্রেম ক'রতে হয় তো গাছের ডালে—এমন পীরিত কোথাও হয় না।

জহরা। করিম চাচা, তুমি বড়মানুষ হ'য়ে যাবে, যা চাও পাবে।

করিম। মানুষ ছিলেম, মামদো হয়েছি, আবার মানুষ কি ক'রে হই বাবা। এসো মামদো পীরিত করি এসো। (নেপথ্যে তোপধ্বনি)
—এ শোনো, আমাদের নিকের তোপ হচ্ছে!

জহরার প্রস্থানোত্তাপ

শুয়ে পেত্নীর প্রাণ, যদি নেছো পেত্নী হ'তে, তা'হলে এই কোয়াসায় তোমায় মন্তগন্ধা করতেম তা এ গাছের ডাল যদি পছন্দ না হয়, তবে তোমার সেওডাগাছেই চলো, আমি তোমার নির্ঘাত পীরিতে পড়েছি।—(নেপথ্যে বলরব বুদ্ধি)

জহরার প্রস্থান

এই যে, এতক্ষণে নবাবী ফৌজের নেশা ছুটেছে। এখানে বাবা বড় ঝাঁজ, সর্বে পোড়া দিয়েছে। এখন কোন্ দিকে সরি, আশুয়াজ ত চারদিকেই।

মীরজাদার, রায়দুল্লত, জগৎগেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ, রাজবরত প্রভৃতির প্রবেশ

মীরজাঃ। সর্বনাশ হলো—সর্বনাশ হলো! চতুর্দিক হ'তে গোলাবর্ষণ হচ্ছে, অঙ্ককাবে শত্রু-মিত্র দেখা যাচ্ছে না। কোথায় ঘাই! কেন বড়বল ক'রে সন্ধি ডাক ক'রলেন!

করিম। ঐটুকু প্যাঁচ করেছ। ইংরাজ যেমন সদালাপী, ওদের গোলা তেমন নয়। এখানে আলাপ করতে এলেই কিছু প্যাঁচ। তবে দেখে চাচাণা, কান লম্বা তে এসেছ, গাঙ্গু পার হয়ে চ'লে গিয়ে, ডন ফেলগে।

করিম বাতাত সকলের প্রস্থা-

নবাবীটে আমারই মাজে। যে ব্যাটারাতন কুলে কেউ নাই, মেহ তো বাজলার নগাব। সিরাঙ্গদৌলার এখন সব এক আধ ব্যাটা আছে, নিম্নে বেগমশুণো। আমার গাবা তিন কুলে কেউ নাই, আমিই পাবা ন'ব। এই যেটা না কেন গাবা, নবাবটা কোথা তা একবার কেউ খোঁজ নিলে না।

করিমের পস্থান

সিরাঙ্গদৌল, মীরমদন ও গঙ্গা গণের প্রবেশ

সিরাঙ্গ। মীরমদন কি হবে, কি হবে। কোথ, যাবো।

মীরমঃ। জনাব, কোন শব্দ নাই। ইংরাজ-সৈন্য বিমুখ হয়েছে, আমাদের তোপধ্বনি। এইখানে অস্ত্র ককন। আমি এ.ই ইংরাজের পশ্চাৎ গিয়ে বেলাব প্রবেশ করি। আজই ইংরাজ ধ্বংস হবে।

সিরাঙ্গ। না মীরমদন, যেও না, ইংরাজ ধ্বংসে আমার প্রয়োজন নাই এই নবাবী—এই স্বপ্নের আশায় উন্মত্ত হয়েছিলাম! দিবারাত্র কণ্টক-গছায় শোবার কৃত্রিম নবাবী গ্রহণ করেছিলাম।

মীরমঃ। জনাব জনাব, অমন কচ্ছেন কেন? অনেক দুর্গম রণে নির্ভর অস্ত্রে সৈন্য সংকলন করেছেন। ইংরাজ পরাস্ত;—ঐ শুক্ল, বিপক্ষের তোপধ্বনি নাই। যুদ্ধমুহুর্তে আমাদেরই কামান গর্জন হচ্ছে। একটু স্থির হোন, আমি সমূলে ইংরাজ উচ্ছেদ করি।

সিরাজ। মীরমদন মীরমদন, আমি ভীকু নই। দুর্গম রণসন্ধিতে আমাকে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে দেখেছ। কিন্তু ফিরিজি নামে আমার দেহ কল্পিত হয়। সহস্র সহস্র তোপধ্বনির মধ্যে যদি একটা ইংরাজের তোপের শব্দ হয়, আমি তা বুঝতে পারি;—সে শব্দে আমার আপাদমস্তক কল্পিত হয়। দৈত্য, দানব, প্রেত, ভূত স্বদলে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'লে, আমি অসিহস্তে তাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু ইংরাজ, কোন্ সন্ধান বংশে জন্ম কে জানে, এরা কি যাহুকর? কোন্ কুহকবলে আমার বিপুলবাহিনী আক্রমণ করতে সাহস করলে। ইংরাজ কুশলে থাকুক, ইংরাজ বলবান হোক, যারা আমার সিংহাসন ঈর্ষা করে, তারা আমার সেই সিংহাসনে বসুক, ইংরাজ তাদের শত্রু হোক, দিবারাত্র আমার ত্রায় বটিকালনে উপবিষ্ট হ'য়ে, ইংরাজ সম্মুখে দেখুক।

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ ফিরিজি, জনাবের নফরের নফর যোগ্য নয়। বীরব্রত বশতঃ আক্রমণ করেছিল, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আক্রমণ করেছিল, নিকুপায় হ'য়ে আক্রমণ করেছিল—আজ্ঞা দিন, তন্ত্রী-পৃষ্ঠে যুদ্ধ দর্শন করুন, যুদ্ধের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম ধূলিসাৎ করবো। জনাব, আপনার এই দশা দেখে আমার মৃত্যু ইচ্ছা হচ্ছে। প্রকৃতিস্থ হোন; বধেশ্বর আজ্ঞা দিন, স্বয়ং সন্ধান স্বদলবলে ইংরাজের সাহায্য করলে, আজ নিস্তার পাবে না—কেবলমাত্র আজ্ঞা দিন, এই প্রার্থনা। জনাব প্রকৃতিস্থ হোন।

সিরাজ। মীরমদন তুমি জ্ঞান না, মোগলবংশ উচ্ছেদ করতে ইংরাজ জয়গ্রহণ করেছে। শিখগুরু তেগ্ বাহাদুরের অভিধাপ তুমি কি অবগত নও? খেতকায় অণবযানে এসে, মোগলবংশ উচ্ছেদ করবে। মহাপুরুষের অভিধাপ কখনও খণ্ডন হবে না। মোগলবংশ উচ্ছেদের জন্য ইংরাজ ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত।

করিমের পুনঃ প্রবেশ

করিম। স্বর্ঘ্যোদয় হয়েছে, চাচার বোধ হয় বারাগসী তুলা গজার পশ্চিম পার হ'তে গ'ল। দর্শন ক'রে নবাব দর্শনে আসছেন। চাচার কেঁদে এখনি লুটোপুটি খাবে, আমায় শাস্ত করতে হবে। ঐ যে সব চোখ ডব ডব করছে, কাণা মেঘের ঝল বোঁথায় লাগে !

মীরজাকর, রায়তুল্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মহাশয়চাঁদ ও স্বকপটাদের পুনঃ প্রবেশ

সকলে। জগদীশ্বর রক্ষা ক'রন, এই যে নবাব !

রায়তুল্লভ। বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলেম।

জগৎ। ভগবান রক্ষা করেছেন।

করিম। এখন তো প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো। আমি রুমাল বাগিয়ে রেখেছিলুম, ভেবেছিলুম, চাচার কাঁদবে, চোখ মোচাবে কে ?

সিরাজ। রাজা রায়তুল্লভ ! এই দণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব ক'রে, ইংরাজ-শিবিরে দূত প্রেরণ ক'রন। যে স্বত্বে ইংরাজ সন্ধি করতে প্রস্তুত, সেই স্বত্বে সন্ধি হোক।

মীরজাঃ। জনাব—

সিরাজ। আর জনাব নয়। কাল-রজনী প্রভাত হয়েছে—স্বর্ঘ্যোদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বুঝেছি ইংরাজ সামান্য নয়; এ অপেক্ষা শতগুণ সৈন্য ল'য়ে ইংরাজ পরাস্ত করা আমাদের সাধ্য নয়। এই দণ্ডেই সন্ধি হোক। তোমরা সেই স্থানে অবস্থান করো, সন্ধি-পত্র আমাদের নিকট প্রেরণ ক'রো, আমরা স্বাক্ষর করবো। আর বলবীর্ঘ্য প্রকাশে প্রয়োজন নাই ! স্বর্ঘ্যোদয়ে যেমন গ্রহজ্যোতি নির্বাপিত হয়, ইংরাজ উদয়ে সেইরূপ ভারতবীর্ঘ্য নির্বাপিত ! ভারত-স্বাধীনতা ইংরাজের পদতলে। ঘোর নিশায় অচিরে ভারত আবরিত হবে। কালচক্র পরিবর্তনে কারো সাধ্য নাই। অস্তই

যেন সন্ধিপত্র আমার নিকট প্রেরিত হয়। যাও যাও বিলম্ব করো না, এই দণ্ডে দূত প্রেরণ করো।

অমাত্যগণের প্রস্থান

মীরমঃ। হা জননী জন্মভূমি!

সির্বাজ। মীরমদন আক্ষেপ ক'রো না, আক্ষেপে আর উপায় নাই।

যে দিন ইংরাজের জলতরী, বাঙ্গলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে, সেই দিন আশা-ভবনা বিলুপ্ত। ভারতবাসী ভারতবাসীর যুদ্ধে ক্লান্ত! মহারাষ্ট্রীয়েরা বলীয়ান—ভারতবাসী! তাদের দৌরাণ্যে বাঙ্গলা জর্জরীভূত,—তাদের দৌরাণ্যে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়ম নির্মিত হয়েছে;—ভারতবাসীর দৌরাণ্যে ইংরাজেব বলরুদ্ধি। বাল-স্বর্ঘ্যের কিরণে মধ্যাহ্ন-তপনের তাপ অসুভব করিতে পার্ছ না! ভারত বিচ্ছিন্ন! ভারতসন্তান পরম্পরের শত্রু। উত্তমশীল, একতায় আবদ্ধ, উজ্জোগী পুরুষসিংহ—কার সাধ্য তাদের দমন করে।

মীরমঃ। জনাব, তুচ্ছ শত্রুর কেন প্রশংসা কচ্ছেন? বাঙ্গলায় কি বীর-বীর্ষ্য বিলুপ্ত, আপনার সৈন্ত কি অস্ত্র ধারণে অক্ষম? বাঙ্গলার বীরত্ব শত রণে পরীক্ষিত; জনাব, তবে কেন উৎসাহহীন হচ্ছেন? রুতদাস এখনো জীবিত, এখনো সৈন্ত সঞ্চালনে অক্ষম নয়, পিছানে অসি আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় বিচঞ্চল। ইষ্টক নির্মিত ফোর্ট উইলিয়াম, বীর-প্রবাহ রোধ করিতে সক্ষম হবে না। তবে কেন শত্রুর গৌরব বর্দ্ধন ক'রে, সন্ধির প্রস্তাব করছেন? তবে কেন ইংরাজ অজ্ঞেয় বিবেচনা করছেন? তবে কেন মাতৃভূমি, ফিরিঙ্গির ভয়ে ভীত প্রচার করছেন? তবে কেন জন্মভূমির পরাধীনতার আভাস প্রদান করছেন?

সির্বাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অল্পরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিষেষ পরিত্যাগ ক'রে, পরম্পর পরম্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ

স্বার্থে চালিত হ'য়ে সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত
 বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত ক'রে
 স্বদেশবাসীকে অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ
 শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দ্দম ফিরিজি দমন তখন
 সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য! মীরমদন,
 আক্ষেপ ত্যাগ করে। কেনো, বাঙ্গলায় সকলেই মীরমদন নয়।

উত্তরের গ্রন্থান

প্রথম পর্ভাঙ্ক

गुणिदाता - भाव-दत्तवान

সিঁদুরাজদৌলা মীরশাফর, সায়দুল্লাহ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ,

রাজবল্লভ, শাণিকটাম, মুঁসালা ও দৃত

সিদ্ধান্ত। (পদ পাঠ ও পত্র ২৩ ও ২৪ করিয়া) স্মার্টসকে তলপ দাও,

ই. রাজ উকীলকে তলপ দাও ।

দেও । জনাব, তাঁরা দু'জনেই আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন ।

সিঁরাঙ । ল'য়ে এসে ।

দুইতর অস্থান

দেখুন ঈশ্বরের স্পর্শ।

মার্টিন ও ইংরাজ উকীলের প্রবেশ

গ্যার্টস্, তোমাদের বড় দস্ত। বাঙালার নবাবকে ভয় প্রদর্শন
করো ? তোমরা কে ? এই ফরাসী মুঁসালা আমার আশ্রিত, এর
সমভিব্যাহারী অপরাপর ফরাসীরাও আমার আশ্রিত। তোমরা
বিনা অস্ত্রমতিতে চন্দননগর অধিকার করবার পর এরা আমার
আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অপ্রিয় পরিত্যাগ না করলে সন্ধি ভঙ্গ হবে ?
হোক—এই মুহূর্তে সন্ধিভঙ্গ হোক। তোমার শূলদণ্ড আজ
হবে। উকীল, তুমি এই মুহূর্তে নবাব-দরবার পরিত্যাগ করো—
আমার দরবার হাতে দর হও।

উকীলের প্রধান

ওয়াটস্, তোমাদের কত অপরাধ জানো ? নবাবের অহুমতি ব্যতীত চন্দননগর আক্রমণ করেছ, এখন নবাবকে যুদ্ধভয় প্রদর্শন করেছ ? ভেবেচ আফ্গান আশ্রয় সাহ আবদালিকে দমন করতে, আমাদের বেহার প্রদেশ যাত্রা করতে হবে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নই, তাই ক্লাইব দস্ত ক'রে পত্র লিখেছে ! ক্লাইবকে লিখো—বিনাযুদ্ধে আফ্গান ভক্ত দিয়েছে—আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত । কলিকাতায় সম্বর উপস্থিত হবো । যাও, যাও—আর তিলমাত্র বিলম্ব করে না ।

ওয়াটসের প্রস্থান

মাণিকচাঁদ, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি কলিকাতা-লুণ্ঠনেব দ্রব্য সামগ্রী, নবাব সবকারে প্রদান না ক'রে আত্মসাৎ করেছ ? তার খেদারং ক্লাইব আমাদের উপর দাবী করে । আলিনগরের সন্ধিপত্রে আমরা সেই ক্ষতিপূরণে স্বীকৃত । ধূর্ত, প্রবঞ্চক—তোমার উপযুক্ত শাস্তি এই দণ্ডে প্রদান করবো ।

মাণিক । জনাব, বান্দার কি সাধ্য, যে নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করে ।

সিরাজ । কে আছে,—গাঠ, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, অর্থপিণাচকে কান্নাগারে ল'য়ে যাও । কাল প্রাতে শিরচ্ছেদ হবে ।

দুই জন গৃহীর প্রবেশ ও মাণিকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান

মীরজাঃ । জনাব, নবাবের বদাঙ্গতার উপর নির্ভর ক'রে নবাব-ভৃত্য নবাবী দ্রব্য আত্মসাৎ করেছে । ভৃত্যের একরূপ কাণ্ড বরাবরই মার্জনা হয়েছে । অর্থদণ্ড ক'রে প্রাণবধের মকুব ককন ।

সিরাজ । কত অর্থ দিতে প্রস্তুত ?

গজবঃ । নবাবের ধেরূপ আজ্ঞা ।

সিরাজ । ভাল, তারে দরবারে আনয়ন করা হোক ।

রাহবর্জনের প্রস্থান

মু'লালা সাহেব, তোমার কি মত ?

মুসালা। নবাবের বিবেচনার উপর বাক্য কহিব, এমন সাহস রাখিনা।

মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের পুনঃ প্রবেশ

মীরজাঃ। রাজা মাণিকচাঁদ, নবাব অমুগ্রহপূর্বক আমাদের কথা রক্ষা করেছেন। আমরা অমুরোধ করায়, আপনার প্রাণদণ্ড মার্জনা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতা লুণ্ঠন দ্রব্যের কোন হিসাব পাওয়া যায় না। সে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত আপনি কত অর্থ দণ্ড দিতে প্রস্তুত ?

মাণিক। আজ্ঞে এখনই প্রস্তুত, এখনই প্রস্তুত। পঞ্চাশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে এখনই প্রস্তুত।

করিম। চাচা, তোমার মাথাটার দাম কি লাখ টাকাও নয় ?

মাণিক। এত টাকার আমার সজ্জা কোথায় !

রাঘুঃ। নবাব যা অর্থদণ্ড করেন, তা দিতে প্রস্তুত হোন, আপনার মজলের নিমিত্তই বলা হচ্ছে। জনাবের আজ্ঞা হোক।

সিরাজ। দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হও। মন্ত্রীবর্গের অমুরোধে তোমাদের দোষের অতি সামান্য দণ্ড প্রদান করুলেম।

মাণিক। এত টাকা কোথায় পাবো—এর চেয়ে আমার প্রাণদণ্ড ভাল ছিল।

মীরজাঃ। রাজা, অবুঝ হবেন না। যদি সম্মত না হ'ন, আপনার সম্পত্তি নবাব গ্রহণ করবেন, প্রাণদণ্ডও মার্জনা হবে না।

রাজবঃ। জনাব, আদেশ পেলে, আমি এই দশ লক্ষ টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

সিরাজ। যান, অর্থপিশাচকে ল'য়ে যান।

মাণিকচাঁদকে লইয়া রাজবল্লভের প্রস্থান

সিরাজ। ইংরাজের স্পর্ধার কথা শুনেছেন, এখন কি কর্তব্য ?

মীরজাঃ। জনাব, যখন রাজ্যের মঙ্গলার্থে সন্ধি স্থাপন হয়েছে, এ সময়ে সামান্য কারণে ইংরাজের সহিত বিবাদ উচিত নয়।

সিরাজ। কি, সামান্য কারণ! রাজ্য শরণাগতকে রক্ষা করবেন না?

মীরজাঃ। জনাব, যথাজ্ঞানে নিবেদন করেছি। আফগান আহম্মদ সাহ আবদালী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছে সত্য, এক্ষণে ইংরাজের সহিত বিবাদ শ্রবণে প্রত্যাগমন করতে পারে;—এক কালে ছুই শত্রু করা যুক্তিযুক্ত নয়। বোধ হয় সমস্ত অমাত্যবর্গ আমার মতের অনুমোদন করবেন।

স্বরূপ। জনাব, খাঁ সাহেবের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত।

রায়হুঃ। অনর্থক ইংরাজের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রজার গুরুতর অমঙ্গল। জনাব প্রজারক্ষক, বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করে, প্রজার নিমিত্ত নিশা-যুদ্ধের পর আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপন করেছেন। সে সন্ধি ভঙ্গ এ পক্ষ হ'তে না হয়। সন্ধি ভঙ্গ ইংরাজের দ্বারাই হোক, আফগান নৈশত্র ও দিল্লীতে প্রত্যাগমন করুক। দেখা যাক—ইংরাজের কতদূর বুদ্ধি!

সিরাজ। আপনারা দরবার পরিত্যাগ করে ক্ষণকাল কক্ষান্তরে অপেক্ষা করুন। (মু'সালায় প্রতি) মু'সালা, যাবেন না, আপনার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

সিরাজ, মু'সালা ও করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

মু'সালা। (করিম চাচাকে লক্ষ্য করিয়া) জনাব, এ'র দরবারে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন অনুমান হয়?

সিরাজ। ইনি আপনাদের বন্ধু। মু'সালা, আপনি অতি গ্রাঘ্য কথাই বলেছিলেন। আপনার কথামত ক্লাইবকে পত্র লেখা হয়, যে নানা জাতির লোক নবাবের কার্যে নিযুক্ত আছে—কয়েকজন ফরাসী নবাব-কার্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধি ভঙ্গ হয় না; তাতে ছুই ক্লাইব উত্তর দিয়েছে, যে যারা ইংরাজের শত্রু তারা নবাবের শত্রু হওয়া

উচিত। ইংরাজের শত্রুকে যে আশ্রয় দেবে, সে ইংরাজের শত্রু।
দরবারেও সকলের মত শ্রবণ করুনেন।

মুসালা। জনাব, বান্দা শুনলে, লোকের জনাবের দরবারে সব জনাবের
দুশমন, ইংরাজের সহিত মলা করিতেছে, এ কথা আমি প্রমাণ
করিতে প্রস্তুত। আমরা নবাবী কার্যে থাকিলে, নবাবী কোজকে যুদ্ধ
শিখাইলে, নবাবের পক্ষে লড়িলে, ইংরাজ হারিয়া যাইবে—সেই জন্ত
হামাদিগকে তাড়াইতে চায়, হাল এই ;—জনাব যাহা ভাল বুঝিবেন
করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, কেহই নবাবী আজ্ঞা পালন করে না। নন্দ-
কুমারকে হামাদের চন্দননগর বন্ধার্থে ছকুম দেন, মাণিকচাঁদকে বি-
পাঠান, কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজ পক্ষ হইতে আসিয়া সব খারাপি করিয়া
দিল, কেউ আমাদের ওয়াস্তে অঙ্গুলি তুলিল না। যতপি করাসী রাজ্যে
কেহ এরূপ অব্যাহা হইত, তাহা হইলে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইত।
করিম। সাহেব এইটুকু যদি বুঝতে, তা'লে পল্‌তায় ইংরাজের রসদ
জোগাতে কি ?

মুসালা। হাঁ সাহেব চুক হইল। ইউরোপে ইংরাজ আমাদের পড়সি,
এক ধর্ম্ম মানে, তাহার খানা বেগর মরে, দেখিতে পারিল না।

করিম। সাহেব, তোমরা বং করেছ, না তোমাদের ঐ বকম সাদা বং ?

মুসালা। এ কিরূপ প্রশ্ন ?

করিম। কেন সাহেব, এই ক'বছর ধ'রে তোমাদের মত সাদা বকমের
ইংরেজ দেখে আসছি। তাদের এক জনের মুখেও তো শুনি নাই,
যে তোমরা পড়সি, তোমাদের এক ধর্ম্ম ;—তোমাদের বং তো সমান
দেখছি, ব্যাভারটা এমন হলো কেন ?

সিরাজ। দেখুন মুসালা, মন্ত্রীদের মন্ত্রণা আমরা সম্পূর্ণ অবগত। সেই
নিমিত্তই বিবেচনা করছি, ইংরাজের সহিত সন্ধি ভঙ্গ না ক'রে কপট
মন্ত্রীদের অগ্রে দমন করা যাক।

মুসালা। জনাব, এখনি দমন করিয়া দেন, ইংরাজ ভয় পাইয়া যাইবে। ইহাদের দমন করিলে, আর কেহ ইংরাজের সাহায্য করিতে আগু হইবে না।

সিঁরাঙ্গ। মুসালা, অমাত্যেরা সকলে সন্মত, এদের কোশলে দমন কবা প্রয়োজন ;—নচেৎ একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হবে।

মুসালা। জনাব, গোস্বামি কি মাপ হয়—কোশল উহাদের সহিত চলিবেন। যতই কোশল করিবেন, তলে তলে উহারা যান্ত্রিক কোশল করিবে।

করিম। সাহেব রং মেখেছে—নাদা মুখে ওমন শব্দ কথা বেরোয় না ! তোমরা ইংরাজের সঙ্গে মিটিয়ে ফেলো, ওদের পারবে না। এক হাত গলায় আর এক হাত পায়ে দেওয়া, তোমাদের কর্ম নয়।

মুসালা। সাহেব, আপনি অতি বিজ্ঞ। ইংরাজ-চরিত্র সম্পূর্ণ বুঝিয়াছেন। যদি আপনার মত নবাবী কার্যে দুই চারি আদমি থাকিত, আলিনগরের সন্ধি হইত না, ইংরাজ কলিকাতায় থাকিত না।

করিম। সাহেব, তাহ'লে তোমাদেরও একটু প্যাচ পড়তো, চন্দন-নগর হ'তে রসদ বেচতেও পারতেন না। কিন্তু দেপ'লেম খালি রসদই বেচ'—প্যাচোয়া চাল তোমাদেরে আসে না ;—তাহ'লে বলতে—‘এই আমাদের ফৌজ এগো বলে, এই আমরা কোলকাতা উড়িয়ে দেবো।’ নবাবী আমলাদের টাকা দিয়ে—খুঁড়ি, কতক দিয়ে কতক কব'লে হাত কব'তে নবাবকেও একটু আধটু শাসাতে।

মুসালা। ও ইংরেজ পারে, আমরা লোক পারি না। আপনি ঠিক রাজমন্ত্রী যোগ্য।

করিম। ঠিক বলেছ, আমি মন্ত্রী হ'লে যেমন ক'রে পারি, আগেই নবাবকে ফের মদ খরাতুম।

মুসালা। না, না, ম'শায় আপনাকে আপনি খাটো করিতেছেন, আপনা হইতে একপ বুঝ কাজ হইত না।

করিম। সাহেব বুঝি কাজ কি? তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। বুড়ো আলি-বন্দী'র আমলে মারহাট্টার চারিদিকে ঘিরে ফেললে, সকলে শশব্যস্ত, কি হয় কি হয়। আমাদের নবাব বাহাদুর ছ'পেয়ালা মদ টেনে ঘোড়ায় চড়ে ধাঁ ক'রে লড়াইয়ে লেগে গেলেন, মারহাট্টাগুলো পালাবার পথ পেলে না, এবারও ক্লাইব, রাঞ্জে আক্রমণ ক'রেছিল, জনাবকে যদি দু' পেয়ালা মদ খাইয়ে দিতে পারতুম, তা'হলে কি আর আলিঙ্গারের সন্ধি হয়? জনাব দু'টা চোখ লাল ক'রে হুকুম বাড'তেন, ফোর্ট উইলিয়াম ওড়াও, কোলকাতাটা আসমানে হরিশচন্দ্রের নাজ্যে গিয়ে উঠ'তো। নবাব মদ চেড়ে খালি ভাব'ছেন এ করি কি ও কার। এই দু'নোকোয় পা দিয়েই প্যাচ প'ড়েছে।

মুসালা। সাহেব, মদ খাইলে বিবেচনাশক্তি হইতে হয়।

করিম। এঃ, তাইনো চন্দননগর খুইয়েছ। বিবেচনা ক'রে কবে, পৃথিবীতে কোন বড় কাজটা হয়েছে? আমাদের ইতিহাসে শুনি, সিজার বড় তুফানে কবিরান পাব হয়েছিল, সেবেন্দর সা শত্রুর মায়খানে ঝাঁপিয়ে গ পড়'তো, হানিবল্ না মে ছিলো, শুনতে পাই হিমালয় পর্বতের ভায় আশপস্ পর্বত পেবিয়ে শত্রু জয় করেছিল—আর চক্ষে উপর দেখ'লেম, ক্লাইব ছ'শো সৈন্ত নিয়ে লাখ নবাবী সৈন্ত ভেকো ক'রে ছেড়ে দিলে, এর কোন কাজটা বিবেচনার কাজ? আমাদের জনাব বিবেচনা ক'রেন, আর ভেতরে ভেতরে ইংরেজ ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। তত বিবেচনা না ক'রে হুকুম বাড'লে, আর এক রকম হ'য়ে যেতো। সব দাঁতভাঙ্গা বেউটে গর্তে সোঁধোতো।

সিরাজ। নাও, খামো করিম চাচা।

করিম। খাম্চি জনাব, পেটের কথা রাগ'তে পারিনে, মাপ হুকুম হয়।

আলিবন্দী লিংহাসনটা দিয়ে গেলেন, আর দিবি দিয়ে মদ ছাড়িয়ে, নবাবী রোকটা কেড়ে নিলেন। শত্রু যত বাড'ছে, নবাবও তত জ্বুথু

হ'য়ে বিবেচনা কর্ছেন। বোক ক'রে হুকুম ঝাড়লে ধরপাচ ওয়ার, যা হবার একটা হ'য়ে যেতো। মুসালা কি বলছিলে বলো।

মুসালা। নবাব বাহাদুর, ইংরাজ সন্ধি রাখিবে না, নিশ্চয় জানিবেন। আমাদের ভয়ে একেবারে লড়াই করিতে তৈয়ারি হইতেছে না। আমাদের দূর করিতে পারিলে, সন্ধির কাগজটা ছেঁড়া কাগজের ধামায় রাখিয়া দিবে।

সিরাজ। আপনাদের পরিত্যাগ করুবো না, আপনারা কিয়দ্দিনের নিমিত্ত আজিমাবাদে গমন করুন। তথায় আপনাদের বন্দোবস্তের ক্রটি হবে না। দেখি ইংরাজ কিরূপ ব্যবহার করে; যে মুহূর্ত্তে মন্দ অভিসন্ধি বুঝবো, আপনাদের স্বরণ করুবো।

মুসালা। জনাব আমাদের আশ্রয়দাতা। ভাবিয়াছিলাম, জনাবের নিমিত্ত প্রাণপণ করিব;—আশা বিফল হইল। জনাবের আজ্ঞা মাথায় নিলাম, আজিমাবাদ যাইব। কিন্তু বান্দার একটা বাৎ স্বরণ রাখিবেন; বলিতেছেন সময়ে খবর দিবেন, কিন্তু সে সময় দূর নয়;—আমরা বিদায় হইলেই, ইংরাজের ভোপ মুশিদাবাদে বজ্র আওয়াজ করিবে, বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা ইংরাজপক্ষে দাড়াইবে। জনাব, আর আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না! সেলাম!

মুসালার প্রস্থান

সিরাজ। করিম চাচা, ওয়াটস্ আর ইংরাজের উকীলকে দরবারে নিয়ে আসতে বলো, অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দাও।

করিমের প্রস্থান

কৌশলে কৌশলে দমন করা উচিত। ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে ওয়াটস্কে অপমান করেছি, ইংরাজ উকীলকে বিদায় দিয়েছি। মাতামহ, কেন ক্রোধ দমন করতে শিক্ষা দাও নাই! এই ক্রোধই আমার মনোভাব ব্যক্ত করে!

মীরজাদার প্রভৃতি অমাত্যগণের পুনঃ প্রবেশ

ফরাসীদের বিদায় দিলেম ।

মীরজা : ১° অতি সংযুক্তির কার্য্য হয়েছে ।

করিম, ইংরাজউকীল ও ওয়াট্‌সের পুনঃ প্রবেশ

মিরাজ । আপনারা কি এই স্থানেই উপস্থিত ছিলেন ?

উকীল । হাঁ জনাব—নবাবের উচ্চ মেজাজ আমরা সম্পূর্ণ অবগত ।

ইংরাজের কস্তুরের জন্ত মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব, নবাব দয়াবান, মার্জ্জনা করিবেন—এই ভরসায় রাজগৃহ পরিত্যাগ করি নাই ।

মিরাজ । উকীল সাহেব, আপনি নবাব-চরিত্র স্বরূপ অবগত । ওয়াট্‌স সাহেব, কর্ণেল ক্লাইবের উদ্ধত পত্রপাঠে আমাদের ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, সেই নিমিত্তই আপনাদের প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করি । বিবেচনা করুন, ক্লাইব সাহেবের পত্রও সম্মানসূচক নয় ।

উকীল । কদাচ নয়, কদাচ নয় ! আমরা পরস্পরও এইরূপ বলাবলি করিতেছিলাম ।

মিরাজ । আমাদের সন্ধি ভঙ্গ করবার কোনরূপে ইচ্ছা নয় । পত্রের মর্ম্মাহুসারে ফরাসীদিগকে বিদায় দিলাম ;—ওয়াট্‌স সাহেব, এই সংবাদ কলিকাতায় প্রেরণ করুন । কিন্তু যদি আপনারা সন্ধিভঙ্গ করেন, আমাদের অনুরোধ হ'য়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হ'তে হবে ।

ওয়াট্‌স । জনাব, এখনি বাইরা পত্র লিখিব—এখনি বাইরা পত্র লিখিব । আমরা বণিক, আমরা সন্ধিভঙ্গ করিব, এরূপ বিবেচনা কখনই করিবেন না ।

মিরাজ । রাজা রাজবল্লভ, দাওয়ানখানার আজ্ঞা দাও—ওয়াট্‌স সাহেবের উপযুক্ত খেলাং কাশিমবাজারে প্রেরিত হোক । আপনারা আসুন—ইংরাজের সহিত সৌহার্দ্য রাখা আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ।

ওয়াটস্। অবশ্য—অবশ্য, জনাবের আমরা অল্পগ্রহ ব্যতীত একদণ্ডও
বাক্‌লায় থাকিতে পারিতাম না। (স্বগত) Dastardly villain !

ইংরাজদের প্রধান

সিরাজ। জগৎশেষ মহাতাবচাঁদ, ফরাসীদিগের বিতাড়িত করবার
নিমিত্ত, ইংরাজ কত অর্থ দিতে সম্মত হয়েছে ?

জগৎ। জনাব, ফরাসী সম্বন্ধে তো আমার মতামত কখন শোনেন নাই,
তবে কি নিমিত্ত এরূপ আজ্ঞা কর্ছেন ?

সিরাজ। না স্বয়ং মতামত প্রকাশ করেন নাই, এই সব উকীলের
দ্বারায় প্রকাশ করেছেন।

জগৎ। জনাব, বান্দার প্রতি অগ্রায় ব্যবহার হচ্ছে।

সিরাজ। অগ্রায় ব্যবহার ! বৃদ্ধ সম্রাট, তোমাদের মন্তব্য কি আমরা
অবগত নই বিবেচনা করো ? একবার তোমার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা
হয়েছিল, বোধ হয় পুনর্বার সে আজ্ঞা প্রদান ক'রতে বাধ্য হব।

মীরজাঃ। জনাব, রাজস্বত্রীয়া স্ত্রীমন্ত্রণা প্রদান করেন ! এ দরবারে মন্ত্রণা
প্রদান অতি কঠিন কায।

সিরাজ। তবে অবসর গ্রহণ করুন। যার যার কঠিন বিবেচনা হয়,
অবসর গ্রহণ করুন। এখন আর সকতজ্ঞ সজ্জিত নয়, যে অস্ত্র
পরিহ্যাগ ক'রে নবাবকে দমিত করবেন। ইংরেজের সহিত সন্ধি
স্থাপনা আপনাদের মন্তব্য প্রত্যক্ষ দেখ্‌লেম ;—মন্তব্য মত কার্য
হলো ! এ পর্যন্ত বরাবর স্ত্রীমন্ত্রণা প্রদান কর্ছেন। যুদ্ধে উৎসাহ
দিয়ে কলিকাতায় র'য়ে গেলেন। আপনি সেনাপতি ছিলেন,
একবার তত্ত্ব লন নাই, যে নবাব কোথায় ? রক্তনীতে প্রান্তরে
বৃদ্ধতলায় অবস্থান করি। বলতে পারেন, ক্ষুদ্র ছয়শত নাবিক সৈন্য
ল'য়ে কি সাহসে ক্লাইব নিশাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লো ? যাক্—বাক্যব্যয়ে
প্রয়োজন নাই, অবসর গ্রহণের ইচ্ছা অবসর গ্রহণ করুন। অস্ত্রের

ছুরী কাহারো লুকাইত নাই। আমার নিজ সহিষ্ণুতার আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। অনেক সহ্য করেছি, এর পর কি হয় জানি না! সকলে স্বস্থানে গমন করুন।

করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সিরাজ। শঠ মন্ত্রিগণকে আর প্রভ্রম দেওয়া উচিত নয়, দণ্ড দেওয়া অবশ্য কর্তব্য! যাই হোক সকলকে কারারুদ্ধ করুবো—আর মাতামহীর অল্পবোধ রক্ষা ক'রুবো। করিম, মীরমদন-মোহনলালকে প্রেরণ করো। কোশলে কার্য্য সম্পন্ন করাই উচিত ছিল, একে একে দণ্ড দেওয়া কর্তব্য।

করিম। জনাব, এঁ খে বেগম-মহিষী আসছেন। বৃদ্ধি জনাবকে মীরজাফরের হাতে হাতে সঁপ'বেন। আহা আমলারা যে চ'লে গেল, তা না হ'লে একে একে সকলের হাতে হাতে সঁপ'তেন।

করিমের প্রস্থান

আলিবন্দী-বেগমের প্রবেশ

বেগম। সিরাজ কি করলে? পুরাতন অমাত্যসকলকে এককালে শত্রু ক'রলে? ক্রোধান্বিত হ'লে তুমি হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হও!

সিরাজ। মাতামহী, বিশ্বাসঘাতকের ছুরী আমার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ না ক'রলে কি শঠ অমাত্যগণের পরিচয় পাবেন না! আপনার অল্পবোধে মীরজাফরকে সেনাপতি ক'রে কলিকাতায় যুদ্ধে গমন করি। যদি মীরমদন সে যুদ্ধে উপস্থিত না থাকতো, বোধ হয় ইংরাজ-দুর্গে তোমার দৌহিত্র বন্দীভাবে অবস্থান ক'রতো। ইংরাজের দূত, নিত্য নবাব-অমাত্যের সহিত মর্শিদাবাদে এসে পরামর্শ করে—কিসে সিংহাসনচ্যুত হই—দিবারাজ এই পরামর্শ! এখনো কি আপনার ইচ্ছা যে এই সকল শঠ মন্ত্রীকে প্রভ্রম দিই! ইংরাজ বিতাড়িত হয়েছিল, কার উৎসাহে তারা পুনর্বার বাক্সলায় উপস্থিত

হয়েছে ? কাদের উপদেশে মাণিকচাঁদ ইংরাজকে দুর্গ অর্পণ ক'রে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছিল ? কার পরামর্শে নবাবী আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, নন্দকুমার ফরাসীর সাহায্যে প্রেরিত হ'য়ে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নাই ? কোন্ সাহসে বাণিজ্যোপজীবী, কোর্তাটুপি মাত্র সম্বল ল'য়ে, পুনঃ পুনঃ নবাবকে ভয় প্রদর্শন করে—পুনঃ পুনঃ সন্ধিভঙ্গের স্বযোগ অন্বেষণ করে ? এখনো কি বোঝেন নাই, শঠ কর্মচারীরা সকল অনিষ্টের মূল ! আপনি বার বাব তিরস্কার করেন, যে নীচ ব্যক্তিদের আমি উচ্চপদে স্থাপন করেছি। যে সকল মহৎ কর্মচারীদের উপর কার্যভার অর্পিত, তাদের বিশেষ যত্নেই আমার প্রধান শত্রু ইংরাজ প্রবল,—সকলজগৎকেও এই সকল মন্ত্রী উৎসাহ প্রদান করেছিল। কিন্তু নীচ কর্মচারী মোহনলালের ব্যবহার শুভ্রন। যখন মোহনলালকে পুণিয়ার আধিপত্য প্রদান করি, সে বিনীতভাবে আমার নিকট নিবেদন করে—পুণিয়ার অধিকার অপবকে প্রদান করুন—আমায় বাজ্‌লায় স্থান দেন, নচেৎ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা। কাযো তাহ। সম্পূর্ণ ফলবতী হয়েছে ! এখন মোহনলালের ত্রায় বদ্ধ পরিত্যাগ ক'রে, এই সকল কপটচারীকে কি রাজকার্যে স্থান দিতে আজ্ঞা করেন।

বেগম। নংস, সকল কর্মচারীরা অর্থবল জনবল সম্পন্ন ! স্বর্গীয় নবাব বিনয়ে এদের বশীভূত রেখেছিলেন। তোমারও সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল। ঘেরূপ সঙ্গত বিবেচনা হয় কবো। বার বার রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করা আমার উচিত নয়। আমার এইমাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, নিরাপদে রাজসিংহাসন ভোগ করো :—আমি তোমায় নিরাপদ দেখে, বুকের পার্শ্বে কবরশায়িনী হই।

সিরাজ। মাতামহী, নিরাপদ ! বাজ্‌লায় রাজমুকুট ধারণ ক'রে নিরাপদ ? শঠ মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিরাপদ ? সে আশা আর

আমার নাই ! কটকপূর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করা অবধি, আমি
বিপদমাগরে নিমগ্ন !

লুৎফউল্লিয়ার প্রবেশ

লুৎফ। জনাব—জনাব—চলো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই। চলো, কোন
নির্জন কুটারে গিয়ে আমরা অবস্থান করি। সেইখানে তোমায়
হৃদয়ের নবাব ক'রে পূজা কব্বো। বাক্সলার সিংহাসন পরিত্যাগ
করো, চলো। আমরা প্রেমের রাজ্য স্থাপন করি,—এ কুটিল
রাজ্য পরিত্যাগ করো, তোমার সরল হৃদয় কুটিলের সংঘর্ষে দিন দিন
মলিন হচ্ছে। দাসীর অহুরোধ রক্ষা করো, রাজ্যে প্রয়োজন নাই !

সিরাজ। কি প্রয়োজন নাই লুৎফউল্লিসা ! যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার
গ্রহণ কর্তেহ, তা হ'লে ছার রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে তোমার
সহিত নির্জনে বাস কর্তেহ। কিন্তু বাদ্যের সহিত আমার উপর
গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার
অর্পণ করেছেন,—প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপর, নবাব-
বংশের মর্যাদা রক্ষার ভার আমার উপর, বাক্সলার ভবিষ্যৎ শান্তি
স্থাপনের ভার আমার উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হ'তে প্রজারক্ষা
করার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমি
গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ করবো ? তুমি আমার
সেই গুরুভারের অংশী, সহাস্রবদনে আমায় উৎসাহ প্রদান
করো ;—নচেৎ আমি রাজকার্য্য বিন্ধ্যত হবো। অন্তঃপুরে চলো,
কুটিল রাজ-দরবার তোমাদের স্থান নয়।

বেগম, লুৎফউল্লিসা ও সিরাজদৌলার প্রস্থান

দ্বিতীয় পর্ভাক

মুর্শিদাবাদ—জগৎশেঠের বৈঠকখানা

নর্তকীগণের গীত

গন্ধম হান কোয়েলা ।
ধর ধর জর জর বিবহী অন্তর
হরথ কাতরা কুলবালা ॥
বাসে রজে হাসে কুহুম কলি,
ঢ়ল ঢ়ল, মলম অনিলে,
অলিহুণ গুঞ্জন গঞ্জন, দাহতে কামিনী মন
অরিগণ মিলে ;
গরল বাতি, আলো চাঁদিনি রাতি
লাহুনা বাতনা পিবাতি ;
ছলনা, কামিনী, কোমল প্রাণ-দলন।
‘আগে ভাঙ্গে ‘টিউল’ ॥

মীরজাফর রায়দুল্লভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাদ ও স্বকণ্ঠচাঁদ, রাজবল্লভ, মীরণ ও
মাণিকচাঁদের প্রবেশ

জগৎ । তোমরা বিশ্রাম করো ।

নর্তকীগণের প্রস্থান

মীরণ, তুমি সতর্ক হ’য়ে দেখো, নবাবের কোন গুপ্তচর এদিক
ওদিক না থাকে ।

মীরণের প্রস্থান

রায়দুল্লভ । আমরা একত্রিত হয়েছি, এ সংবাদ নবাব অবশ্যই পাবে ।

ভজৎ। আমি সেই নিমিত্তই রটনা করেছি যে আমার দৌহিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন!

রাজবৎ। একত্রিত হই আর না হই নবাবের সন্দেহ দূর হবে না। যা হবার তা হয়েছে, অধিক কি হবে। সহসা বল প্রকাশ কর্তে সাহসী হবে না, অধিকাংশ সেনানায়কেরা আমাদের অর্থে বশীভূত।

মাণিক। ও সকল চিন্তার অনেক সময় আছে, শুধু ন, সাহেবের মন্তব্য, আমি ক্রাইবের নিকট প্রস্তাব করেছিলেম,—ক্রাইব সম্পূর্ণ সম্মত। এই খসড়া পত্র কাশিমবাজারের ওয়াটস সাহেবের নিকট পাঠিয়েছে। তিনি বলেন—“আমরা মীরজাফর খাঁকে সিংহাসন প্রদান করলে, তিনি আমাদের কত অর্থ প্রদান করবেন? আমরা অর্থহীন বণিক। যুদ্ধে বিস্তর অর্থ ব্যয় হবে, তারপর, জয় পরাজয় কে জানে, আমাদের সমূলে উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা,—কিছু প্রত্যাশা না থাকলে, আমরা এক্ষণে কার্যে প্রবৃত্ত কেন হব? নবাব সন্ধি ভঙ্গে ইচ্ছুক নয়;—বিনা কারণে সন্ধি ভঙ্গ ক’রে, আমরা কেন বিপদ আহ্বান করবো? আমরা জয়ী হ’লে মীরজাফর খাঁ সিংহাসন পাবেন, রাজকোষও তাঁর হস্তগত হবে, আমরা সেই অর্থের অংশ প্রার্থী।” এই সন্ধি পত্রে খসড়া দেখুন, তাঁর মনোগত ভাব অবগত হবেন।

মীরজাফরকে সন্ধিপত্র প্রদান

মর্ষ এই—করাসীতের উচ্ছেদ করা, ইংরাজ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তজ্জন এককোটি টাকা প্রদান, দেশীয় ও ইংরাজ প্রজার ক্ষতিপূরণে সম্ভব লক্ষ টাকা, আর্ম্যাগিগনের ক্ষতিপূরণে পাঁচ লক্ষ টাকা, কলিকাতার বাহিরে কতক জমী ও কলিকাতার দক্ষিণ কুলপি পর্যন্ত ইংরাজকে জমিদারী প্রদান।

মীরজাঃ। (পাঠান্তে) সন্ধিপত্রের মর্ষ, রাজা মাণিকচাঁদ স্বরূপ বলেছেন।
আমরা কি সম্মত হব?

সকলে । নিশ্চয়, এ দৌরাশ্ব সহ্য হয় না ।

করিম চাচার প্রবেশ

মীরজাঃ । এ কি, করিম চাচা এখানে কেন !

করিম । কেন চাচা, সকতজ্ঞকে গদী দিতে গিয়েছিলে, আমি এক পাশে পড়ে আছি, তাতে ক্ষতি কি ? আমার এখানে আসবার বড় দরকার নাই, তবে রায়চূর্ণভ চাচার হুন খেয়েছি, উনি গালে হাত দিয়ে, মুখটা চুণ ক’রে বলেছিলেন, “নবাবের ভাবটা কি বলতে পারো,” তাই বলতে এলুম, ভয় নাই ।

রায়চূঃ । চাচা, কিসে জানলে—কিসে জানলে ?

করিম । নবাব, বুড়ো মাতামহর কথা মনে ক’রে, আর বুড়ী বেগমের অহুরোধে, বার বার মাপ্ করেছে, এবারও মাপ করবে । যখন দরবার বসেছিল, মীরমদন গোলন্দাজ নিয়ে তোয়ের ছিল জেনো ; নবাবের একটু ইসারা পেলে, আর কেউ বাড়ী কিব্বতে না । তোমরা যত গাঁট পাকাচ্ছ, নবাব তত গাঁট পাকালে অমন তোড়া তোড়া বুলি ঝাডতো না, আধার রেতে তোপের মুখেই কথা কহিতো । বাবা, রাগ্লেই তো গর্দানী নিতে চায়, ক’টা গর্দানী নিয়েছে বলো ? যদি গর্দানী নিতো, তাহ’লে এতদিন কঙ্ককাটা হ’য়ে পরামর্শ আঁচুতে হতো । চাচা, একটা কথা বলি শোনো ;—কালকের ছোঁড়া, মাতামহর আদরে আদরেই বেড়িয়েছে, তোমাদের প্রবীণ ছকাবাজির মধ্যে এখনো সঁধোর নাই । রাগে ছ’ কথা বলে, আবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ে ধ’রে সাধে ;—এই ছ’ নোকায় পা দিয়েই ছোঁড়া মজুতে বসেছে । যদি তেরিয়া হ’য়েই চলতো, যাহোক, চোট্ট পাট্ট একদিক দিয়ে এক রকম হয়ে যেতো । আর যদি নরমের উপর দিয়েই চলতো, কেউ না কেউ দয়া করতো । এ ছোঁড়া পায়ে ধরলেও পাজী, আর কড়া হ’লে তো পাজীর পাজী ।

মাণিক। ‘আহা! কি সদাশয় নবাবই চিনেছ? হোসেনকুলি—ওর শিক্ষক ছিল—তারেই রাস্তায় ধ’রে কেটে ফেললে।

করিম। চাচা, সকলের তোমার মত বরদাস্ত নয়! “আলেক-বে-ভে-সে” পড়িয়ে, অন্দরে ঢুকে মা-মাসীর মাঝে গিয়ে বসবেন, বেকুফ নবাব, বরদাস্ত করতে পারে নাই। সকলের তো তোমার মত দেল দরিয়া মেজাজ নয়।

মীরজাঃ। কি বলছ করিম! ফৈজি, আহা অবলা জ্বীলোক, তারে দেওয়ালে গাঁথে মেরে ফেললে! এমন নিষ্ঠুরও জন্মায়!

করিম। চাচা, তোমার কি কোমল প্রাণ! দেখছি তুমি চাচার পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পারো। আগে যদি জান্তেম, ফৈজি বেটীকে তোমার সঙ্গে নিকে করিয়ে দিতেম। চাচা, একবার চোখ খুলে কথা কও। ছোঁড়া প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিল। চক্ষের উপর জোড়া-গাঁথা দেখলে, তার উপর ফৈজী বেটা মেছুরীর অধম ‘মা’-তুলে গাল দিলে, নবাব বাচ্ছা, অত বেইমানি বরদাস্ত হবে কেন? ও তো ছোঁড়া বয়সে ছাল গাঁথে মেরেছে, তুমি হ’লে এই বুড়ো বয়সে টুকরো টুকরো ক’রে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে। কান্দালের একটা কথা কানে তোলো, ঠিকঠাক খয়ের খা হ’য়ে ছোঁড়াটাকে চালিয়ে নাও।

রায়হুঃ। তারপর আমাদের হ’য়ে মুতুটা দেবে কিনা?

করিম। তা তো চাচা, দশমুণ্ড রাবণ হ’লেও পারতেন না! তোমরা যে ক’জন জোটপাট করো, দশটা মাথায় আঁটতো না তো বাবা!

রায়হুঃ। নাও, পাগলামো করো না।

করিম। চাচা, তোমার ছন খেয়েছি, কথাটা শুনে নাও;—যে বার সব স্বার্থ তো টেঁকে আছে, আখেরে কতটা টেঁকবে, তা একবার ভাবছ কি? মীরজাফর চাচা তো গদীতে বসবেন—নবাবটা উৎসন্ন গেলেই

তো রায়হুলভ চাচার মনের কাঁটা উঠলো—মোহনলাল বান্ধালী, তার দস্ত সচ্ছে না—যখন কটা চোখ রাঙ্গিয়ে ডগ্ ড্যাম করবে, তখন সহিবে তো—দেখো ? শেঠ চাচা, নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্ছা টাকার মুখ দেখে না, কেমন ? বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে টাকা কুড়তে এসেছে, নবাবকেই দাব্‌ডি লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো ।

রায়হুঃ । চূপ করো । (মীরজাফরের প্রতি) খাঁ সাহেব আর বিলম্ব করবেন না, ক্লাইব যা বলে, আপনি সম্মত হোন । এ দরস্ত নবাবের হাতে জ্ঞান করতে একমাত্র বলবান ইংরাজই সক্ষম । ইংরাজ ব্যতীত আর আমাদের উপায় নাই ।

করিম । ভালো মোর বাপরে—চাচারে—কি পরামর্শই এঁটেছ ! তোমাদের হ'য়ে গদান্না দিক ইংরাজ, তারপর মীরজাফর চাচা নবাবী তক্তায় ব'লে চণ্ড টাছন, রায়হুলভ চাচা মজী হোন, রাজবল্লভ চাচা আর একটা টাকা খুজে নেন, বাগে পান আর একটা ঘসেটীগেম খাড়া করবেন, আর জগৎশেঠ চাচার টাকা স্বদে খাটান । চাচা, বিদেশী বঁধুরে প্রাণ ম'পো না । চাচা, ভাবছো গদান্না দেবে ইংরেজ, আর নবাবী কব্বে তোমরা ! সাদা চেহারা চেন না, শেষ পন্থাতে, ৬রা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চলবে না । চাচা, তোমরা চাল-চলনে মাল্লুচ চেন না ? আলিবর্দী, বর্গীর ভয়ে সকল জমিদারদের ফোজ বাডাতে বলেছিল, ইংরাজ তোকা কোলকাতা গেদো ক'রে নিলে । বলতে বলে ব্যবসায়ী কুঠি, কিন্তু ওদের কুঠির মত ক'টা নবাবী কেলা আছে বল ? কত বড় ধড়িবাজ,—উমিটাদকে কয়েদ করলে, পন্নিবারবর্গ একগাড়ে গেল, টাকা লুট করলে—আবার তাকেই প্রাণের দোস্ত করে নেছে ! তোমরাও পরম দোস্ত ভাবছ । চাচা, চোখ চেয়ে কাজ ক'রো ।

মীরজাঃ। আচ্ছা শুনিয়া, তোমার কি পরামর্শ ?

করিম। কেন চাচা পরামর্শ তো পড়ে রয়েছে। সোজা পথে নবাবের খয়ের থাঁ হও, মুখে একখানা পেটে একখানা নয়। আর বাঁকা পথে চলতে চাও, তাও তলে তলে যোগাড় করো। সৈন্ত সামন্ত যোগাড় ক'রে, কোমর বেঁধে আপ্নারা লেগে যাও, এক হাত বরাত ঠুকে দেখো। কিন্তু চাচা, ইংরেজের কোটের ল্যাজ ধম্বলে, একুল ওকুল জুকুল যাবে। দুধ দিয়ে ঘরের ভেতর কাল সাপের ঝাঁক পুষো না, সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।

মীরজাঃ। তারপর আমরা কোমর বেঁধে লাগুবো! টাকার সরবরাহ কে করবে চাচা ?

করিম। চাচা, পরিজ্ঞান সরবরাহ করবে। ঘসেটাবেগম অনেক মাল সরিয়েছে, নবাব জোর সিকি পেয়েছে, সে মাল তোমাদের হাতে লাগবে—জলের মত খরচ ক'রো—আর শেঠল্লি, এক বছরের হুদের মায়া রেখো না। কিন্তু চাচা, ছাতি তোমাদের করতে হবে।

রায়হুঃ। নাও, এখন যাও।

করিম। যাচ্ছি বাবা, আর একটা কথা শোনো।

রায়হুঃ। কি বলছ ?

করিম। চাচা, মুসলমানেরা তো বরাবর নবাবী নিয়ে আপনা আপনি কাটাকাটি করে, এবারও না হয় কচ্ছে। কিন্তু চাচা, হিন্দুর সুবিধা মত নবাব তো এ নবাব ব্যাটার মত কেউ হয় নি—সব বড় বড় কাজই হিন্দুর! তা চাচা তোমরা কেন বিরূপ বল দেখি ?

রায়হুঃ। চাচা, তুমিও তো দরবারে যাও! নবাবের খামখেয়ালি চেহারা তো দেখেছ। রাজা মাপিকটারের গর্দানা যেতে যেতে র'রে গেছে, দশ লাখ টাকা দিয়ে ছাড়ান পেয়েছেন; শেঠজীও গুলবলে আজ মাথা বাঁচিয়েছেন। অপমান তো কথায় কথায়, কথায় কথায় কাজে

জবাব ! ভগবানকে ডেকে দরবারে প্রবেশ কর্ত্তে হয়, আর ভগবানকে ডেকে দরবার থেকে বেরুই—ভাবি আজকের দিন ভগবান রক্ষা করেছেন। তোমার কি বলনা, গাঁজা-গুলি খেয়ে বেশ আছ।

করিম। চাচা, এটা কি নবাবের দোষে না তোমাদের মনের দোষে—এটা একবার ভাল ক'রে দেখেছ কি ? কই মোহনলাল প্রভৃত্তিকে তো অমন দুর্গা নাম জ'পে দরবারে যেতে আস্তে দেখি নি ?

জগৎ। নিন, রাত্রি হয়েছে, আর ভাবছেন কি ? আপনি সম্মত হ'ন। আহ্নান আমরা সক্ষিপ্ত্রে স্বাক্ষর করি।

মীরজাঃ। বিস্তর টাকা চায়—বিস্তর টাকা চায় !

জগৎ। উপায় নাই। ভাববেন না, আপনি গদীতে বসলে তো টাকা দেবেন ? নবাব ভাণ্ডারে টাকার অভাব নাই।

করিম। (স্বগত) চাচা কিছু বুঝলে ? কি বলচ বাবা কামিনীকান্ত ? চাচা তুমি এমন বেল্লিক কেন ? বাঙ্গালীর নাম রাখা চাই নি ? কি রকম—কি রকম প্রাণ কামিনী ? আর কি রকম কি ! বাঙ্গালী আপনার ভালই খুঁজবে—এইটে চাচা ভেবেছ ! বটে বটে চাঁদ-কামিনী, একটা চুমো দাও। কি বল—নাম রাখা চাই—কেমন ? —হঁ—জুতো টুতো খাওয়া ? চাই বই কি ! অন্নভাবে মরা ? বুকেছি, হৃদয়েখরী হৃদয়ে এসো।

করিমের প্রস্থান

মীরণের প্রবেশ

মীরণ। সতর্ক হোন—সতর্ক হোন ! মোহনলাল, মীরমদন আসছে। সকলে। কি সর্বনাশ !

রায়হুঃ। দুর্গা দুর্গা ! বুঝি গ্রেপ্তার কর্ত্তে পাঠিয়েছে।

মোহনলাল ও মীরমদনের প্রবেশ

জগৎ। আস্তে আজ্ঞা হয়—আস্তে আজ্ঞা হয়—আমার সৌভাগ্য।

মোহন। মহাশয়, সকলেই উপস্থিত আছেন, আমাদের একটা নিবেদন শুনুন। সকলে নবাবকে মার্জ্জনা করুন।

সকলে। এ কি কথা—এ কি কথা?

মোহন। আমার আবেদন আগে শুনুন। মহারাজ রায়চূড়, লোক পরম্পরায় শুনি, যে নবাব আমার উচ্চপদ প্রদানে আপনি অসন্তুষ্ট।

রায়চূঃ। সে কি রাজা মোহনলাল, আপনি যোগ্য লোক।

মোহন। মহাশয়, আমি বিনীতভাবে নিবেদন করছি, আপনাদের পদ আপনারা গ্রহণ করুন। স্বরূপ বলছি আমরা বাঙ্গলা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু এইমাত্র আপনারা স্বীকার করুন, যে সকলে নবাবকে রক্ষা করবেন। কায্যের অনুরোধে যদি আমার কিছু ক্রটি হ'য়ে থাকে, মার্জ্জনা করুন। আমি দেশত্যাগ ক'রে যেতে প্রস্তুত—এর অধিক কি আর দণ্ড গ্রহণ করবো। কিন্তু নবাবকে বিপদগ্রস্ত করবেন না।

রায়চূঃ। রাজা মোহনলাল, আমরা বিদ্রোহী নই, আমরা রাজভক্ত প্রজা। আপনি অকারণ আমাদের প্রতি দোষারোপ করছেন।

মীরমঃ। মহারাজ, সেইটিই প্রার্থনীয়। বাঙ্গলার নবাব-বল প্রবল হোক, অপর-বল ধ্বংস হোক; আমরা অতি সরলভাবে আপনাদের নিকট উপস্থিত। আমিও মোহনলালের জায় সেনানায়কত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। যা সাহেবের পদ যা সাহেব গ্রহণ করুন। আমাদের কোন প্রকার দুর্বিসন্ধি নাই। আপনারা স্বর্গীয় নবাবের সিংহাসনের স্তম্ভ স্বরূপ। নবাব বিপজ্জালে পতিত হ'য়ে, যৌবন-স্থলভ চপলতায়, সর্বদা মতি স্থির রাখতে পারেন না—কখনো কখনো দুর্বাক্য প্রয়োগ করেন, কিন্তু সে আপনাদের মার্জ্জনীয়।

মোহন। মহারাজগণ, যা সাহেব, শেঠজি—ইংরাজ দূত সদা সর্বদা আপনাদের নিকট আসে, আপনাদের মন্ত্রণাও আমরা অবগত।

কিন্তু কান্ত হোন। আমরা যদি আপনাদের বিষেবের কারণ হই, স্বরূপ বলছি, এই দণ্ডেই আমরা দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ক্ষুতপূর্ণ নবাবের রাজ্য রক্ষার্থে যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, সেইরূপ যত্নশীল হোন। কার্যস্থলে, আমাদের অপরাধে নবাবকে অপরাধী করবেন না; বাঙ্গলার সর্বনাশে প্রস্তুত হবেন না।

জগৎ। রাজা মোহনলাল, দেখ্‌চি আমার নিজ আবাসেও আমার অধিকার নাই, এখানেও আপনাদের অধিকার। আমার গৃহে আমার আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের প্রতি গুরুতর দোষারোপ কর্ছেন।

মোহন। মহাশয়, দেখছি সরল কথা সরলভাবে গ্রহণ করুতে, আপনারা অক্ষম। ভাববেন না, ভয় বশতঃ আপনার দাব্য হইয়াছে। বাঙ্গলার মঙ্গলের জন্ত আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছিলেম। নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করুতে যদি আপনারা প্রস্তুত থাকেন, জান্‌বেন, আমরাও নবাবকে রক্ষা করুতে প্রস্তুত।

মীরমঃ। মহাশয়, কোনও প্রকার ছলনা আমাদের হৃদয়ে নাই। আমাদের অন্তরের ভাব বুঝুনঃ—প্রতিপালক, উচ্চপদদাতা, মর্যাদা দাতা নবাবের মঙ্গল কামনা আমাদের একমাত্র অভিপ্রায়। আত্মন সরলভাবে আমরা কথা কই। যে শপথ করুতে বলেন, আমরা সেই শপথ করুতে প্রস্তুত, কি কার্যে আমাদের উপর আপনাদের প্রত্যয় জন্মায় বলুন, আমরা সেই কার্যে এই মুহূর্ত্তে প্রস্তুত। কেবল নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, এইমাত্র প্রতিজ্ঞিত হোন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বাল্যকালে নবাবকে ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, পূর্ব্বেই কেন বর্জন কর্ছেন? ইংরাজকে কি নিমিত্ত বন্ধু বিবেচনা কর্ছেন? ইংরাজ বাঙ্গলায় আসায়, বঙ্গভূমির যে বিশেষ ক্ষতি, তা কি বিবেচনা করেন না? আপনাদের জন্মভূমি

হ'তে অর্থোপার্জন ক'রে স্বদেশে প্রেরণ কর্ছে, রাজার ত্রায় বঙ্গভূমি
অধিকার কর্ছে, বাঁটা প্রদান না ক'রে টাকা মূল্যাক্ষণ কর্ছে, শুক
প্রদান ক'রে না, ইংরাজের যা লাভ, সমস্তই বঙ্গবাসীর ক্ষতি ;—এ
সকল কেন বিবেচনা কর্ছেন না ?

মোহন। নবাব যদি দোষী হন, বুঝা নবাব-বেগমের মুখ চেয়ে ক্ষান্ত
হোন। বুঝ নবাব আপনাদের হস্তে তাঁর পালিত পুত্রকে অর্পণ ক'রে
গেছেন ; প্রতিপালক বুকের মৃত্যু-শয্যার অনুরোধ বিশ্বৃত হবেন না।

মীরজাঃ। দেখছি আপনারা উপদেশ প্রদানে যথেষ্ট পটু। বলছেন,
আপনাবা বাজ্জা পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবেন, কিন্তু কার্যে
আমাদেরই বাজ্জা পরিত্যাগ করতে হবে। কোনরূপ উদ্ভ্রতার
আবরণ রেখে আপনারা কথাবার্তা কচ্ছেন না, বিব্রোহী অপরাধ দিয়ে
কুবচন বলছেন। শেঠজি, আমার এ স্থান পরিত্যাগ করতে হলো।

ভগৎ। আমারও আবাস পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।

মোহন। বুঝ্লেম, আপনারা কৃতসঙ্কল্প ! কিন্তু এত দস্ত করবেন না।
ইংরাজের দাসত্ব আপনাদের অভিপ্রেত হয়, হোক, তাতে রাজভক্ত
স্বদেশভক্ত, ক্ষতি বিবেচনা করে না। যদি প্রকাশ্যে শত্রুতা করতেন,
তা'হলেও আপনাদের কতক মনুগ্রন্থ বুঝতেন। আপনারা নিতান্ত
মনুগ্রন্থহীন, বাজ্জা রাজ্যে উচ্চপদের যোগ্য নন ; ফিরিজির
দাসত্বের যোগ্য, দাসত্ব করুনগে।

রাধুঃ। মীরমদন সাহেব, আপনি কিছু বলতে প্রস্তুত নন ?

মীরমঃ। মহারাজ, এখনো, ইতিপূর্বে যা নিবেদন করেছি, সেই আমার
নিবেদন। সরল কথায় আপনারা রুষ্ট হচ্ছেন ; আমরা চক্রেম।
মহারাজ, আমাদের কিছু ক্ষতি হবে না ; বোধ হয় আমাদের
হৃদয় উপস্থিত। নবাব-কার্যে, দেশের কার্যে যদি প্রাণত্যাগ
করবার স্বযোগ হয়, সে স্বযোগ আমরা কামনানোবাক্যে প্রার্থনা

করি। নিশ্চয় জান্বেন, বাঙ্গলার দুর্দশা আমরা দেখ্বে না। কিন্তু জান্বেন যে রূপ বীজ বপন কর্ছেন, ফলভোগী সেইরূপ হবেন। এসো মোহনলাল—

উভয়ের প্রস্থান

রায়দুঃ। অহঙ্কার দেখেছেন—অহঙ্কার দেখেছেন—

মীরজাঃ। অসহ—

জগৎ। শীঘ্র কার্য সম্পন্ন করুন। আর বিলম্ব নয়, আহুন আমরা সকলে স্বাক্ষর ক'রে সন্ধিপত্র প্রেরণ করি।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাক্ষ

মুশিদাবাদ—নবাব-অন্তঃপুরস্থ ঘসেটাবেগমের কক্ষ

ঘসেটাবেগম ও জহরা

জহরা। তোমার অর্থ আমি অপব্যয় করি নি, তোমার অর্থে সেনা সঞ্চয় করেছি। ইংরাজ-সৈন্যকে দেবার জন্ত আরও অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ ল'য়ে আমি এখনি মীরজাফরের নিকট যাবো। রাজো রাজা প্রজা, আমীর ওমরাও—সকলে বিরূপ।

ঘসেটী। না না—তুমি কি বলছ? দুর্বল মোহনলাল, মীরমদন থাকতে আমার শঙ্কা দূর হয় না। অনেকেই সিরাজের পক্ষ; শুনছি, রাণী ভবানীর সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করবার মত নাই—সে এক জন রাজ্যের প্রধান, তার অনেক লোকবল। আর রাজা-প্রজা সকলেই বা সিরাজের বিপক্ষ হবে কেন?

জহরা। তুমি জান না—জান না, তবে আর খুর্শীদাযুর তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? তবে আর তোমার নিকট সিরাজের মোহরাক্ষিত

কাগজ নিয়েছি কেন? রাণী ভবানীর কণ্ঠা তারাকে সিরাজের মোহরাক্ষিত প্রেমলিপি দিয়েছি, সিরাজের তসবীর তাকে দিয়ে এসেছি, তারা প্রাণত্যাগ কর্তে চেয়েছে; রাণী ভবানী আর সিরাজের পক্ষ নয়। রাজা, প্রজা—সকলের ঘরে, ঐকুশ সিরাজের মোহর-অঙ্কিত কাগজ দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে যে, সিরাজ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে, যে তার পাপ-তৃষা নিবারণ জন্ত কুল-কামিনী ল'য়ে আসবে। সকলে অগ্নিসং হ'য়ে আছে। ক্লাইবকে সিরাজের নামাক্ষিত পত্র দিয়েছি। সে পত্রে লেখা—সিরাজ, ফরাসী সেনাপতি বৃন্দ সাহেবকে, ইংরাজ বিরুদ্ধে আসবার জন্ত আহ্বান কর্ছে। দাও দাও, তোমার মুক্তার মালা দাও, অনেক অর্থের প্রয়োজন; জগৎশেষ্ঠ রূপণ, অধিক অর্থ ব্যয় কর্তে চায় না, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। সে নগদ অর্থ, তোমার গুপ্ত ধনাগার হ'তে ল'য়ে যাওয়া বড় কঠিন, সেখানে নবাব সন্দেহ ক'রে পাহারা বসিয়েছে। আজই প্রয়োজন, বিলম্ব করো না, মুক্তার মালা দাও।

বসেটী। আনছি।

জহরা। যাও যাও—ল'য়ে এসো।

বসেটীবগমের কক্ষান্তরে প্রবেশ

হোসেন হোসেন, ক্ষমা করো, আর বিলম্ব নাই, সিরাজের রক্ত আকণ্ঠ পান ক'রো, আমি এনে তোমার কবরে দেব। যেখানে তোমার রক্তপাত হয়েছে, সেইখানে সিরাজের রক্তপাত হবে, হস্তীপৃষ্ঠে তোমার স্তায় সিরাজের দেহ নগর ভ্রমণ করবে—যেমন তোমার মৃতদেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেঁদে কেঁদে ফিরেছিলেম, তেমনি উল্লাসে নৃত্য কর্তে কর্তে সিরাজের দেহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাবো! আর বিলম্ব নাই—আর বিলম্ব নাই!

ঘসেটাবেগমের পুনঃ প্রবেশ

ঘসেট। এই নাও। (মুক্তার মালা লইয়া জহবার গমনোত্তম) শোনো—
শোনো—

জহরা। না—না—তিলমাত্র অবসর নাই !

প্রস্থান

ঘসেট। ওঃ কবে এ পুরে হাহাকার উঠবে, কবে আমিলা বুক চাপড়ে
কঁদবে, কবে লুৎফউদ্দিনার চক্ষের জলে—আমার প্রাণ শীতল হবে,
ওঃ শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি।

প্রস্থান

চতুর্থ পর্ভাঙ্ক

কাশিমবাজার—ইংরাজকুঠির কক্ষ

ওয়াটস ও আমিরবেগের প্রবেশ

আমির। কর্ণেল ক্লাইব এই দুইখানি সন্ধিপত্র পাঠিয়েছেন। আপনি শীঘ্র
মীরজাফরের সহি ক'রে নিন, আর বিলম্ব না হয়। ক্লাইব সাহেব
সম্মুখে প্রস্তুত, আমি এই সন্ধিপত্র ল'য়ে যাবামাত্র তিনি অগ্রসর
হবেন।

ওয়াটস। এ দুইটা কেন ?

আমির। এই সাদাখানা আদত সন্ধিপত্র, আর ওই লালখানা, উমিটাদের
চোখে ধূলো দেবার জন্ত। এ লালটার লেখা আছে, যে উমিটাদকে
তার প্রার্থনা মত যত টাকা ওয়াটস সাহেব এই সন্ধিপত্রে লিখবেন,
সেই টাকা কোন্সিলের মঞ্জুর; আর এই সাদাটার উমিটাদের
টাকার কিছু উল্লেখ নাই।

ওয়াটস্। এটাতো জাল হইল ! দেখ আমিরবেগ,—যতপি—তুমি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্র না হইতে, যেখন নবাব Fort William লইয়াছিল, তেখন যদি তুমি মেম লোকদের না বাঁচাইতে—আমি তোমার কথায় প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কর্ণেল ক্লাইব একরূপ জাল কাগজ পাঠাইয়াছেন, বা তোমরা মতলব বাহির করিয়া এমন করিয়াছ ? সাফ্ জাল হইল !

আমির। আবার সাহেব তুমিও বল্ছ—“জাল হইল ?” একরূপ না করলে, ধূর্ত উমিচাঁদ, সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের নিকট প্রকাশ করবে।

ওয়াটস্। ক্লাইব এ জাল কাগজ সই করিয়াছেন, কিন্তু ওয়াটসন্ সাহেব সই করিতে আপত্তি করেন নাই ?

আমির। তিনি সই করেন নাই, লুসিংটন সাহেব তাঁর নাম জাল করেছে।

ওয়াটস্। উমিচাঁদটা বড়ই ধূর্ত ! তাহার সহিত একরূপ ব্যবহার উচিত ! লেকেন কাজটা বড় খারাবি—ক্লাইব সাহেবকে তোমলোক ভাল শিখাইয়াছো !

আমির। সাহেব, ক্লাইব সাহেবকে আর আমাদের শেখাতে হয় না, ক্লাইব সাহেব আমাদের সাত পুরুষকে শেখাতে পারেন। যখন ওয়াটসন্ সাহেব সই করতে আপত্তি করেছিলেন, ক্লাইব সাহেব টেবিলে ঘুঁসি মেয়ে বজেন—‘তুমি আপত্তি কচ্ছ, কিন্তু আমি ব্রিটিশ রাজ্য স্থাপনের জন্ত আর উমিচাঁদের মত কপট লোককে দমন করবার জন্ত, এমন একশো খানা কাগজ জাল করতে প্রস্তুত !’

ওয়াটস্। ঠিক বাত, উমিচাঁদ আসবে।

সজ্জিপত্রের প্রদান করিয়া আমিরবেগের প্রস্থান

ওয়াটস্। It is insubordination to protest against superior,

but there will be a stain on our character which Great Britain will surely resent.

উনিরচাঁদের প্রবেশ

আইসেন উমিচাঁদবাবু, মুখটা এমন ভার কেন ?

উমি। সাহেব, আমি সব জোগাড় করলুম, আর আমিই ফাঁকি পড়বো ?
স্পষ্ট কথা—আমার ব্যবস্থা না হ'লে আমি কারো খাতির করবো না,
নবাবকে সব জানাবো !

ওয়াল্টস্। আপনি কি বলিতেছেন, মনসা পূজা।—হইবে না ? আপনার
share আগে। আপনি কত টাকা চান ?

উমি। কত টাকা কি সাহেব ! আমার ত্রিশ লাখ টাকা চাই। সন্ধি-
পত্রের ভিতর লেখা দেখুবো, তবে নিশ্চিত হবো।

ওয়াল্টস্। হাঃ হাঃ উমিচাঁদবাবু, এইজ্ঞা এত গরম ? আপনার বড়
অমুগ্রহ ! আমরা ভাবিয়াছিলাম, পঞ্চাশ লাখ আপনি মাগিবেন।
এই কাগজটা দেখেন, আমি ত্রিশ লাখ টাকা বসাইয়া দিতেছি,
Council তাহা গ্রাহ্য করিবে। এই দেখুন, লিখিপড়ি রহিয়াছে।

উমি। আর নবাবী জহরৎ যা পাওয়া যাবে, তার সিকি আমার।

ওয়াল্টস্। জহরতখানা তো আপনারই, এই লিখিয়া দিতেছি।
(জাল সন্ধিপত্রে লিখিয়া) এখন খোস হইয়াছে ? একটু হাসি
করো।

উমি। আমি জানি—জানি—জানি, ক্লাইব সাহেবের আমার প্রতি বড়
অমুগ্রহ।

ওয়াল্টস্। তবে কি মোশা—সে বাত এখন কি বুঝিতেছেন ? লড়াই ফতে
হইলে কর্ণেল ক্লাইব, আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন দেখিবেন,
চমৎকৃত হইয়া যাইবেন, ঠিক রকম বুঝিবেন—কেতো বড় লোক !

উমি। ই্যা সাহেব—ই্যা সাহেব—তোমরা বরাবর অল্পগ্রহ করো—
তোমরা বরাবর অল্পগ্রহ করো।

ওয়ার্টস্। আপনি ও কি বলিতেছেন? বাজ্‌লায় হামাদের কারবার
কে শিখাইল? লেকেন একটা কথা, আপনার জন্তে আমার বড়
ভাবনা হইয়াছে। এবাব এ সব সন্না মালুম করিলেই হাঙ্গামা করিবে।
আমরা সাহেব লোক ঘোড়া চাডিতে জানে, ঘোড়ার পিঠে পলাইবে।
আপনি মোটা আদমি, কিরূপে যাইবেন? পাকীতে যাইতে বিলম্ব
হইবে, আপনি আজই সরিয়া পড়ুন।

উমি। বেশ বলেছ সাহেব, ঠিক বলেছ, আজই আমি ষোলটা বেহারা ঠিক
ক'রে পালাবো। দেখি দেখি, আর একবার সন্ধিপত্রটা দেখি।

ওয়ার্টস্। দেখুন—দেখুন,—যতক্ষণ না চক্ষু ক্রান্ত হইয়া বুজিয়া আইসে,
দেখুন,—Here—Thirty Lakhs—Sir, in black and red.

উমি। আর জহরতের কথা—জহরতের কথা?

ওয়ার্টস্। Here Sir—here—one-fourth share. আজি হইতে
আপনাকে রাজা উমিচাঁদ বলিব। Clive সাহেব জরুর আপনাকে
রাজা বাহাদুর করিবেন, ই্যা—এ কথাটা দেখিয়া লইবেন।

উমি। আমি চল্লুম। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া)—দেখি দেখি,
লিখিতে ভোলেন নি তো, লিখিতে ভোলেন নি তো?

ওয়ার্টস্। না—না, নাকের উপর ত্রিশ লাখ, দেখিতেছেন না?

উমি। আর চার আনা জহরৎ?

ওয়ার্টস্। ই্যা উমিচাঁদবাবু, ই্যা রাজা উমিচাঁদ।

উমি। তবে চল্লুম, আজই বওনা হবো, টাকাটা কিন্তু একেবারে নেব।

ওয়ার্টস্। নয় তো কি বিশ দফা? মীরজাফর খাঁ গদী পাইলে,
হামাদের টাকা লিবে, আপনার টাকা লিবেন।

উমি। একেবারে ত্রিশ লাখ?

ওয়াল্ট্‌স্‌ । সকল কথা লেখা রহিয়াছে, আপনি পাঠ করিলেন ।

উমি । তবে চল্লম । (স্বগত) ত্রিশ লাখ, আর জহরতের চার আনা—
—অন্ততঃ লাখ ত্রিশ—এর কম হবে না, এই ষাট লাখ । পুরোপুরি
ক্রোড় টাকা হ'লেই হতো !

ওয়াল্ট্‌স্‌ । আর কি ভাবিতেছেন ?

উমি । হ্যাঁ হ্যাঁ এই চল্লম, এই চল্লম । (স্বগত) ষাট আর লাখ চল্লিশ
হ'লেই ঠিক হতো !

প্রহান

ওয়াল্ট্‌স্‌ । 'The first born of an infernal bitch !

আমির বেগের পুনঃ প্রবেশ

আমির । সন্দেহ করে নি তো ?

ওয়াল্ট্‌স্‌ । সাহেব, হাম লোক কাজ করিতে জানে । In the name
of Chirst, সয়তানকে ভুলাইতে কেতা দেবী !

আমির । তা যাও, এখন মীরজাফরের সই ক'রে নিয়ে এসো ;—আজুই
আমি যাবো, ডাক বলিয়ে এসেছি ।

ওয়াল্ট্‌স্‌ । আমি কেমন করিয়া বাইব ভাবিতেছি ! আমি মীরজাফরের
বাড়ী বাইলে, নবাবের spy দেখিবে । থা সাহেব কাজ ছাড়িয়া
• বাড়ীতে বৈঠিয়া আছে, দরবার যায় না, কড়াকড় পাহারা রহিয়াছে,
কেমন করিয়া দেখা করিব ? তুমি থা সাহেবের মুক্তিয়ার, তুমি বাইরা
' সই করে ।

আমির । না সাহেব, দেখছো না, আমি গোপনে হিন্দু পোষাকে
এসেছি ? মোহনলালের লোক আমায় দেখলেই প্রাণবধ করবে ।

ওয়াল্ট্‌স্‌ । তবে কি করা বাইতে পারে ?

জহরার প্রবেশ

জহরা। সাহেব, কাগজ জাল করতে পারো, আর আপনাকে জাল করতে পারো না? আপনাকে জাল করো, বেগম সাজো—এই বেগমের পোষাক নাও। পাকীতে চলো, আমি তোমার সঙ্গে বাদী হ'য়ে যাবো। পাকী প্রস্তুত ক'রে রেখেছি, এসো, এখনি চলো।

ওয়ান্টস্। তুমি কে?

জহরা। আমার চেন না? কলিকাতার নিশিয়ুকে তোমাদের কে পথ দেখিয়ে ল'য়ে গিয়েছিল?

ওয়ান্টস্। হাঁ বিবি, হাঁ বিবি, সেলাম!

জহরা। আমি বিবি নই—সয়তানী! এসো—

ওয়ান্টস্। (স্বগত) Yes! Just the devil's sweet-heart!

জহরা। সাহেব তুমি কি ভাবছো বুঝেছি। ভাবছো সত্য সয়তানী।
হ্যাঁ! সত্য সয়তানী—প্রতিহিংসা-উদ্যোক্তা রমণী!—কাল-ফণিনী—
সন্তাপিনী—পতি বিরহিনী!

সকলের প্রস্থান

শপথের পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরজাকরের বাটী

মীরজাকর ও মীরণ

মীরজাঃ। মীরণ, পালানই কর্তব্য, নিশ্চয় আক্রমণ করবে সকল সংবাদ
নবাব পেয়েছে।

মীরণ। পালান অসম্ভব, বাড়ীর চতুর্দিকে গুলি অত্রধারী পাহারা রয়েছে;
মোহনলালের চর অনবরতই সন্ধান নিচ্ছে।

মীরজাঃ। তবে কি উপায় ? আক্রমণ করিতে সাহস করবে ? রাজ্যে সকলেই বিরূপ। আমাদের পক্ষ হ'য়ে কে রটনা করেছে, যে ওমরাওদের পরিবারগণকে নষ্ট করবার জন্য সিরাজ দূতী নিযুক্ত করেছে, যে একজন কুলঙ্গী দেবে, সে লক্ষ টাকা পারিতোষিক পাবে। এতে রাজা-প্রজা সকলেই বিরূপ হয়েছে, বোধ হয় সাহস করবে না। ক্লাইবও অগ্রসর হচ্ছে—একপ জনরব। কোথাও যেতে সাহস হচ্ছে না। সন্ধিপত্রের কি হলো কে জানে। অন্তঃপুরে শিবিকা বাহকের শব্দ পাচ্ছি,—দেখতো কে এলো।

মীরণের প্রস্থান

না মীরমদনের উত্তেজনায়, নিশ্চয় আমার মোকাম আক্রমণ করবে। বেগমদের স্থানান্তর কববারও তো উপায় নাই।

জহরা ও শিবিকা লইয়া বাহকগণের প্রবেশ

মীরজাঃ। এ কি !

ওয়ার্টস্। (রমণীবেশে শিবিকা হইতে বাহির হইয়া) Good morning, হামি আলিয়াছে।

মীরজাঃ। কে তুমি ?

ওয়ার্টস্। (অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া) চিনিতে পারিতেছেন না ?

মীরজাঃ। ওয়ার্টস্ সাহেব ! সেলাম, কি সংবাদ ?

ওয়ার্টস্। সন্ধিপত্রে সই করুন, ক্লাইব সাহেব পাঠাইয়া দিয়াছে।

মীরজাঃ। আর সন্ধিপত্রে কি ফল ! নবাব সকল কথা টের পেয়েছে, বোধ হয় এখনই আমার গৃহ আক্রমণ করবে।

জহরা। না, সে ভয় করবেন না—নবাব সে নবাব নাই, অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে।—আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, যান নাই, তাতে একবার জ'লে উঠেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিক, শুধু তৃণের অগ্নির দ্বারা—এখন ভয়ে অস্থির ! কোন চিন্তা নাই, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করুন।

মীরজা: । তুমি কে ?

জহরা । আমায় চেনেন, আমায় জানেন । (মুক্তার মালা বাহির করিয়া)
আপনার টাকার প্রয়োজন, এর মূল্য আপনার অবিদিত নাই । এ
ঘসেটীবোগমের মুক্তার হার, এতেই রণব্যয় নির্বাহ হ'বে । ঘসেটী-
বেগমের দু'হাজার সৈন্তও আপনাদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত । নিন ।
স্বাক্ষর করুন, কোন ভয় নাই ।

জহরার প্রস্থান

মীরজা: । কই, সন্ধিপত্র দিন ।

ওয়াটস্ । আপনি শপথ করিয়া স্বাক্ষর করুন, যে নবাব হইলে সন্ধির
অনুরূপ কাৰ্য্য করিবেন, অন্তরূপ কাৰ্য্য করিবেন না ।

মীরজা: । আমি এক হাতে কোরাণ স্পর্শ ক'রে, আর এক হাতে
আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ করি, যে কদাচ
সন্ধি ভঙ্গ করবো না । মীরণ, কোরাণ দাও, (সহি করণ) এই
আমি সই করলেম । (মীরণের কোরাণ দেওন) এই কোরাণ স্পর্শ
ক'রে, মীরণের মস্তকে হস্ত দিয়া প্যায়গম্বরের নামে শপথ করি, যে
যদি সন্ধিভঙ্গের কল্পনাও আমার মনে উদয় হয়, তা'হলে আমার
প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্রের যেন বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় ।

ওয়াটস্ । (কানে হাত দিয়া) আর বলিবেন না, আর বলিবেন না !
আমি চলিলাম । ক্লাইব সাহেব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত । আমি অগুই
বাস্তু সেবনের ছলে কলিকাতা পলাইব । সেলাম ।

শিবিকারোগে ওয়াটসের প্রস্থান

মীরজা: । মীরণ, সন্ধিপত্র তো সই হলো । তুমি নগরে যাও, দেখ যদি
কোনরূপ সন্ধান পাও । তোমার প্রতি বোধ হয় কোন অত্যাচার
হবে না ।

মীরণ । আমিও শিবিকা ক'রে অন্যর হ'তে বাহির হই । কোথায়

যাবো, গুপ্তচরেরা ঘেন সন্ধান না পায়। সাহেব বাবার-আসবার বড়
কৌশল শিখিয়েছে।

শীরণের প্রবেশ

মীরজাঃ। বিস্তর টাকা ইংরেজকে দিতে হবে! চিন্তা কি? নবাব
হবো!—নবাব-ভাণ্ডারে টাকা না থাকে, মহাতাবচাঁদের নিকট লব।
নবাব হ'লে টাকার চিন্তা নাই! ইংরাজ কি আমার সহিত প্রতারণা
করবে, আমি ইংরাজের সহিত দুর্ব্যবহার না করলে কেন প্রতারণা
করবে? ওরা স্বার্থপর, নানা অছিলায় বার বার অর্থ চাইবে।
নবাব হ'লে আর চিন্তা কি? আমি তো কাপুরুষ সিরাজদ্দৌলা নই!
যতদিন কার্য সমাধা না হচ্ছে, কোনরূপে স্থির হ'তে পাচ্ছি না, কি
হয় কে জানে! সাহস ক'রে তো ঝাঁপ দিলেম!

সিরাজদ্দৌলা ও আলিবন্দী-বেগমের প্রবেশ

সিরাজ। মীরজাফর খাঁ বাহাদুর, চিন্তা-মগ্ন কেন? আপনাকে পুনরায়
সেনাপতি পদে বরণ করতে এসেছি। আপনার নিকট দূত প্রেরণ
করেছিলেম, আপনি দরবারে উপস্থিত হন নাই, সেই নিমিত্তই
এসেছি; ভূতপূর্ব নবাব-মহিবীণ এসেছেন।

মীরজাঃ। জনাব—জনাব, আমার সৌভাগ্য! নবাব-মহিবীণ এতদূর
ক্লেশ করেছেন।

সিরাজ। শিষ্টাচারের সময় নয়, শিষ্টাচারের জন্ত আসি নাই—কম্বা
প্রার্থনার জন্ত এসেছি। আমার ব্যবহার ভুলে যান। আমি যোর
বিপদে আপনার শরণাপন্ন—শরণাগতকে আশ্রয় দেন।

মীরজাঃ। জনাব, গোলামকে এত অস্থান-বিনয় কেন?

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর শুভন;—মুসলমানের চক্রাক্তিত পতাকা বন্ধ
করতে কেবলমাত্র আপনিই সক্ষম—বিজাতীয় দণ্ড চূর্ণ করুন,
বান্ধুতার বীরবীৰ্য শত্রুকে প্রদর্শন করুন—মাতামহের নামে মিনতি
কচ্ছি, আর বিমুগ্ধ হবেন না।

মীরজাঃ। জনাব, স্কন্ধ হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু জনাবের বাক্যে সে ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়েছে। কোন চিন্তা নাই, জনাব নিক্ষেপে সিংহাসন উপভোগ করুন। আপনার শত্রু দমনের ভার আমি গ্রহণ করলেম, কার সাধ্য আপনার অনিষ্ট সাধন করে। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করবেন, আমি সেইরূপ করতে প্রস্তুত। আজ্ঞা দেন, আমি সসৈন্তে ইংরাজ বিরুদ্ধে যাত্রা করি। দৃষ্টিমাত্রে ইংরাজবাহিনী চূর্ণ করবো, এ প্রদেশে ইংরাজের নাম বিলুপ্ত করবো, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতীতে পরিণত হবে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে রাজপুরে গমন করুন। নবাব-মহিষী অকারণে ক্রেশ স্বীকার করেছেন। বদ্বিচ আমার গরীবথানা আপনার পদার্পণে পবিত্র, তথাপি আপনি ক্রোদ্ধ ক'রেছেন, এতে আমি হুঃখিত। সংবাদ দিলেই গোলাম হাজির হতো।

সিরাজ। খাঁ বাহাদুর, আপনার কথায়, আমার উগ্র-হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হচ্ছে, দেখবেন আশা দিয়ে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার মীরণের তুল্য, আমার বধ সাধন করবেন না। কত আশ্রয়ে লালিত, তা আপনার অগোচর নাই। কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই—শয়নে-স্বপনে ক্লাইবের ভীষণ মূর্ধি আমার সন্মুখে বিরাজিত! বিদেশী বণিকের দ্বারা আপনার পূজ্য প্রভুর পালিত সন্তানের অপমান না হয়, বিদেশী রণভেরী আর না বাজ্‌লায় শব্দিত হয়, মোগল-প্রতাপ আর না ক্ষয় হয়! আপনি রাজ্যের ভারসা, আপনি সাহস দিন, আমি বড়ই কাতর হয়েছি।

বেগম। মীরজাকর, একবার মৃত নবাব, তোমার হস্তে আমার সিরাজকে অর্পণ করেছিলেন, এবার আমি তোমার হাতে আমার বালক সিরাজকে অর্পণ করি। আলিবর্দীর সন্তানকে রক্ষা করো :—এ বৃদ্ধ বয়সে আলিবর্দীর বেগমকে সন্তানপিত ক'রো না। মীরজাকর,

তোমার হাতে আমি সিরাজকে অর্পণ করলেম, আমার শপথ ক'রে বলো, তুমি রক্ষা করবে ?

মীরজা : (স্বগত) বুকের মূলচ্ছেদ ক'রে শিরে সলিল সেচন !

বেগম : মীরজাকর, নীরব কেন ? নাও—নাও—আমার 'সিরাজকে নাও । যে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির প্রধানা বেগম ছিল—যায সম্মুখে শত শত জাহ্নু ভূমিস্পর্শ করেছে, শত শত রাজমুকুট অবনত হয়েছে, (জাহ্নু পাতিয়া) সেই আজ অবনত মন্তকে ভূমিতে জাহ্নু স্পর্শ ক'রে ভিক্ষা চাচ্ছে ;—ভিক্ষা দাও—সন্তান-ভিক্ষা দাও—বঞ্চনা ক'রো না ।

মীরজা : (জাহ্নু পাতিয়া) গোলামকে অপরাধী কছেন, গোলামকে অপরাধী কছেন ! আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে প্যাগম্বরের নামে শপথ করছি—কার সাধ্য বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতির তিলমাত্র অনিষ্ট করে । আমি কোরাণ স্পর্শ ক'রে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেম । আমি কলা যুদ্ধযাত্রা করবো, ইংরাজ দমন না ক'রে প্রতিনিবৃত্ত হবো না ।

বেগম : মীরজাকর, আমি নিশ্চিন্ত হই ?

মীরজা : বেগম-মহিষী, আর কেন ?—আল্লার দোহাই—প্যাগম্বরের দোহাই, আলকোরাণের দোহাই ! (সিরাজদৌলার প্রতি) চলুন, দৈন্ত সমাবেশ করিগে ।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পলাশী—ইংরাজ-শিবিরের পার্শ্ব

বাইব, কিলপ্যাট্‌ক ও কুট

কিলপ্যাট্‌ক। The enemy arrayed in overwhelming number ; we have taken a daring step Colonel.

ক্লাইব। We will beat them.

কুট। At least we will die like Englishmen.

ক্লাইব। Go,—lead the boys under cover of the mangoe-grove. The Frenchmen are deadly shots

ক্লাইব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

আমির বেগের প্রবেশ

ক্লাইব। তোম লোক হামাদিগের সহিত একরূপ ছশ্মনি করিবে হামি জানি না। হামি এখনি নবাবের তাঁবুতে ধাইয়া, সব হাল বলিব, মীরজাকরের letter দেখাইব। হামরা যুদ্ধ করিব না, নবাবের সহিত peace করিব। যদি নবাব হামাদিগকে মারে, তোমাদিগেও বধ করিবে।

আমির। কেন সাহেব, একরূপ কথা বলছেন কেন ?

ক্লাইব। কেন ? জঙ্গলকা মাণিক কোঁজ লইয়া নবাব আলিয়াছে মীরজাকর আপনি কোঁজ চালাইতেছে—Semi-circle করিয়া কোঁজ

দাঁড়াইয়াছে। হামার ফৌজ এক একজন বিশজনকে মারিয়া মরিলে, হামার ফৌজ সব নষ্ট হইবে, তবু নবাবী ফৌজ আধা কমিবে না।

আমির। সাহেব, কোন চিন্তা করবেন না। কয়জন মাত্র ফরাসী-সৈন্ত ল'য়ে, ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ক্রেঁ আপনাদের সহিত যুদ্ধ করবে, আর যুদ্ধ করবে মোহনলাল—মীরমদন—আর কোন সৈন্ত আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুলিও ছুঁড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আক্রমণ করুন। আপনাকে তো মীরজাফর খাঁ পত্র লিখেছিলেন, যে পলাশীর ক্ষেত্রে সৈন্ত সামন্তের বামে বা দক্ষিণে, তিনি অবস্থান করবেন।

ক্লাইব। হামি শুনি, নবাব কাদাকাটি করিয়াছিল, মীরজাফর কোরাণ ছুঁইয়া oath নিয়াছে, যে সে নবাবের পক্ষ হইয়া লড়িবে; —কাজও সেইরূপ দেখিতেছি।

আমির। আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য। কিন্তু তিনি নবাবের সহিত মৌখিক সন্ধাব করেছেন সেরূপ না করলে নবাবের হাতে নিস্তার পেতেন না। আপনাদের সহিত সন্ধিমত তিনি কার্য্য করিবেন।

ক্লাইব। হামি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন কথাটা সত্য! কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করিয়াছে, আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবে, ফের নবাবের সামুনে কোরাণ ছুঁইল! হামি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

জহরার প্রবেশ

জহরা। কি সাহেব, তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার কি বোধ হয়, মীরজাফর রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করবে? বাজ্লা-বিহার-উজ্জিনার গদী পারে ঠেলে, নবাবের পক্ষ যুদ্ধ করবে? তবে তোমাদের ধর্মপুস্তকে কি বলে? যদি রাজ্যলোভ দিয়ে, সন্নতান রাজ্যকে নরকস্থ না করিতে পারে, তবে সে সন্নতান সন্নতান নয়! তুমি কি বুঝতে পাচ্ছ না, যে সন্নতান মীরজাফরের

হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করেছে ? উন্নতির আশা, প্রভুত্বের আশা, রাজ্য আশা—কিরূপ বলবান, তা কি তুমি জান না ? তবে কেন তুমি জয়ভূমি পরিত্যাগ ক'রে, আত্মীয় বন্ধু পরিত্যাগ ক'রে, বিশাল সমুদ্র পার হ'য়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়েছ ? কি সাহসে, তুমি রাতে নবাবের বিপুল সৈন্য, ছ'শো জাহাজী সৈন্য ল'য়ে আক্রমণ করেছিলে ?

ক্রাইব। বিবি, তোমার কথায় আমার বিস্ময়ান্ আছে :—তুমি কি ঠিক বুঝিচ্ছ, মীরজাফর নবাবের পক্ষ হইয়া হামাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না ? নবাব মুসলমান, মীরজাফর মুসলমান, নবাবের কান্দাকাটিতে মন নরম হইতে পারে। রায়জুলভ, ইয়ারলতিফ, এরা সবভি এক দেশের আদমী, নবাব সকলের কাছে কান্দাকাটি করিয়াছে, সবাই দেখিতেছি—যেমন লড়াই করিতে খাড়া হয়, তেমনি খাড়া হইয়াছে। তুমি কি ঠিক বুঝিচ্ছ নবাবী পক্ষ লড়াই করিবে না ? দেখ—হামি ডয় পাইয়া এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, লড়াই করিতে আসিয়াছি, লড়াই করিব। তোমার পুছ করিতেছি ; কি নিমিত্ত শোনো—যদি উহারা আমাদের দুশ্মন হয়, আগে আমি উহাদের আক্রমণ করিব। হামারা মরিব, উহাদিগেরও মরিব। দেখাইব আমাদের সহিত দুশ্মনি করিয়া কেহ বাঁচিবে না। তুমি কি বুঝিচ্ছ, যে উহারা আপনার দেশোন্নয়ন লোক ছাড়িয়া আমাদের পক্ষ হইয়াছে ?

অহর। সাহেব, তুমি এতদিন বাঙ্গলায় আছো, আজও কি বাঙ্গালীর চরিত্র অবগত হও নাই ? তোমার কি মনে হয়, কারো হৃদয়ে স্বদেশ-অনুরাগ আছে, তোমার কি মনে হয় কারো হৃদয়ে জাতীয়তা আছে, তোমার কি মনে হয় মাতৃভূমির ভালমন্দ কেউ চিন্তা করে ? না ! যদি বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের কিছুমাত্র হৃদয় থাকতো, স্বদেশের

উপর যদি তাদের কিছুমাত্র স্নেহ থাকতো, যদি স্বদেশের উন্নতির
 প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকতো, তা'হলে কি পরম্পর পরম্পরের প্রতি
 ঘেঘাঘেঘ করে? তুমি কি এখনো বোঝ নি, যে যারা-যারা
 তোমাদের সহায় হয়েছে, তাদের সকলের এক স্বার্থ নয়—বিশ্বাস-
 ঘাতক, বড়যন্ত্রকারীরা এক স্বার্থে চালিত নয়, তা কি বুঝতে পারো
 নি? সেনানায়ক বিশ্বাসঘাতক ইয়ারলতিফও পত্র লিখেছিল—
 “নবাবী আমায় দাও,” মীরজাকরও পত্র লিখেছে—“নবাবী আমায়
 দাও,” রাজবল্লভ স্বয়ং রাজা হ'তে চায়, ঘসেটাবেগমের সঙ্গে বড়যন্ত্রে
 তা সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে;—রায়চুলভ, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও
 স্বরূপচাঁদ, মাণিকচাঁদ—সকলেরই মনোগত অভিলাষ কিসে রাজ্য
 করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মজলার্থে নয়, দুর্দান্ত
 নবাবকে দমন করবার জন্ত নয়, প্রজার শান্তির জন্ত নয়—স্বর্গের
 জন্ত! যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে,
 প্রতারিত কর'তে পার'তে না। সাহেব, তোমাদের স্বার্থ একরূপ—
 পরম্পর স্বার্থের জন্ত বিবাদ করে—কিন্তু ইংরাজ-শত্রুর বিরুদ্ধে সকলে
 মিলে ভ্রাতৃত্বাবে অস্ত্র ধারণ করো। সে স্বার্থ বাজ'লার হিন্দু-
 মুসলমানের নয়;—অতি হীন স্বার্থ, সেই হীন স্বার্থের আবরণে সকলে
 অন্ধ হয়েছে—তোমার কৌশলে নয়। যদি নিজ নিজ স্বার্থে এরূপ
 অন্ধ না হতো, তা'হলে বুঝতো, সে দূরদেশ হ'তে ছ'মাস সমুদ্রে
 ভেসে, নিজ স্বার্থ নিমিত্ত এসেছে, তাদের স্বার্থের জন্ত নয়। যুদ্ধে
 প্রাণ দিয়ে তাদের গদী দিতে এসো নাই, আপনার প্রভুত্বের জন্তে
 এসেছে। সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু স্বার্থ এরূপ বলবান, যে তোমাদের
 স্বরূপ স্বনোভাব বুঝতে কেউ সক্ষম হয় নি।

স্নাইব। তবে তুমি কিরূপে বুঝলে?

জহুর। আমার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত; পতিপ্রেম আমার স্বার্থ, আত্মরক্ষা

স্বার্থ নয়। আমি পতি-পুত্রহীনা, আমার দেশের মায়া কি—জাতীয়তা কি? আমার একমাত্র হোসেন কুলীর স্মৃতি। সেই স্মৃতি আমার সহস্র দানবীয় বল দিয়েছে। যে দিন নবাব-শোণিতে হোসেন কুলির প্রেতাত্মার তৃপ্তি করবো, সেই দিন থেকে—আমি যে রমণী সেই রমণী—পতিশোকাতুরা রমণী, পতির কবরের পার্শ্বে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবো।

ক্রাইব। তোমার কি মনে হয়—হামরা যুদ্ধ জিতিব? মীরমদন, মোহনলাল, সিনক্র—উরাদিগের সৈন্ত একত্রিত করিলে, হামাদিগের যুদ্ধ সজ্জা। জহরা। সাহেব, যদি সকল সৈন্ত একত্র হ'য়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তথাপি জেনো তোমাদের জয়। (অ'কাণে বজ্রধ্বনি) ঐ শোনে, গগনমার্গে বজ্রনাদে বিধাতা ধলুচে তোমাদের জয়। সাহেব, আমার দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত, বিধি-লিপি আমার সম্পূর্ণ গোচর। ঈশ্বর দীননাথ, তিনি দীনের দুঃখ সহ্য করেন না। ভারতবর্ষে, দীন প্রজা দিবারাত্র হাহাকাঁর করছে, ভারতবর্ষ শান্তিহীন। হিন্দুর দৌরাণ্ড্যে যখন প্রজা পীড়িত হয়, ভগবান ভারতবর্ষ আফগানদের প্রদান করলেন; আফগানদের দৌরাণ্ড্যে, প্রজা পীড়িত হওয়ায়, মোগলেরা শাস্তিস্থাপন করলে। এখন মোগলেরা অত্যাচারী, মারহাট্টা অত্যাচারী,—দিন দিন যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রজার শান্তি নাই, সেই শান্তি স্থাপনের ভার, ঈশ্বর তোমাদের উপর প্রদান কচ্ছেন; আবার তোমরাও যদি অত্যাচারী হও, তোমরাও রাজ্যচ্যুত হবে। তোমার অস্ত্র সৈন্ত, এই তোমার সন্দেহ? যুদ্ধক্ষেত্রে দেখবে—প্রত্যেক সেনা, কোটী সৈন্তের বল ধারণ করবে। ঐ ভোগধ্বনি হচ্ছে, বোধ হয় করাসীরা তোমাদের আক্রমণ কচ্ছে। আমি বাই, নবাব-শিবিরে আমার যেতে হবে। সেখানে আমার অনেক কাজ, নবাব-দূত হয়ে, নবাব-সৈন্ত বিশৃঙ্খল করবো।

ক্লাইব। বিবি, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে বেড়াইবে? তুমি গোলাগুলি ভয়
ক'রো না।

জহরা। দেখেছো তো, নিশা-যুদ্ধে তোমাদের পথ দেখিয়ে ল'য়ে
গিয়েছিলেন। কোয়াশার আবরণে দিক নির্ণয় করতে পারো নাই,
তাই নবাব হস্তগত হয় নাই। গোলাগুলি! এমন গোলাগুলি
তোমাদের সৈন্তের নিকট নাই, নবাব সৈন্তের নিকট নাই, যে
আমাকে আঘাত করবে। ঐ যে—ঐ যে হোসেন শোণিত-পানের
জন্ত হা-হা কচ্ছে,—আমার মৃত্যুর অবকাশ কোথায়?

জহরা'র প্রস্থান

ক্লাইব। (স্বগত) The Bellona herself! Oh the battle
rage- hot.

ক্লাইবের প্রস্থান

আমির। এ কি, ভীষণ দৈবঘটনা! হোসেনের প্রতি এর এত ভালবাসা।
হোসেন তো ঘসেটী আর আমিনাবেগকে নিয়েই ছিলো, এর প্রতি
তো ফিরেও চাইতো না। যাই, নদীর ধার দিয়ে ঘুরে মীরজাফরকে
সংবাদ দিইগে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক

পলাশী—নবাব-শিবিরে ভ্যস্তর

সিরাজদ্দৌলা

সিরাজ। মেঘমুক্ত পুনঃ দিবাকর ;—
বিপক্ষের পক্ষে হেলি ভাঙিল গগনে,
তীক্ষ্ণ করে বারে ঘেন সৈন্তগতি রম।

মম পক্ষে নাহি শুনি কামান গর্জন,
 বিপক্ষের তোপধ্বনি উগ্রতর ক্রমে,
 মুহমূর্হঃ ভীষণ গর্জন ;—
 অগ্নি-বল হইতেছে প্রবল ।
 বর্ষিল কি বারিধার। মধ্যাহ্ন দিবায়,
 নিভাতে উত্তম মম স্বপক্ষ সেনার !
 বীরকণ্ঠে নাহি সে হুঙ্কার,
 নাহি নায়কের উত্তেজনা নাদ,
 রবহীন বিপুলবাহিনী,
 বিপক্ষ কামান ঘন কাঁপায় প্রান্তব !
 কি হয় কি হয় রণে—
 মুহূর্ত্তে বা মজিল সকলি !

দতের প্রবেশ

কি সংবাদ ?

মম পক্ষে তোপধ্বনি নীরব কি হেতু ?

দূত । জনাব, হঠাৎ বৃষ্টিতে আমাদের বারুদ ভিজি গেছে, ইংরাজ আত্ম-
 কানন আবরণে আপনাদের বারুদ রক্ষা করিতে পেরেছে ।

সিরাজ । আজি হেরি সবে অগ্নি মম,
 স্থলজল গগন বিরূপ মম প্রতি ;—

আত্মশাখা পক্ষ ইংরাজের !

পরাজয় নিশ্চয় আমার ।

দূত । জাঁহাপনা, চিন্তা দূর করুন । ঐ শুভুন, করাসী সিনক্রের তোপ
 ইংরাজকে বিভাজিত কচ্ছে । অগ্নঃ মীরমদন, অখারোহী সেনাদলে
 অক্রমণে অগ্রসর । পশ্চাৎ মহাবেগে সসৈন্তে বোহনলাল ধাবিত ।

ইংরাজ সৈন্ত পশ্চাদ্গমন হ'য়ে আত্মকাননে আত্মর গ্রহণ ক'চ্ছে—
সামান্য সৈন্ত, এখনি ধ্বংস হবে। এ সময় যদি সেনাপতি মীরজাকর
কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রণজয় হয়।
রান্নদুর্লভ ও ইয়ারলতিফের সেনা, দর্শকের দ্বায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান।
তাদের নিকট, বীরবর মোহনলাল আমায় প্রেরণ করেছিলেন।
তাদের আক্রমণ ক'রতে বলায় তারা উত্তর দেন, যে মোহনলালের
আজ্ঞায় আমরা সৈন্ত চালিত কর্তে বাধ্য নই, সময় উপস্থিত হ'লে
কর্তব্য কার্য আমরা করবো।

সিরাজ। যাও শীঘ্র যাও, মীরজাকরকে ডেকে আনো।

দূতের গ্রহণ

ছিঃ ছিঃ ! এখনও কপটতা, কোরাণ স্পর্শ ক'রে কপটতা !
মুসলমান হৃদয়ে এতদূর কপটতা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না।
এ কি, ঘোর সিংহনাদ শুনি ইংরাজের দলে !
জান হয় হা-হা-হা হবে কাঁদে মম সেনা,
আজি দেখি ফুরায় সকলি।

রক্তাক্ত হ্রিয়গদে মীরমদনকে লইয়া সৈন্তগণের প্রবেশ *

মীরমদন, মীরমদন—ভাই ! কি হ'লো !

মীরমঃ। জনাব, আমার সম্মুখে অবস্থান করুন, আমি প্রভুর চক্রবদন
দেখতে দেখতে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করি। বড় লাথ ছিলো ক্লাইবের
মস্তক চরণে উপহার দেবো ! বড় উৎসাহে অখারোহী সৈন্তে
আত্মকাননে আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিলেন, দৈব বিড়ম্বনা ! অকস্মাৎ
ইংরাজের গোলায় আহত হয়েছি। জনাবকে দর্শন করবার জন্য, ভগ্ন-
দেহে এখনও প্রাণবায়ু অবস্থান কচ্ছে। জনাব, সাবধান—বিশ্বাস-
ঘাতকদের আর বিশ্বাস করবেন না, সকলেই শত্রু। হস্তীগুণ্ডে ধ্বংস

যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হোন। বাজলার সেনা রাজভক্ত, জনাবকে রণস্থলে দেখে, বিশ্বাসঘাতকদের বাক্য অবহেলন ক'রে, সকলে প্রাণপণে ইংরাজকে আক্রমণ ক'রবে। জনাব, সেলাম! রহুল আজ্ঞা!

যত্ন

সিরাজ। মীরমদন—মীরমদন—অভাগাকে ফেলে কোথায় যাও—তুমি যে আমার দক্ষিণ বাহ, আমায় শত্রু বেষ্টিত রেখে কোথায় গেলে! আমি কাকে বিশ্বাস ক'রবো, আমার আপনার কে আছে? মীরমদন ওঠো, কলিকাতা আক্রমণে, নিশাযুদ্ধে তুমি আমায় রক্ষা করেছিলে, আজ পলাশী ক্ষেত্রে কে আমায় রক্ষা করবে।—ভাট্ট ওঠো, চলো রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে যাই—আর আমার পাপ রাজ্যে প্রয়োজন নাই। মীরমদন—মীরমদন কোথায় গেলে!

দূতের পুনঃ প্রবেশ

দূত। জনাব, সেনাপতি মীরজাফর উত্তর দিয়েছে, যে এ সময় যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করা, আমার উচিত নয়;—আমার অনর্শনে, সৈন্তগণ উৎসাহ ভঙ্গ হ'য়ে, যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করবে।

সিরাজ। আমার হস্তী আনয়ন করো, আমি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাবো। দেখি আমায় নবাব ব'লে সেনারা গ্রহণ করে কি না; আমার বীরবংশে জন্ম কি না পরিচয় দেবো। মীরমদন পড়েছে, আমি স্বয়ং না যুদ্ধ ক'রলে কে যুদ্ধ ক'রবে। বিদেশী বণিক দেখুক—এখনো বাজলার বীর্য নিরূপিত নয়, নবাবের প্রভাবে বড়বজ্জকারীর মজ্জা বিফল হয় কি না দেখুক! হয় ইংরাজ নিশ্চল হবে, নয় আলীবক্শীর বংশ নাশ হবে।

বালকবেশে জহরার প্রবেশ

জহরা। জনাব জনাব, বালকের গোস্তাকি মার্জনা হয়—সেনাপতি মোহনলাল, বীর বিক্রমে বিপক্ষকে আক্রমণ কচ্ছেন। জনাবকে রণস্থলে দেখলে তিনি জনাবেব রক্ষার্থে আক্রমণ হ'তে বিরত হবেন। মীরজাফর, রায়হুর্লভ প্রভৃতি কুচক্রীর সেনারা তাদেরই বশীভূত, জনাবের আজ্ঞা কতদূর রক্ষা করবে জানি না। জনাব যুদ্ধস্থলে গেলে এখন বিপর্যয় ঘটবে। চিন্তা দূর করুন, মোহনলালের প্রভাবে রণজয় হবে। আমি মীরজাফরকে ডেকে দিচ্ছি।

সিরাজ। বাও, নত্বর যাও, ডেকে আনো।

জহরার প্রস্থান

দেখি কি কঠিন পাষণে নির্মিত! অল্পনয়-বিনয়—কিছুতেই কি কঠিন হৃদয় ভ্রব হবে না? কি জানি, রাজ্য লোভ—রাজ্য লোভ! যখন লোকভয়, কন্ডভয়, মহুগুহ বর্জন করেছে, তখন কি কথা ছরভিসন্ধি পরিত্যাগ ক'রবে? আমি স্বয়ং তাকে রাজ্য প্রদান ক'রবো। ইংরাজ পরাজিত হোক, বাঙ্গলার গৌরব রক্ষিত হোক, মুসলমান প্রভাব অপ্রতিহত থাকুক, বিদেশীর গর্ব ধ্বংস হোক। আমার রাজ্য প্রয়োজন নাই, মীরজাফর রাজেশ্বর হোক। রাজ্য প্রাপ্ত হ'লেও কি স্বদেশের গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখবে না? জয়ভূমির প্রতি লক্ষ্য রাখবে না? আমার বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতকদের অধীন, এ বিশ্বাসঘাতকেরা বাঙ্গলার পক্ষে যুদ্ধ জয় না ক'রলে রণজয়ের আশা নাই।—আমার রাজ্যত্যাগে যদি মুসলমানের রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছাড়া রাজ্য আমার প্রয়োজন নাই।

রায়হুর্লভের প্রবেশ

রায়হুঃ। জনাব, কি নির্মিত চিন্তা কচ্ছেন, বার বার কি নিবৃত্ত সেনাপত্যিক ডাকছেন? ইংরাজ আত্মকাননে আত্মর গ্রহণ ক'রেছে,

এক্ষণে তাদের আক্রমণ উচিত নয়। বিশেষ আমাদের বারুদ সব নষ্ট হয়েছে, অস্ত্র যুদ্ধ এই অবস্থায় থাকুক, কাল প্রাতে আক্রমণ যাজ্জেই ইংরাজ পতন হবে। সেনাপতি মীরমদন, নিষেধ না শুনে হত হয়েছেন। মোহনলাল যদি নিরস্ত না হন, তা হ'লে বিপদের আশঙ্কা অধিক।

সিরাজ। আপনি সেনাপতিকে একবার আসতে বলুন।

মীরজাফর ও রাজবল্লভের প্রবেশ

রায়চুঃ। এই যে সেনাপতি আগত।

সিরাজ। সেনাপতি—সেনাপতি, আর বিরূপ কেন? এ সময় কেন আমাকে পরিত্যাগ কচ্ছেন? আমি বার বার আপনাদের বলেছি, আমরা যদি অযোগ্য বিবেচনা করেন, আমরা রাজ্যচ্যুত ক'রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করুন। এই দেখুন, এই রাজমুকুট আপনার পদতলে স্থাপন করছি, আপনি স্বয়ং গ্রহণ করুন। আহ্নন, আমি সমস্ত সৈন্তের সম্মুখে আপনাকে বাদ্‌লা-বিহার-উভিদ্ধার নবাব ব'লে অভিষেক করছি। আপনি নবাবের মর্যাদা, মুসলমানের মর্যাদা, বাদ্‌লার মর্যাদা, বাদ্‌লার স্বাধীনতা আজ যুদ্ধে রক্ষা করুন। আর বিরূপ হবেন না, সকলই যাবে, আজই বিধর্মী, বিজাতীয় পদানত হ'তে হবে, বাদ্‌লার গদী ফিরিঙ্গির পায়ে অর্পণ করবেন না।

মীরজাঃ। জনাব, কি আজ্ঞা কচ্ছেন? আজকের যে অবস্থা, এতে রণক্ষেত্র অসম্ভব, আক্রমণে কেবল সৈন্তক্ষয় হবে, শত্রুর হানি হবে না। আমরা সেনাপতি করেছেন, কিন্তু মীরমদন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে প্রাণত্যাগ করেছেন—মোহনলালও সৈন্তক্ষয় ক'রতে প্রবৃত্ত হয়েছে। যুদ্ধ জয়, কেবল উৎকট সাহসে হয় না—সৈনিকগণ আবশ্যিক। আপনি মোহনলালকে নিবৃত্ত হ'তে আজ্ঞা দেন।

সিরাজ। বেক্রপ কর্তব্য হয় করুন, মোহনলালকে আমার নামে কাত্ত হ'তে বলুন।

রায়হুঃ। সেনাপতি মহাশয়, আমার বিবেচনায় নবাবেদু. মুর্শিদাবাদ যাওয়া কর্তব্য। নিশাকালে যদি ক্লাইব শিবির আক্রমণ করে, সে এক মহা বিপদের কথা।

মীরজাঃ। সঙ্গত প্রস্তাবই করেছেন। (সিরাজের প্রতি) যদি বাঙ্গার বাক্য গ্রহণ করেন, বেগগামী উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, ক'জন রক্ষকের সহিত নবাব মুর্শিদাবাদ গমন করুন—কল্য জয় সংবাদ সিংহাসনে প্রাপ্ত হবেন।

সিরাজ। যদি আপনাদের অভিযত হয়, আমি মুর্শিদাবাদে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু মোহনলালকে ডাকুন।

মীরজাঃ। আপনি প্রত্যাগমনের উজোগ করুন, আমরা তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করছি।

সিরাজকোলা ব্যতীত সকলের গ্রহান

সিরাজ। বিশ্বাসঘাতকতা! সকলের বদনে অঙ্কিত—নয়ন-কোণে বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রকাশ পাচ্ছে! অসহায় মোহনলাল যুদ্ধ করেছে, আমার হৃদয় কল্পিত! মীরমদন পতিত, মোহনলালের অমঙ্গল হ'লে সর্বনাশ! কি করবো! মোহনলাল আহুক, সে বেক্রপ পরামর্শ দেয়, সেইরূপ করা উচিত।

জহরার পুনঃ প্রবেশ

জহরা। কি দেখ্‌ছো—কি দেখ্‌ছো? সেই তসবীরবাহিকা—তোমার দূত নই। যুদ্ধ জয় হবে, স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না। আমিই তোমার বাকদের আবরণ খুলে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়েছি, এই বড়ঘরে আমিই প্রধান—তোমার মাতৃশ্রদ্ধা ঘসেটাবেগমের অর্থে ইংরাজ-সৈন্য

পুটে, সে আমার কৌশল। এখনো পালাও—এখনও মুর্শিদাবাদে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করো, একা মোহনলাল তোমার প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। আজ রজনীতে বিদ্রোহীরা একত্রিত হ'য়ে তোমার প্রাণবধ করবে। সকলেই প্রাণবধ করতে এসেছিলো, কিন্তু দিনমান, সকলে দেখবে, নবাবকে হত্যা করায় নিন্দা হবে, প্রজারা বিরূপ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এখনো তুমি জীবিত। পালাও—পালাও—নচেৎ নীরব নিলীখে বিদ্রোহী-হস্তে তোমার প্রাণবাস্থ্য বহির্গত হবে—লোকের নিকট প্রচার হবে, ইংবাজ বধ করেছে। তোমায় পালাবার পরামর্শ দিয়েছে কেন জানো? তুমি ওদের উপদেশ গ্রহণ করবে না, এইখানেই অবস্থান করবে, বধ করবার সুযোগ পাবে।

সিরাজ। কে তুমি? তুমি সেই তারার তস্বীরবাহিকা, আমার শত্রু কেন? আমার অনিষ্ট সাধন কেন কচ্ছ?

জহরা। কে আমি—কে আমি? আমি হোসেনকুলির সম্ভাগিতা স্ত্রী, যে হোসেনকুলিকে তুমি স্বহস্তে বধ করেছ! তোমার প্রাণ রক্ষার্থে, তোমায় পালাবার উপদেশ দিচ্ছি নে। যে স্থানে হোসেনকুলিকে প্রকাশ্রে বধ করেছিলে, সেই স্থানে প্রকাশ্রে তোমায় বধ করবে;—তোমার উষ্ণ শোণিত হোসেনকুলির কবরে দেবো, তবে হোসেনকুলির প্রেতাত্মা তৃপ্ত হবে! আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হবে!!

জহরার প্রস্থান

সিরাজ। বিভীষিকা মূর্তি—বিভীষিকা মূর্তি—দানবী, মানবী নয়! শোণিত-লোলুপা প্রেতিনী নির্ভরে সৈন্তশ্রেণীতে বিচরণ কচ্ছে! না—না, এ স্থানে আর থাকা কর্তব্য নয়। সকলেই শত্রু, বেলা অবসান প্রায়, রজনীতে আমার বধ করবে! কথা অসম্ভব নয়—বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যলোভী, সন্ন্যাস প্রকৃতি!—এখনো আমার বিশ্বাসী শরীর-রক্ষক আছে, তাদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করি। কে আছে?

কয়েকজন গ্রহরীর প্রবেশ

গ্রহবিগণ । জনাব ।

সিরাজ । হস্তীপৃষ্ঠে মীরমদনের দেক মুশিদাবাদে ল'য়ে চলো ! ..

সকলের গ্রহান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

পলাশী ক্ষেত্র—রণস্থল

মোহনলাল ও সৈন্তগণ

মোহনলাল । অগ্রসর হও—অগ্রসর হও,—এখনই ইংরাজ ধ্বংস হবে,
—ঐ দেখ—ভয়ে অভিভূত হ'য়ে সকলে পলায়ণপর, এই দণ্ড ইংবেজ
উচ্ছেদ হবে। (নেপথে যুদ্ধনিবারণের সঙ্কেতসূচক ভেরীনিদাদ)
ও রণভেরীর প্রতি কর্ণপাত ক'রো না—বিশ্বাখাতক বিদ্রোহীবা
ভেরী নিদাদ ক'রে নিরস্ত হ'তে বলছে !

সিনক্রের প্রবেশ

সিনক্র । এ কি মশায়, এখন লড়াই নামাতে নবাবী ভেরী ডাকছে
কেন ? এখন লড়াই থামলে যে দণ্ড বরবাদে যাবে ! হামরা ঘণ্টা-
ভোর তোপ চালালে, আর আপনি charge দিলে, একটা ইংরাজ
ফৌজ বাঁচিবে না ।

মোহনলাল । সাহেব, ও শত্রুর ভেরী, কর্ণপাত ক'রো না । যদি নবাবের
অহুমতিতে ভেরী বেজে থাকে, তথাপি কর্ণপাত ক'রো না । আমরা
নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করবো, ইংরাজ ধ্বংস ক'রে নবাবের সম্মুখে

উপস্থিত হবো, নবাবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় যদি দণ্ডনীয় হই, সে দণ্ড গ্রহণ করিবো। সাহেব যাও, কদাচ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ো না।

সিনক্রোঁ । ঠিক বাত্ । দেখুন দেখুন—আপনার দেশের লোকের তারিফ । নবাবের ছুন খাইল, আর চূপচাপ খাড়া রহিয়াছে ! কাঠের পুত্‌লোবি হওয়ায় নড়ে, এ একটা লোক নড়ে চড়ে না ! ইংরাজের বুদ্ধিকে বাচবা দিতে হয়, ঘরোয়া মন ভাঙাতে এমন জাত আর দু'টা নাই।

মোহন । সাহেব আর কেন লজ্জা দাও—যাও, যুদ্ধে কদাচ ক্ষান্ত হয়ো না, স্বয়ং নবাব এসে নিবারণ করলেও নয়। মীরমদন আহত, তার সৈন্য বিশৃঙ্খল হয়েছে, আমাদের উৎসাহে তারা উৎসাহিত হবে।

সিনক্রোঁ । ভাবিবেন না, আমরা তোপ ছাড়িব, কামাই দিব না।

সিনক্রোঁর প্রস্থান

মোহন । (সৈন্যগণের প্রতি) এসো—এসো, অগ্রসর হও, বণজয়ের আর বিলম্ব নাই । যদিচ মীরমদন পতিত, তোমরা জনে জনে তাঁর অমুসরণ করো, জনে জনে মীরমদন হও, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিতে কাতর হ'যো না, মীরমদনের দৃষ্টান্ত অমুসরণ করো।

জন্মবার প্রবেশ

জহা । সর্বনাশ হলো !—সর্বনাশ হলো !—বিক্রোহীরা সুযোগ দেখে নবাবকে আক্রমণ করেছে, কয়জন মাত্র দেহরক্ষী তাদের নিবারণ করতে পাচ্ছে না, সেনাপতি মীরমদন মৃত, নবাব “মোহনলাল—মোহনলাল” বলে আর্জুনাদ কচ্ছে—নবাবকে রক্ষা করুন—নবাবকে রক্ষা করুন !

মোহন । এ কি সর্বনাশ !

মোহনলালের বেগে প্রস্থান

জহরা। (সৈন্তগণের প্রতি) আর কার মুখপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছ ?
মীরমদন যুত, মোহনলাল পলাতক, অকারণ ইংরাজের হাতে কেন
প্রাণ দাও ? পালাও !—ঐ দেখ ইংরাজ আসছে ।

নেপথ্যে ক্লাইব । Fix bayonet, charge.

সৈন্তগণ । এলো—এলো—

সৈন্তগণের পলায়ন

জহরা । বাজ্ লা জল্বে—মুর্শিদাবাদ জল্বে—যেখানে হোসেনের রক্তপাত
হয়েছে, সে স্থান অরণ্য হবে ! যাঠ, যাই—নবাবের উষ্ম রক্ত ব্যতীত
হোসেনের তৃপ্তিলাভ হবে না ! যাঠ—যাঠ—ঐ যে ক্লাইব আসছে ।

জহরার প্রস্থান

সম্মুখে ক্লাইবের প্রবেশ

ক্লাইব । There's the road to Murshidabad, quick march.
Long Live George II. Hip Hip Hurrah.

ইং-সৈন্তগণ । Hip Hip Hurrah ! Hip Hip Hurrah !!

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুর্শিদাবাদ—নবাবের অন্তঃপুর

লুৎফউল্লাহ ও জোবেদি

লুৎফ । জোবেদি, একবার তুমি নগরে যাও, আমার প্রাণ আকুল হচ্ছে ;
—শুনলেম নবাব মুর্শিদাবাদে এসেছেন, কিন্তু অন্তঃপুরে কেন এলেন
না ? উপযুক্তি পরি সাতজন খোজাকে সংবাদ আনতে পাঠালেম, কেউ
ফিরুলো না । অনবরত দূর থেকে কোলাহল ধ্বনি আসছে, কিন্তু
কিসের কোলাহল বুঝতে পারছি নে । বার বার রণজয় ক'রে যখন

নবাব ফিরুতেন—“জয় নবাবের জয়” ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হতো, আতসবাজীতে গগনমণ্ডল আলোকিত হতো, নগর দীপমালায় সজ্জিত হতো, কিন্তু এবার সকলি বিপরীত। উচ্চ কলরব, কিন্তু নবাবের জয়নাদ নাই, আকাশ তমসাচ্ছন্ন, নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব কোথায়—শীঘ্র সংবাদ আনো।

জোবেদি। বেগমসাহেব, আশঙ্কায় আমার জিহ্বা জড়িত, কোথায় যাবো, কোথায় সন্ধান নেব? যেন সমস্ত বিষাদপূর্ণ মনে হচ্ছে, রাজপ্রাসাদ আনন্দ-রবহীন।

লুৎফ। যাও জোবেদি—যাও, আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। নবাবের দেখা পেলে ব'লো, একবার মাত্র দাসীকে দর্শন দিয়ে, রাজকার্যে নিযুক্ত হোন—একবার দর্শন দিয়ে যান।

জোবেদির প্রস্থান

আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধ্বনি, আমার প্রাণ কঁদে কঁদে উঠছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দিকে অমঙ্গল ধ্বনি! যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপুত্রী পরিপূর্ণ!

গীত

কেন প্রাণে ওঠে হাহাকার।

মলিন হৃদয়শশী, নেহারি আধার।

এ পুর অশান সম, নগরে নিবিড় তম,

শুনি যেন হয় ভ্রম, করুণ রোদন কার।

যেন পিশাচের রক্ত, ভীষণ হেরি ক্রভঙ্গ,

আন্তরে শিহরে অঙ্গ, শিথিল শোণিত ধার।

সমরে জীবন-ধন, দিয়াছি কি বিসর্জন,

নিরাশে মগন মন, কোথা মম প্রাণাধার।

এই যে নবাব—একি স্বর্ণকাস্তি এমন শ্রীহীন কেন!

সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ

নবাব—জাঁহাঙ্গনা !

সিরাজ। নবাব কে—কারে নবাব বলছ ? বিদ্রোহী, বিদ্রোহী—
চতুর্দিকে বিদ্রোহী ! রাজা-প্রজা, অমাত্য-নফর, ছোট বড় সকলেই
শত্রু, সকলেই বিদ্রোহী, এখানেও বিদ্রোহীর প্রভাব। ঐ শোন—
প্রজারা “জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়” বলে উচ্চনাদ কচ্ছে।
আমায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠে নগর প্রবেশ করুতে দেখে, প্রজারা ভয়ে পলায়ন
করলে। রাজ-ভাণ্ডার মুক্ত ক’রে দিয়ে, সৈন্য সঞ্চয় করুতে পারলেম
না। আমার পক্ষে যাকে আহ্বান করি, যাকে বশীভূত করবার জন্য
অর্থ প্রদান করি, সেই বিদ্রূপ করে;—আমার পতনে সকলে
উল্লসিত। এ রাজপুরী আর আমার নয়, এ আমার কারাগার।
জয়োন্নত শত্রু-সৈন্য মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, আর হেথায়
আমার স্থান নাই। রাজপুরে ঘসেটাবেগম শত্রু, নগরে প্রজা শত্রু,
অমাত্য-বান্ধব শত্রুর সহায়। আমি তোমার নিকট বিদায় হ’তে
এসেছি, এই নিশীথেই নগর পরিত্যাগ করবো। গুপ্ত পথে পলায়ন
করুতে হবে, নচেৎ যে সন্ধান পাবে, সেই শত্রুকে সংবাদ দেবে।

লুৎফ। কোথায় যাবে, আমায় কাকে দিয়ে যাবে ? সকলেই যদি
বিদ্রোহী হ’য়ে থাকে, আমি তোমার প্রজা, আমার হৃদয়-রাজ্যে তুমি
নবাব। চলো যাই—দূর বনে যাই, যথায় নর সমাগম নাই, তথায়
অবস্থান করি। ব্যাঘ্র, ভল্লুকও রাজ-অমাত্য অপেক্ষা বিষেষহীন।
চলো, বনবাসে কুটীরে রাজ্য স্থাপন করি, আমি তোমার প্রজা, আমি
তোমার দাসদাসী, আমার সেবায় তুমি নিপুণ ভৃত্যের সেবা বিন্ধত
হবে। আমি প্রাতে আমার হৃদয়েশ্বরের বন্দনা-গান করবো,
রাজভোগ প্রস্তুত করবো, ফুল-শয্যা রচনা করবো। তুমি রাজ্যহীন,

আমি প্রাণেশ্বর হীন নই ! চলো নির্জনে তোমায় দেখবো, দিবারাত্র তোমার নিকট থাকবো, আমার হৃদয়ের প্রীতি উপহার দানে তোমার কর প্রদান করবো, কপট প্রজার শঠ উপাসনার পরিবর্তে, নিখিল চিন্তে তোমার উপাসনা করবো ;—তুমি কপট রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে নিখিল রাজ্যের রাজা হবে । দাসীকে পায়ে ঠেলো না, সঙ্গে নাও ।

সিরাজ । তুমি কোথায় যাবে ? বহু পশুর আয়, গোপনে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে গমন করিতে হবে, অন্ধ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'বে ;—রাজপুরবাসিনী, কখন যুক্তিকায় পাদক্ষেপ করো নি, কঠিন সঙ্কীর্ণ পথে, কিরূপে আমার সহগামিনী হবে ? বেগম মহিষীর নিকট অবস্থান করো, আমি পাটনায় যাত্রা করছি, রামনারায়ণের সাহায্যে সৈন্ত সঞ্চয় ক'রে প্রত্যাবর্তন করবো ।

লুৎফ । আমি রাজপুরে থাকবো ! অচিরে রাজপুরী শত্রু-করণত হবে, তোমার মহিষী হ'য়ে শত্রুর অধীন হবো ? শত্রুর কুবচন সহ্য করবো ? তোমার হুঃখ সহ্য হবে, তোমার ক্লেশ সহ্য হবে, তুমি নবাব, আজম নবাব, জন্মাবধি কোন আশ্রয় সহ্য করো নি, তোমার সহ্য হবে !—আর আমি, যে দীন কুটীরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তোমার পদসেবা ক'রে ঐশ্বর্যশালিনী, সেই পদসেবা এখনো করবো, আমার ক্লেশ সহ্য হবে না ? তুমি চ'লে যাবে, তুমি বনপথে ভ্রমণ করবে, আমি রাজপুরে থাকবো ?—এ অপেক্ষা অধিক যত্নগা, আমি কল্লনায় স্থান দিতে পারি নি ! কেন নাথ বিমুগ্ধ হচ্ছ, দাসীকে কেন বঞ্চনা করছ, আমায় সঙ্গে নাও । তোমার বিরহে আমার যে যত্নগা, সে যত্নগা তোমার বিজ্ঞোহী শত্রুদেরও দিতে প্রস্তুত নই । দাসীকে বধ ক'রো না, তোমার বিরহে এক দণ্ডও জীবন ধারণ করতে পারবো না ।

সিরাজ । তবে চলো—শীঘ্র প্রস্তুত হও, আর একদণ্ড বিলম্বের অবসর নাই, গভীর রজনী—এই উত্তম স্রোযোগ ।

উদ্ভৱ জহরার প্রবেশ

উদ্ভৱ। মা-মা, আমায় একা রেখে কেন চলে এসেছ ? জনাব, জনাব সেলাম, আমায় কোলে নিচ্ছেন না কেন ? আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ? আমায় সঙ্গে নেন নি কেন ? আমি হস্তীপৃষ্ঠে আপনার সঙ্গে যেতে বড় ভালবাসি জানেন, তবে আমায় সঙ্গে নেন নি কেন ? কেন আমায় আদর কচ্ছেন না ? আমি কি কিছু দোষ করেছি ?

সিরাজ। না মা, না—তুমি শোওগে—রাত হয়েছে, আমায় দরবারে যেতে হবে।

উদ্ভৱ। মা—মা, নবাব অমন হয়েছেন কেন মা ? তুমি কাঁদচো কেন মা ? কি হয়েছে বলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাঁদবো।

সিরাজ। এই এক সর্বনাশ, একে নিয়ে কোথায় যাবো ! আঠা বৎসে, কেন তুমি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলে ! তুমি স্বর্গীয় দেবদূত, এ শত্রু-গৃহে কেন এসেছিলে !

উদ্ভৱ। কেন জাঁহাপনা, আমি যে আপনার কণ্ঠা—আমি তো আপনার কাছেই থাকি, আজ এখানে এসে কি দোষ করেছি ?

সিরাজ। আহা অবলা বালিকা, কিছুই জানে না, এ আমার মহাপাপের দণ্ড ! কঠিন রাজকাৰ্য্যে কত গৃহে এইরূপ বালিকা রোদন করেছে। বোধ হয় সেই ছবি, ঈশ্বর আমার সম্মুখে উপস্থিত কচ্ছেন। আর বৃথা! অহুতাপ, অহুতাপের সময় অতিবাহিত হয়েছে। রাজ্য-মদে • গৌরব-মদে কখনো মনে স্থান দিই নে, যে লোকে এমন নিরাশ্রয় হয় !

লছমন সিংহের প্রবেশ

লছমন। জনাব, মার্জনা আজ্ঞা হয়, বিনা অহুমতিতে অস্ত্রপূর্বে প্রবেশ করেছি ; সেনাপতি মোহনলাল নিরুদ্দেশ। শত্রু আগত প্রায়। দু'টা উষ্ট্র প্রস্তুত আছে, যত শীঘ্র পারেন পলায়ন করুন।

সিরাজ। লছমন সিংহ, ভাণ্ডার শূন্য ক'রে অর্থদান ক'রেছি, সকলে শপথ ক'রে অর্থ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একজনও কি আমার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করতে প্রস্তুত নয় ?

লছমন। না জনাব, শত্রুর চর সকলকেই বিমুখ করেছে, ঘসেটীবেগম গুপ্তধন বিতরণ ক'রে সকলকে আপনার পক্ষ ত্যাগ করতে উত্তেজিত করেছে। বিদ্রোহীর কোশলে সকলের মনে ধারণা, ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বাতুলতা। সকলের হৃদয়ে ধারণা জন্মেছে, যে ইংরাজ সদাচারী, দুর্দম নবাবকে দমন ক'রে শাস্তি স্থাপনেব নির্মিত্ত মুর্শিদাবাদে অগ্রসর হচ্ছে, আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না, সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করতে পারবে। প্রজায়া—আবালবুদ্ধ-বনিতা—কোম্পানির জয় গান কচ্ছে, কতক্ষণে কোম্পানীর সৈন্য নগর প্রবেশ করবে, তার অপেক্ষা কচ্ছে, কথার সময় নাই, পলায়ন করুন।

সিরাজ। লুৎফউল্লিসা, আর বিলম্ব ক'রো না, তোমার রত্নাদি যা কিঞ্চিৎ থাকে, শীঘ্র নিয়ে এসো ;—এ বালিকাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। একে কোথায় রেখে যাবো—আমাদের যে দশা, বালিকারও সেই দশা হবে। আহা বৎসে, কেন তুমি রাজগৃহে জয়গ্রহণ করেছ, কুটীরবাসিনী হ'লে, এ গভীর রজনীতে গৃহত্যাগ করতে হতো না!

লুৎফউল্লিসা ও উম্মে জহরার প্রস্থান

লছমন। জনাব, শীঘ্র আহুন, আমি গুপ্তধারের নিকট উঠে ল'য়ে যাই।

সিরাজ। লছমন সিং, তোমার রাজভক্তিই তোমার পুরস্কার। আমি আর নবাব নই, তোমায় কি পুরস্কার প্রদান করবো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ;—ঈশ্বর-রূপায় চিরজীবন অসহায়কে সাহায্য প্রদান করো।

লছমন। জনাব, আর জীবনে সাধ নাই। যদি প্রাণদানে জনাবকে

সিংহাসন দিতে পারতেন, জীবন সার্থক জ্ঞান করতেম। হায় কেন
পলাশীক্ষেত্রে মীরমদনেব পার্শ্বে শয়ন করি নাই।

গেহমন সিংহের প্রস্থান

করিমের প্রবেশ

সিরাজ। কে ও!

করিম। কেউ নয় বল্লই পারেন;—তবে কি জানেন, আমিও বাঙ্গালী,
বঙ্গদেশে আমার জন্ম, সকলে সুসময়ে জনাবের নিকট বক্সিস নিয়েছে,
এই দুঃসময়ে বক্সিস নিতে এসেছি, আর কখন তো পিতৃস্বরূপ রইলো
না। নবাবী সিংহাসন নিয়ে সকলে কাডাকাড়ি কচ্ছে, নবাবী
পরিচ্ছদটা আমার চাই, এইজন্ত এসেছি। তা অমনি নিচ্চিনি, বদলা
বদলি। এই পাগড়ি নিন, আপনার পাগড়ি দিন; এই চোগাচাপ-
কান নিয়ে আপনার চোগাচাপকান আমায় দিন। আর এই
পাজামাটা ওরই উপর পকন।

সিরাজ। করিম চাচা, এ সময়েও তুমি বন্ধু, এ সময়ে তুমি আমায়
অশ্রয় দান করতে এসেছ। আমার দৈব বিড়ম্বনা, তাই তোমায়
মনীষ প্রদান করি নি, তোমায় নিয়ে কৌতুক করেছি। করিম,
আর দেখা হবে না।

করিম। সেইটে বুঝেই পোষাকটা নিতে এসেছি, নইলে দু'দিন র'য়ে
ব'সে নিতুম।

বেশ পরিবর্তন করিয়া উদ্ভূত জহাব সজ্জিত রত্ন সম্পূর্ণ হস্তে

সুৎফটরিসার পুনঃ প্রবেশ

সিরাজ। চাচা চল্লেন, সেলাম!

করিম। সেলাম। (স্বগত) তোমায় এখনো ভাগি, ভাল নবাবী
সেলাম পেলে।

সিরাজ । (উদ্ভ্রান্ত জল্পবার প্রাতি) এসো মা এসো, আমরা বেড়াতে যাবো ।

করিম ব্যতীত সকলের প্রস্থান

করিম । • (উদ্দেশে নবাবকে সেলাম করিয়া) একটা পাজামা পেলো ঠিক হতো, একটু বেশাট হচ্ছে । না, ঐ যে নবাব ছেড়ে দিয়ে গেছে ;—নিই, ঐটে প'রে নবাব হ'য়ে সদর দোর দিয়ে বেরুই । আমার বাহবা আছে, ছিলেম কামিনীকান্ত, হলেম করিম চাচা, আবার এই নবাব হ'য়ে দাঁড়াই । তবে সেলাম খাবার পরিবর্তে তলোয়ারের চোট খাওয়াই অধিক সম্ভাবনা । তা হ'লেই বা দুনিয়া ছেড়ে গেলে একটু আফিং কি আর কেউ দেবে না ? না দেখে আর কি করবো, কাটামুণ্ডেই হাই তুলবো ! এই তো বাবা বেকাস হ'য়ে গেল, জুতো জোড়টার মধ্যাদা বুঝলুম না ! কামিনীকান্ত, তোমার মেধা বড় কম । ইংরেজের বুট পায়ে জুতো দেখেও জুতোর মধ্যাদা শিখলে না ! অনেক বাঙ্গালী ভাষাকেই বুটের মধ্যাদাটা ঠেকে শিখতে হবে, না হয় তোমার বরাতে হলো না, কি করবে ! নবাবটা জুতো খেয়ে বিদেয় হলো, জুতোর চোটে না ধরা পড়ে । করিম চাচা, তুমি কে হে ? অদৃষ্ট খণ্ডন করুতে এসেছ । এসো এখন সটান নবাব হ'য়ে বেরোও ; নাও নাও, পাজামাটা কুড়িয়ে নে এসো ।

প্রস্থান

আলিবন্দী-বেগম ও ঘসেটীবোনের ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ

ঘসেটী । মা নবাব-বেগম, সিরাজকে খুঁজতে এসেছো, আদরের পুত্রিপুত্রকে খুঁজতে এসেছো ? পাতি পাতি ক'রে পুরী অন্বেষণ করো, দেখো, যদি খুঁজে পায় । আমিও অন্বেষণ করছি । মতিঝিল ভক্ত করেছিলে, তোমার রাজপুত্রী ধলিসাৎ হবে ; সেদিন তোমার জ্যোষ্ঠা কস্তুর চক্ষে শত ধারা বইবে, মতিঝিল যেমন বেঁটন করেছিলে, শত্রু সৈন্য তেমনি পুরী বেঁটন করবে ;—মতিঝিল যেমন লুণ্ঠিত হয়েছিল, তোমার পুরীও সেইরূপ লুণ্ঠিত হবে ; আমি যেমন হাহাকার ক'রে

পুরী পরিত্যাগ করেছিলেন, সেইরূপ উচ্চ হাহাকার রাজপুরীতে উথিত হবে।

বেগম। পাপীষসী, বান্ধসী, এখনো তোঁর শাস্তি নাই ? এখনো তোঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই ? আরে কুলকলঙ্কিনি, আরে দুশ্চারিণী ! তোঁর কি কিছুতেই তৃপ্তি নাই ? কুলে কলঙ্ক দিলি, রাজপুরে সর্বনাশ কর্বলি, তবু তোঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না ?

ঘসেটী। না, এখনো পূর্ণ হয় নি ! আমি দুশ্চারিণী—আমিনা দুশ্চারিণী নয় ? আমিনা তোমার কন্যা, তাঁর পুত্রের সিংহাসন, আমি তোমার কন্যা নই ? এক্রামদৌলার পুত্রের কি রাজসিংহাসন বাসনা নাই ? কেন—কি নিমিত্ত আমাদের বঞ্চিত করেছ ? পক্ষপাতী, কন্যামমতা-বজ্জিতা, এখনো আমার তৃপ্তি সাধন হয় নাই—তোমার উচ্চ আশ্রিত্য এখনো অ্রবণ করি নি, এখনো আমিনা বক্ষে করাঘাতে রোদন করে নি, এখনো সিরাজ-মহিষীরা পতিশূচা হয় নি, এখনো লালকুটি ভঞ্জে প্রতিশোধ হয় নি, এখনো আমার বন্দী অবস্থার প্রতিশোধ হয় নি, এখনো হোসেনকুলির শোণিতেব প্রতিশোধ হয় নি।

বেগে মোহনলালের প্রবেশ

মোহন ! মা, নবাব কোথায় ?

বেগম। বৎস কি সংবাদ ? তুমি কি রণভঙ্গ ক'রে এসেছ ? তোমার সৈন্ত কোথায় ? তারা কি শত্রু দমন করেছে ? শুনছি ফিরিজিরা মুর্শিদাবাদ অভিযুগ্ধে আসছে, তাদের প্রতিরোধের কোন উপায় ক'রেছ কি ?

মোহন। মা, আমি একা, আর আমার সৈন্ত-সামন্ত নাই। নবাব কোথায় বলুন, তাঁকে গদীতে বসিয়ে, এখনি সৈন্ত হুষ্টি করবো, আমার উত্তেজনায কোণী বক্ষ উত্তেজিত হবে, মুর্শিদাবাদে কখনই শত্রু প্রবেশ করবে না, নবাব কোথায় ?

ঘসেটা। মোহনলাল—বিফল চেষ্টা, আর সৈন্ত সংগ্রহ করা তোমার সাধ্য নয়! আমার গুপ্ত ধনাগার শুল্ক ক'রে, সিরাজ পক্ষীয় সকলকে নিরস্ত করেছে, তোমার সাধ্য নাই, যে উত্তেজিত করো! সিরাজের রাজমুকুট ভূমিশায়ী হয়েছে, যেমন সুন্দর মতিঝিল ভূমিসাৎ করেছিলে, সিরাজের বাসস্থানও সেইরূপ ভূমিসাৎ হবে; মতিঝিল ঘেরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হয়েছিল, সিরাজের পুরীও সেইরূপ শত্রুর ক্রীড়াস্থল হবে! আমি কে জানো? আমায় চেনো না, আমি ঘসেটাবেগম।

মোহন। তুমি নবাবের মাতৃস্বসা, আমার বধ্যা নও!—কিন্তু যে শত্রুর জয়ে উল্লাস প্রকাশ কচ্ছ, সেই শত্রুর হস্তে তোমার কি অবস্থা হবে, একবারও বিবেচনা করো নি? মীরজাফর তোমার আত্মীয়, কিন্তু তার সম্পূর্ণ পরিচয়ও পাও নি? রাজপুরে রাজমাতার গায় অবস্থান কচ্ছিলে, এখন মীরজাফরের বাদী হবে, রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে, কুটীরে অবস্থান করতে হবে। সামান্য ভিখারিণীর অবস্থা দৈর্ঘ্য কল্পবে। তুমি পিশাচিনীর গায় ব্যবহার ক'রেও পিশাচকে চেন নি? কি পৈশাচিক ব্যবহার, একবারও হৃদয়ে স্থান দাও নি? যে রাজ্যলোভে, মান, মধ্যাদা, জাতীয়তা, স্বদেশগৌরব, মুসলমানের গোঁরব, সামান্য বণিকের পদে অর্পণ করেছ—সে যে পিশাচের ক্লতদাস তা কি অবগত হও নি? সে পৈশাচিক মস্ত্রে দীক্ষিত, তা তোমার উপলব্ধি হয় নি? তার পৈশাচিক ব্যবহারে বাক্‌লা দম্ব হবে, তা কি তোমার অহুমিত হয় নি? অহুতাপের দিন উপস্থিত হবে, কিন্তু অহুতাপে অবস্থা পরিবর্তিত হবে না! আমি রাজভক্ত, স্বদেশভক্ত, আমার অভিশাপ বিফল নয়। (আলিবর্দী-বেগমের প্রতি) মা, চল্লেম, নবাব কোথায় দেখি।

অভিবাচন পূর্বক মোহনলালের প্রস্থান

বেগম। পিশাচী, তুই এই সর্বনাশের মূল!

ঘসেটী। ই্যা ই্যা—তোমার গর্ভজাত কন্যা, পিশাচী ব্যতীত আর কি হবে? তোমার গর্ভে আর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে?

আলিবন্দী-বেগমের প্রস্তান

হোক, মোহনলালের অভিশাপ পূর্ণ হোক। আমার আর অধিক দুঃখবস্থা কি হবে? আমার তো সকলি কুরিয়েছে; একজন কারারক্ষকের পরিবর্তে আর একজন কারারক্ষক হবে। আমায় কি পীড়িত করবে? সিরাজের গোরবে আমার যে মর্ষপীড়া, তার শতাংশের এক অংশ পীড়া দিতে কেউ সক্ষম নয়। সে নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা আর কি গুরুতর যন্ত্রণা হ'তে পারে! সিরাজের পতনে যে উল্লাসে পরিপূর্ণ হয়েছি, সেই উল্লাসে সকল সহ্য করবো! রাজপুত্র হাহাকারে শুন্বো—পক্ষপাতিরা জননীর যন্ত্রণা দেখ্বে—
—সিরাজ-মহিষীগণের দৃষ্টদশা দেখ্বে—আমায় যন্ত্রণা দেবে?—এ অথৈ আমার যন্ত্রণা কিসের! সর্বনাশ হোক—সর্বনাশ হোক—
সর্বনাশ হোক!

দুইজন সৈন্তসহ মীরণের প্রবেশ

মীরণ। কই সিরাজ কোথায়?

ঘসেটী। সিরাজ পালিয়েছে, তার অনুসরণ করো।

মীরণ। লুৎফউল্লিসা কোথায়?

ঘসেটী। সেও পুত্রী পরিত্যাগ করেছে, যোধ হয় সিরাজের সঙ্গে গিয়েছে

মীরণ। তোমার ধনাগার কোথায়?

ঘসেটী। আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সিরাজের বিক্রেতে সে অর্থব্যয় হয়েছে। সিরাজের পক্ষে যারা সজ্জিত হচ্ছিলো, সেই অর্থদানে তাদের নিরস্ত করেছে।

মীরণ। মিথ্যা কথা, অর্থ গোপনে রেখেছ।

ঘসেটী। কি মীরণ, আমায় মিথ্যাবাদী বলছ ? আমার অর্থ সাহায্যে তোমরা কৃতকা্য হয়েছ, আমান অর্থ-সাহায্যে সৈন্তগণ সিরাজের পক্ষ ত্যাগ ক'রে তোমাদের পক্ষ হয়েছে—নচেৎ কি ভাব, তোমাদের জয়লাভ হ'তো ? আমার প্রতি তোমার এইকপ দুর্ভাষা। তুমি প্রতি হীন, তাই বলছ আমি মিথ্যাবাদী, তাই তোমার অন্তরের অন্তরকপ আমার অন্তর দেখছে।

মীরণ। ঘসেটীবগম, খুব কথাই ছটা। এখন বুঝলেম তোমার সাহায্যে সিরাজ পলায়ন করেছে। রাজপুরে সিরাজের প্রহরী থাকে তোমার উচিত ছিল, সে কার্য তুমি করো নি। তুমি বন্দী, নবাব মীরজাফরের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করেছে, কারাগারে অবস্থান করো, যন্ত্রণায় গুপ্ত অর্থ প্রদান করবে। যাও—বন্ধন দশায় একে কারাগারে নিয়ে যাও।

সৈনিকদ্বয়ের ঘসেটীবগমকে বন্ধন কারাগার গমনোক্ত

ঘসেটী। মীরণ, মীরণ, আমায় বন্দী করো, কিন্তু এখনি সিরাজের অনুসরণ করো,—সিরাজ কোথায় দেখো, নচেৎ নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে না। মোহনলাল সিরাজের অনুসরণ করেছে, সে কোথায় দেখো, সে পরম শত্রু, সে জীবিত থাকতে তোমাদের শাস্তি নাই।

মীরণ। যাও নিয়ে যাও—

ঘসেটীবগমকে লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান

লুৎফউল্লিসা, বড় আশায় এসেছিলেন ! এই পাণীয়সীর অসতর্কতাতেই লুৎফউল্লিসা পলায়ন করেছে। কোথায় যাবে, চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করেছে, যেথায় যাক—পুরস্কার-আশায় কেউ না কেউ তারে বন্দী ক'রবে।

প্রস্থান

পঞ্চম পর্ভাক

গ্রাম্যপথ

সিরাজদ্দৌলার পরিচক্ষে করিম

করিম। ক'দিন ধ'রেতো নবাবীটে কচ্ছি, আফিংও ফুরিয়ে এলো। না
খেয়ে নবাবী চলে, কিন্তু আফিং বিরহে বড প্যাচ! নবাব পাটনার
দিকে গিয়েছে, আমি তো উল্টো দিকে চলছি। এমন জগ্জগে
পোষাক দেখে কোন ব্যাটা সেলাম দেয় না, কেউ চেয়েও দেখে না!
ওঃ এতবড নবাবের ব্যাটা নবাব চলেছে, কেউ খোঁজ নিচ্ছে না বাবা!
যাই, যারা নবাবকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তাদের সামনে একবার
পড়ি। নবাবকে ধরেছে বলে একটা গোল উঠলে নবাব একটু
নিশ্চিন্ত হ'য়ে পালাতে পারবে। ঐ যে দু'ব্যাটা দেখছে, আমি
পালাবার মত ভাবটা করি।

প্রহান

ছুটজন সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈন্ত। চলো—চলো—ঐ নবাব ভাগ্তা হায়, ওস্কো পাক্‌ড়ো,
বহুৎ এনাম মিলেগা।

২য় সৈন্ত। নেই ভাই, হাম্‌সে নেই হোঁগা। হাম রাজপুত হায়, বহুৎ রোজ
নিমক খায়। পাক্‌ড়নে হোয়, তোম্‌ যাকে পাক্‌ড়ো।

১ম সৈন্ত। আরে উস্কো পাশ তলোয়ার হায়, হামি একেলি পাক্‌ড়ানে
সেকেজি কায়সে?

২য় সৈন্ত। খুলী তোমরা, হাম চলে।

দ্বিতীয় সৈনিকের প্রহান

করিমের পুনঃ প্রবেশ

করিম। (স্বগত) এক ব্যাটা পালাল যে ? (প্রকাশ্যে ১ম সৈনিকের প্রতি) ওহে আমি নবাব, আমায় লুকিয়ে রাখতে পারো ?

১ম সৈন্ত। আইয়ে জনাব—আইয়ে, গরীবখানামে আইয়ে।

করিম। না বাবা, রায়দুর্লভ ওখানে আছে, তুমি খবর দেবে, আমি পালাই।

১ম সৈন্ত। নেই জনাব, নেই জনাব—

করিম প্রস্থান করিল

হাম রাজা রায়দুর্লভকে খবর দে, বহুত এনাম মিলে গা।

প্রস্থান

ষষ্ঠ পর্ভাঙ্ক

ভগবানগোলা—পীরের দরগা

দানসা

দানসা। এ দরগা পাত্‌ছি মিছে, কেউ সিন্নি দিবার আসে না।

সকতজঙ্গটা ম'রে আর সরাব পাবার যুত নাই। ছুড্‌ডে আস্টা প্যাভাম—বেশ ছেলাম—ঐ হালার পুত হালার নবাবটা বরবাত দিলে ! ঐ একটা ছুরি আস্‌তিছে। যেন দরগা মুখেই সেইডে—এটা মোর মাসীর নানী—এ আবার কোন্‌থে অ্যাণ্ডো ! যেন হস্তে কুস্তির মত বলতিছে ! এ ধেরে পেত্নার ছা।

কহরার প্রবেশ

জহরা। ফকির—ফকির—

দানসা। আরে লও, তোমার সলার মন্টি কোন হালা যায় ! ভাব্‌ছো কি আমার নাক কানটা গজাইছে ? ফের কাট্‌বার চাও !

জহরা। আরে না না ঢের টাকা পাবে।

দানসা। আরে টাকা দাও গিয়ে তোমার মাসৌরি, যার সাত ঘোরা
নাক কান আছে, তারে গিয়ে টাকা দাও।

জহরা। আরে এই নাও—

দানসা। হ্যা—সেবারও দি'ছিলে! দানোর টাকা কি থাকে—
মোহনলাল হালা গালে চড্ডা মারি কারি নেলে—তোমার সলার
মন্তি আর মোরে পাবানা!

জহরা। আরে ট্যাটুঁরা দিয়েছে শোন নি? নবাব পালিয়েছে, যে ধ'রে
দিতে পারবে, সে অনেক পুরস্কার পাবে।

দানসা। ধরো যাইয়ে তুমি। সেবারও ট্যাটুঁরা দেওয়াইছেলে—
এবারও ট্যাটুঁরা দিইছো, আমি তোমায় সমজাইচি।

জহরা। শোনো শোনো—তোমার কোন ভয় নাই। নবাব, হুয় এই
রাস্তা দিয়ে পালাবে—নয় পদ্মা দিয়ে রাজমহলে যাবে। আমি
সে দিক আটকে থাকুবো, তুমি এ দিক আটকাও।

দানসা। হাদে মোর সাথ লাগ'ছো ক্যান? মোর গোস্ত কি বর
মিঠা লাখ'ছো, মোরে খাবার ফিকিরে ঘুরতিছো?

জহরা। নাও নাও, এই টাকা নাও। (খুদা প্রদান) যদি নবাবকে
ধরিয়ে দিতে পারো, ও টাকা তোমার। যদি নবাবের সন্ধান পাও,
ঐ দূরে ধ্বজা উড়ছে দেখছো, ঐ মীরকাসিমের তাঁবু, ঐ খানে
সংবাদ দিয়ে।

দানসা। হাদে যাও—যাও—দিব এনে—দিব এনে।

জহরা। আর ভয় ক'রো না, যদি সংবাদ দিতে পারো, তোমার
ভাগ্য ফিলবে।

এহান

দানসা। এটা খাপ'ছে। এ জহরৎ দেখ'ছি—কাপড় চাপা থাক;

যদি ওরে—ও কাপরের মস্তিষ্কই ওরবে, ও আমি ছোবো না ; ওটা ডাম, মুই সমজ্ করছি ! হাদে মোরে কেটা ধরবার আইচে না কি ?, মুই সরে থাকি ।

প্রস্থান

সিরাজদৌলা ও উম্মৎ প্রত্যেকে ক্রোড়ে করিয়া পুৎকউল্লিসার প্রবেশ

সুৎফ । আহা, বাছ! আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিণীর অধম ! যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে, —যে দুস্ত্রাপ্য মিষ্টান্ন কুকুর-বিড়ালকে দিচ্ছে—আমির-বাহিত ফল যে লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ করে ক্রীড়া করে'চ্ছ, সে আজ তিন দিন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বিকল !

উম্মৎ । না মা না, আমার ঘুম পেয়েছে—ঘুমোকে, তুমি কেঁদো না । আমি গাছতলায় শুয়ে ঘুমোবো । তুমি কোল থেকে নামিয়ে দাও, আমি চলতে পারবো ।

সিরাজ । এ দেখছি ফকিরের আবাস, এই স্থানে একটু বিশ্রাম করি । অনেক দূর এসেছি—বোধ হয় এখানে শত্রুর আশঙ্কা নাই ; বিশেষ এ দেবস্থান—এই থানেই আশ্রয় গ্রহণ করি ।

উম্মৎ । মা আমি শুই, তুমি কেঁদো না । (শয়ন)

সিরাজ । যখন এই কণ্ঠারত্ন জন্ম গ্রহণ করে, ভেবেছিলেম কি আনন্দের দিন । আজ এই বালিকার মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে কি কৃষ্ণগেই এর জন্ম । অতি দীনদরিদ্রের সন্তানেরও ভিক্ষা-অন্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয়েছে, এই বালিকা গনাহারে ! সকল দুঃখ বিনষ্ট হ'তে পারছি, এই বালিকার মুখ দেখে যে প্রাণ ফেটে যায় !

লুৎফ । নবাব, এ নির্জজন স্থান, এইখানেই অবস্থান করুন । ফকিরজী এখনই বোধ হয় ফিরবেন । আমরা তাঁর শরণাপন্ন হ'লে কদাচ ত্যাগ করবেন না । বজ্রেশ্বর, অধীর হবেন না ।

সিরাঙ্গ । প্রিয়ে ফুঁরায়েছে—রাজ-অভিনয় ।
 কল্পনায় না হয় উদয়,
 কল্প জন বিদেশী বণিক,
 কাড়ি নিল সিংহাসন
 ধুমকেতু উদি অকস্মাৎ শুধিল সাগর-নীর ।
 বঙ্গ-সিংহাসন, না জার্মি 'কৈ কুহকে গঠন,
 অধিকারী বর্জন তাহার—কুহক প্রভাবে যেন ।
 শুনি অষ্টাদশ জন পাঠান আসিয়ে,
 লইল কাড়িয়া লক্ষ্মণ সেনের গদী ।
 বসিল পাঠান যবে হিন্দু-সিংহাসনে
 বঙ্গবাসিগণে না করিল অঙ্গুলি চালন ।
 এবে দূরদেশবাসী মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গি আসিয়ে,
 সিংহাসন লইল কাড়িয়ে,
 রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে—
 অভিনয় নেহারিল বিপুল বাহিনী ।
 হয় অল্পভব,
 বঙ্গের এ জলবায়ু মুক্তিক। প্রভাব ।
 রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা সতত—
 কহে যত হিন্দুগণে ।
 সে চাঞ্চল্য প্রকাশিত বঙ্গভূমে যথা,
 নাহি হেন অল্প কোন স্থানে
 পুন্দের মমতা নাহি বঙ্গমাতা হৃদে ।

সুংক । প্রভু, কাতর হবেন না, এখনো আমাদের আশা আছে ।

পাটনায় রাজা রামনারায়ণ অবশ্যই এ সংবাদ পেয়েছেন, তিনি
 অবশ্যই আমাদের অল্পসঙ্কানে দূত প্রেরণ করেছেন, ফরাসী

মু'সালাও নিশ্চিন্ত নাই । কোনরূপে তাদের সহিত মিলিত হ'তে
পায়লেই আমরা নিরাপদ হবো । এই ফকিরের আস্তানায় কুখা-ভুখা
নিবারণ ক'রে আবার বাত্রা ক'রবো ।

সিরাজ । নাহি আর সন্তাননা তার,
নাহি হয় আশার সঞ্চার,
মহাভয় উদয় হৃদয়ে—
হার ভবিষ্যৎ-দুর্গত তমোময় ।
যদি কেহ আশ্রয় প্রদানে বালিকায়,
দোহে মিলি প্রবেশি সলিলে,
দরাবাস কাণাবাস সম ।
হেরি মোনে নতশিব হ'ত রাজাগণে
এ'ব দেবস্থানে বসিয়ে নির্জনে —
আতঙ্কে কম্পিত প্রাণ ।
ভোজ্য হেতু পর উপাসনা,
এবমাত্র স্থকব মরণ কল্পনা ।
হায় কেন প্রাণভয়ে হইয়ে বিকল,
তাজি রণস্থল, করিলাম পলায়ন । —
এ হেন দুর্গতি ছিল ভালে ।

দূরে দানসার প্রবেশ

দানসা (স্বগত) হ—হ—এমন জুতা কি ধার তার হয় । চিন্ছি—
চিন্ছি—এ হালার পুত হালায়ে ধরাইয়ু । সে পেত্নার
বেটী, সন্নতানের নানি, এবার ঠিক বল্চে । হালা—নাক-কান
কাট্বে ।

সিরাজ । ঐ বুঝি ফকির আসছেন ।

দানসা। আজ কি ভাগ্যি খোল্চে, আস্তানায় অতিথ আসছে। এই ক'দিন ধরি চুরচি, একটা অতিথি পালাম না, আজ আপনারা আসছেন, ভাগ্যি ফিল্চে।

দানসার প্রবেশ

সিরাজ। ফকিব সাহেব, আমরা মোসাক্ফে, বড় ক্ষুধায় কাতর। আপনি যদি কিঞ্চিৎ ভোজ্য বস্তু দেন, আমাদের জীবন রক্ষা হয়। এই বালিকা পর্যন্ত তিনি দিন অনাহারে; আপনাকে ষথাবিধি পূজা প্রদান করবো।

দানসা। আহা এমন অতিথি আজ পাটলাম। এখনি খিচরি পাকাবো অ্যানে, এই মিনি আনবার যাতিচি; মিনি খাইয়ে একটু পানি খাও। (স্বগত) সব ছাপাইছো, জ্বা ছাপাইবার পারো নাই। (প্রকাশ্যে) এই আলাম, একটু বসেন, আহা বর কেলেশ পাউচেন—বর কেলেশ পাউচেন।

দানসার প্রস্থান

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—পালাও, আব এক তিল বিলম্ব ক'রো না, ও নিশ্চয় তোমার শত্রু, ও তোমায় চিনেছে. ও তোমার পাত্ৰকার পানে বার বার দৃষ্টি করেছে। এ ভণ্ড ফকিব, বিলম্ব ক'রো না, পালাও—পালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাকলে এখনি ধরা পড়বে। তুমি পাত্ৰকা পরিত্যাগ ক'বে চ'লে যাও।

জিরাঙ্গ। তোমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো। কলঙ্কের বোঝা মস্তকে ধারণ ক'রে, বর্ণস্থল ত্যাগ ক'রে এসেছি। ভীকৃতায় সিংহাসন বর্জন ক'রেছি, আর কলঙ্ক মস্তকে দিয়ে না। আর আমার জীবনে সাধ নাই। অদৃষ্টে যা আছে হবে, আমার চিন্তা দূর হয়েছে।

লুৎফ। চলো, আমি কষ্টকে নিয়ে ফকিরের পশ্চাতে পশ্চাতে বাই, তুমি অগ্রদিকে যাও। কোনরূপে আজিমাবাদ পৌছতে পারলে,

তুমি নিরাপদ হবে। আমার নিমিত্ত ভেবো না, আমি পতিপ্রাণা, আমার কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি নিরাপদ, এ সংবাদ পেলে, আবার আমি রাজরাণী হবো। যাও—যাও, বিলম্ব করোনা। সিরাজ। প্রিয়ে, কুকুরের ছায়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হবে। আর দ্রুত সছ করবো; আর কেন লুকোচুর, আঙ্গুঠি চরম হোক!

মীরকাসিম, মীরদাউদ, দানসা ও সেন্তগণের প্রবেশ

দানসা। এই নবাবটা, এই জাহেন জুতা জাহেন। ছাদে খিচরি খাবা? আমায়ে চেনচো কি? এই মোমের নাক বানাইচি, মোমের কান বানাইচি। এগন গোব্লা,-- সেই দানসা!

মীরকাসিম। জনাব, এ অবস্থায় কেন? আহ্নন! এ ককিরের আস্তানা কি রাজ্যেশ্বরের শোভা পায়।

সিরাজ। মীরকাসিম, সম্পূর্ণ প্রণয়ণায় তোমার জিহ্বা শিক্ষিত। যখন নবা। জিলেম, তখনো তোমার কপট চাটুকারিতা, এখনো তোমার সেই কপটতা—আমায় ‘জনাব’ বলে ব্যঙ্গ কচ্ছ। শব্দ-সিংহাসন পেয়েছ, নবাব-জামাতা হয়েছ। কিন্তু জেনো, ফিরিজি-কালসর্প এনে রাজ্যে স্থান দিয়েছ, গরলে রাজ্য জর্জরীভূত হ’বে। অচিরে সকলের আমার দশা হবে, তখন আমায় স্বরণ করবে। চলো, কোথায় যেতে হবে।

মীরদাউদ। বেগমসাহেব, উঠুন। আপনি যে বেগম, সেই বেগম থাকবেন, চিন্তা কি? যুবরাজ মীরণের পত্নী হবেন, তাঁর নিকটও এইরূপ বন্ধে থাকবেন।

লুৎফ। কুকুর, তোর জিহ্বা দখল হলো না, তোর মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না, তোর মীরণের মুণ্ডে বজ্রাঘাত হলো না!

সিরাজ। প্রিয়ে, কার কথার উত্তর দিচ্ছ?—আবদুল সিংহ-সিংহিনীকে দেখে কুকুর চিরদিনই চীৎকার করে?

দানসা। ছাদে চিন্‌চো কি? সেলাম! দানসা ফকিরে চিন্‌লা কি?
তোমার কান দুটা লইয়ে, নাকটা লইয়ে জোরা দিমু। দানসা ফকির
যেমন তেমন পাইচো?

উদ্ভা। (নিদ্রিতাবস্থায়) মা, একটু ডল!—বড় গল। শুকিয়েছে!
(নিদ্রাভঙ্গে উত্থিত হইয়া) ও মা—মা, এরা ক'বা? ও মা আমার
ভয় কবে, এরা হেথায় বেন—এরা হেথায় কেন?

লুৎফ। মা, স্থির হও, আমরা শত্রুহস্তে পতিত। তুমি নবাব-কন্যা, নবাব-
কন্যার স্ত্রায় ব্যবহার করো, শত্রুর সম্মুখে বিকল হয়ো না।

সিরাজ। মীরকাসিম, এই বালিকাও কি তোমাদের নিকট অপরাধিনী,
একে দেখে কি মমতা হয় না? একদিন তোমার নবাব ছিলেম,
নবাবের অঙ্গে তোমাদের বংশ পালিত, এ বালিকাকে দয়া ক'রো—
বঙ্গেশ্বরের এই শেষ অত্মরোধ রক্ষা ক'রো। আমি তোমাদের শত্রু,
বালিকা নয়—আমার অবর্তমানে এ বালিকার পালনের ভার
মীরজাফর খাঁর—বালিকা তিন দিন অনাহারে।

মীরদাউদ। আস্তন—আস্তন—সিংহের কন্যা সিংহিনী।

সিরাজ। দাউদ, মুসলমান ব'লে পরিচয় দাও না। বাঙ্গলার মুসলমান
নাম কলঙ্কিত, আর কলঙ্ক-বালি লেপন কবো না!

উদ্ভা। জনাব—আমার মমতে ভয় নাই,—আমি খোদাকে ডেকে
মম্বো, ঐ দেখ, আল্লা আমার নিতে দূত পাঠিয়েছেন। (পতন)

লুৎফ। কি হলো। (চীৎকার করিয়া কন্যাকে জোড় লইয়া উপবেশন)

সিরাজ। কেঁদো না—পবিত্রা বালিকা অপরিচ্ছন্ন স্থান পরিত্যাগ করেছে।

যদি কেউ মুসলমান থাকে, বালিকাকে দেব দিঘো? আল্লার নাম
নিষে প্রাণত্যাগ করেছে, নচেৎ আল্লার নিকট গুণাগারি হবে।

মীরকাসিম, চলো।

মীরকাসিম। (দাউদের প্রতি) তুমি বেগমকে হস্তীপুষ্ঠে, সুব্রাজ

মীরশের নিকট নিয়ে যাও। আমি নবাবকে দরবারে নিয়ে যাচ্ছি।

(সিরাজের প্রতি) জনাব, আসুন।

সিরাজ। কি—কি? এততেও তোমরা তৃপ্ত নও,—আমাদের একত্রে
হান দিতেও সন্মত নও?

মীরদাউদ। সিংহ-সিংহিনী—এক পিঞ্জরে রাখতে ভয় হয়।

সিরাজ। (লুৎফউল্লিয়ার প্রতি) প্রিয়ে, এই শেষ দেখা। এরা নরকের
অলুচর। বালিকার মৃত্যু দেখেছি, তোমার মৃত্যু দেখলে শান্তিলাভ
করতেম!

লুৎফ। (সিরাজকে আলিঙ্গন করিয়া) না—না—নবাবের চরণে আমায়
হান দাও—এসময়ে আমাদের বিচ্ছেদ ক'রো না—পতি-পত্নী, বিচ্ছেদ
ক'রো না। ঈশ্বর সন্মুখে শপথ ক'রে, পরস্পর মিলিত হয়েছি, সে
বন্ধন ছেদ ক'রো না। যদি না সন্মত হও, তোমাদের নিকট অস্ত
আছে, আমায় বধ করো।

মীরকাসিম। কেন—কেন—চিন্তা কি? তোমায় বধ করবো, এমন কি
সাধ্য। তোমার দুঃখের অবসান হয়েছে।

লুৎফ। দয়া কর, কৃপা কর, ভথারিণীকে ভিক্ষা দাও, নির্দয় হয়ো না।

সিরাজ। প্রিয়ে, কথায় পাষণ্ড্য ব্রব হয় না। বাধা দিয়ে না, ক্রীতদাসেরা
অঙ্গস্পর্শ করবার সুযোগ পাবে। যথায় ল'য়ে যায়, যাক ঈশ্বরকে
স্বরণ ক'রো।

মীরকাসিম। এই যে, জনাবের ধর্ম্মে মতি হয়েছে!

লুৎফ। প্রাণেশ্বর! আর কি এ জন্মে তোমার দেখা পাব না। (মুচ্ছা)

মীরদাউদ প্রভৃতির বৃদ্ধিতা লুৎফউল্লিয়ার নিকট অগ্রসর হওন

সিরাজ। অঙ্গ স্পর্শ ক'রো না। প্রিয়ে—প্রিয়ে—ওঠো, তুমি ত ভীক
নও! অধীরা হয়ে না, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন।

মুচ্ছা ভঙ্গ লুৎফউল্লিয়ার উত্থান

(মীরকাসিমের প্রতি) চলো ।

মীরকাসিম ও সিরাজদৌলার প্রস্থান

লুৎফ । ভগবান কি করুন !

মীরদাউদ । আহুন, হস্তী প্রস্তুত ।

সৈনিক । ফকির—ফকির, একটু জল দাও । তিন দিন অনাহার, বোধ
হয় খুঁচা গেছে । (মীরদাউদের প্রতি) সাহেব, বহুদিন খাঁ
সাহেবের আশ্রমে ভৃত্য এম বালিনাটা আমায় ভিক্ষা দিন ।

দানসা ও সৈনিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

ফকির—ফকির, একটু জল দাও ।

দানসা । এখানে পানি পাবো কেন ?

সৈনিক । যথার্থ ফকিরী গ্রহণ করেছে ।

বালিনাকে জোড়ে লওয়া সৈনিকের প্রস্থান

দানসা । দেহি—দাহ—কি হাল্টা ! অ্যাঙ্গিনে মোর বুকের কাগ
উঠলো ।

দৃত্য করিয়া প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—মীরণের কক্ষ

মীরণ ও মহম্মদীবগ

মীরণ। মহম্মদীবগ, তোমায় এ কাজ কস্বতেই হবে। সিরাজ কারাগারে
থাকে, এই চাবি নাও, তারে বধ ক'রে নবাবের খয়ের খাঁ হও।
তোমায় হাজির পদ দেবো। তুমি কেমন নেমকহালাল—বুঝ্বে।
কি ভাব্ছো?

মহম্মদী। তাইতো—তাইতো, আশিবদ্দী বড় যত্ন কর্তো, তার বেগম ও
যত্ন কর্তো।—

মীরণ। তুমিও কি কম করেছ

মহম্মদী। হুঁ—তা—করেছি,—আমি হাজির চাই নি,—আমায় কি
দেবেন—দেন। দেখুন, কেউ এ কাজ করতে চাচ্ছে না, কেউ এ
কাজ করবেও না।

মীরণ। তুমি যা চাও, দেবো

মহম্মদী। না—আগে দিন,—

মীরণ। আচ্ছা, তুমি এসো। আমি লুৎফউল্লিসার কারাগারে যাচ্ছি,
লুৎফউল্লিসার যত জহরৎ লুট হয়েছে, সব তোমায় দেবো।

মহম্মদী। হ্যা—হ্যা—বান্দা তাঁবেদার—বান্দা—তাঁবেদার।

মীরণ। তবে প্রস্তুত হ'য়ে এসো।

মহম্মদী। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—আমি হুকুমবরদার, নিমকহারাম নই।

মীরণের প্রস্থান

কেন—আমার গুণা কি? যে নবাব—তার হুকুম রাখ'বো। আলিবর্দী তো সুরফরাজ খাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়ে নবাব হয়েছিল; তখন তার হুকুম মেনেছি। সিরাজ নবাব হয়েছিল, তখন তার হুকুম মেনেছি। তার হ'য়ে কি না করেছি? মেয়ে মাহুয জুটিয়েছি;—এখন মীরজাফর খাঁ নবাব, তার হুকুম রাখ'বো না? খাইয়ে পরিয়ে মাহুয করেছে!—রেখে দাও—খাইয়ে-পরিয়ে মাহুয। বাদশার বেটা বাদশাকে খুন ক'রে তক্তা নিয়েছে। প্রতিপালক নবাবকে বধ ক'রে কত লোক নবাবী নিয়েছে;—কেন, এই আলিবর্দী তো নিয়েছে, তাতে নিমকহারামী হয় নাই? ভাইকে খুন করে, চাচাকে খুন করে, আমার খুন করতেই দোষ! পরকাল!—সে তখন দেখা যাবে—শেষ মকায় যাবে.—আর কি! ঢের জ্বরং—আমীব হ'য়ে যাবো!

প্রদান

দ্বিতীয় পর্ভাজ

মুর্শিদাবাদ—মীরণের বিলাস-গৃহ

লুৎফউল্লিসা

লুৎফ। প্রাণেশ্বর, কোথায় তুমি? এ দাসীকে ফেলে কোথায় আছ! প্রাণ, তুমি তো কঠিন, তবে এ মুক্তিবার দেহ ভঙ্গ কর্তে পাচ্ছ না কেন? আর কেন দেহে আছ? কই, অনাহারে তো মৃত্যু হয় না! বালিকা অনাহারে মরেছে। আমার কঠিন প্রাণ অনাহারে কেন বেঁচেবে! আমার দেহ বজ্র নির্মিত! এ সময়ে যদি কেউ বন্ধ থাকে, যদি আমার গরল প্রদান করে, আমি তার মকল কামনা ক'রে প্রাণত্যাগ করি। এততেও মৃত্যু হলো না, এক বহুণাও লঙ্ঘ হয়!

মীরণের প্রবেশ

মীরণ। প্রেয়সি, কার জন্তে ভাব্‌ছো, কার জন্তে কাঁদছো? সিরাজ তোমায় তাল্লাক দিয়ে ত্যাগ করেছে। আমার তুমি হৃদয়েশ্বরী, আমার হৃদয়ে তোমার স্থান। সিরাজের শত শত বেগম ছিলো;— আমি তোমার পদপ্রান্তে প'ড়ে থাকবো—।

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি সয়তান—যমহায়কে গীড়ন কর্তে এসেছ? তুমি কি পশু? তুমি কি সম্বন্ধ-বিচার শূন্য? আমি তোমার মাতৃস্থানীয়, আমার উপর এই উক্তি? মীরণ তোমার কল্যাণ হোক, আমার প্রাণবধ করো, আমি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে যাই। অবলাকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম, সতীর সতীত্ব রক্ষা মুসলমানের ধর্ম;—তুমি মুসলমান, লোকধর্ম বিসর্জন দিয়ে না। দয়া করো— মীরণ, দয়া করো—এ স্থান ত্যাগ করো। কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে আমার প্রাণবধ করো,—অনাহারে, মাংস ছিন্ন ক'রে, যেরূপ তোমার অভিক্রি হ'য়, সেইরূপে আমায় বধ করো। মীরণ, এস্থান পরিত্যাগ করো, আর কুবচন বলো না।

মীরণ। প্রেয়সি, তুমি আমায় চেনো না। যখন তোমার অকুরিত ষোঁবন, তখন তোমার অহুসরণ করেছি; যখন নবাব-গৃহে তুমি বান্ধী, যখন সিরাজ-মহিষী হও নাই, তখন তোমার লালসায় নারী-বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেম, আলিবর্দীর দণ্ড ভয় করি নাই। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য আমায় দিবানিশি দৃষ্ট ক'রেছি। অনেক দহু করেছি, এখন স্বযোগ উপস্থিত, কেমন ক'রে পরিত্যাগ করবো! তুমি দয়া প্রার্থনা ক'র কেন? আমি তোমার দয়াপ্রার্থী! আমার প্রাণ রাখ, মদন-তাড়নে রক্ষা করো!

লুৎফ। মীরণ, তুমি কি ভাবো, ঈশ্বরবাহ্যে সতীর রক্ষক নাই? অত্যাচারীর দণ্ড নাই? যাও, মিনতি ক'রো—তোমার আগমনে

স্থান কলুষিত হয়, বায়ু কলুষিত হয়—যাও, সতী-মন্দির কলুষিত
করো না, দূর হও ।

মীরণ । প্রিয়ে, মনস্কামনা পূর্ণ হ'লেই যাবো !

বলপ্রকাশে । জগৎ

লুপ্ত । জগদীশ্বর রক্ষা করো—জগদীশ্বর রক্ষা করো !

মুচ্ছা ।

মীরণ । একি মৃত ? নানা জীবিত । একটু সরাব মুখে দিই, এখনি
চৈতন্য হবে । নেশা হ'লে আর বাধা দেবে না ।

লুপ্ত । (উঠিয়া) একি, কোথায় আমি ? এই যে মীরণ ! ভগবান
রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো—

পুনরায় মুচ্ছা ।

মীরণ । এই পারস্যদেশীয় সরাব পান করলে, মৃতদেহ সঞ্জীবিত হয়,
মৃতদেহেও কাম-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় । সিবাজ এ সরাব বহু অথব্যয়ে
প্রস্তুত করেছিল, আমার কার্য্যে শাস্তক ।

লুৎফউরিসার মুখে সরাব প্রদানোত্তম

লুৎফ । (উঠিয়া) ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো !

তুইজন ইংরাজ সৈন্তসহ ওয়াটস্-পত্নীর বেগে প্রবেশ

ওয়াটস্-পত্নী । Oh ! you treacherous villain ! Soldiers,
do your duty.

১ম সৈন্ত । (মীরণকে ধরিয়া) You rascally nigger !

২য় সৈন্ত । Oh you hell-hound !

মীরণ । (বন্দী অবস্থায়) আমি যুবরাজ—আমি যুবরাজ ।

ওয়াটস্-পত্নী । Hold your silly tongue, you brute ! যুবরাজ
কাহাকে দেখাইতেছ ? আমি ইংলণ্ড-দুহিতা, এই দুই ব্যক্তি

English soldiers. তুমি জানো, যাহারা তোমার পিতাকে গদী দিয়াছে, সে গদী কাড়িয়া লইতে পারে ? (লুৎফউদ্দিনসার প্রতি) বেগম্ সাব—বেগম্ সাব, ভরো মাং—ভারো মাং। হামি আসিয়াছি। আপনি আমার পতিকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। হামি আপনার প্রত্যাশকাব করিব promise করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডহিতা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আপনি আইসেন, কোন চিন্তা নাই।

লুৎফ। বিবি—বিবি—তুমি ঈশ্বর-প্রেরিতা, আমার রক্ষার জন্য তোমায় ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন! এখন বুঝ্লেম, কি ক'রে তোমরা জয়লাভ ক'রেছ। ঈশ্বর তোমাদের সহায়! বিবি—বিবি—আমার জীবন রক্ষা করেছ—ধর্মরক্ষা ক'রেছ—আমার পতিকে রক্ষা করো। ওয়াটস্-পত্নী। Soldiers, take the rascal before the Darbar, I am coming.

মীরগকে লইয়া সৈন্তদলের প্রস্থান

আইসেন, আপনার স্বামী কোথায় জানেন কি ?

লুৎফ। না মেম সাহেব, তুমি অনুসন্ধান করো।

ওয়াটস্-পত্নী। আইসেন—সেইরূপই হইবে।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক

মুশিদাবাদ—কারাগার

সিরাজদৌল

সিরাজ। এই জনশূন্য তমোময় ক্ষুদ্র গৃহ, কিন্তু যেন শত শত লোকে পরিপূর্ণ অল্পমান হচ্ছে—অনুতাপ-স্বজিত ণত শত ব্যক্তি—দরবারে এমন সমাগম হয় নাই। তখন যারা দণ্ডভয়ে কম্পিত হ'য়ে অবস্থান করেছে, তারাই এখন—শত জিহ্বায় আমার দণ্ডবিধান করছে।

অঙ্ককার-নিশ্চিত মূর্তি, একে একে অঙ্ককারে মিশ্ছে। কি
বিভীষিকা! কই, লুৎফউল্লিসার মূর্তি ত একবার দেখি নাই—কই,
মীরমদন ত একবার আসে না—কই, সে বালিকা ত একবার ‘জনাব’
ব’লে চুসন-আশায় উপস্থিত হয় না! নীরবে ঘোরতর কলরব!

নেপথ্যে কারারক্ষক : যুবরাজের নিষেধ, আমরা আপনাকে যেতে
দেব না।

সিরাজ : যুবরাজ! ফৈজি কি আমাকে ডাকছে? ফৈজি কি প্রাণ
ভিক্ষা চাচ্ছে? ফৈজি কি পরপুরুষ সঙ্গে ক’রে আমাকে ব্যঙ্গ
ক’স্বেছে? উঃ শ্বাস রুদ্ধ হয়!

নেপথ্যে মহম্মদীবগ : কার আজ্ঞায় এসেছি বুঝেছ?

সিরাজ : একদিন আজ্ঞা দিয়েছি, আজ আজ্ঞা-প্রতীক্ষায় কারাগারে
আবদ্ধ। এ স্থানে বায়ু-সঞ্চালনের পথ আছে, তথাপি কি দারুণ
ষড়্গণা! যখন বায়ু-পথ রুদ্ধ ক’রে, দিল্লীর বারবিলাসিনী ফৈজির
প্রাণ বিনাশ করেছিলেন, না জানি সে, কত ষড়্গণাই সম্বন্ধ করেছে,
—এখন মনে হ’চ্ছে! এখন মনে হ’চ্ছে, বিনা দোষে তার প্রাণবধ
হ’য়েছে! বারনারী, বারনারী আচরণ করেছিলি, এই অপরাধে,
তারে দারুণ ষড়্গণা দিয়েছিলেন! সেই এক পাপেরই সমুচিত
দণ্ড আমার হয় নাই! যৌবন-মদ, ধন-মদ—রাজ্য-মদ—তোমরা
ধন্য! তোমাদের তাড়নায়, একেবারে চৈতন্ত বিলীন হয়!
হৃদয় মনোবেগ, যে দিকে ধাবিত হয়েছে, সেই কার্যই তৎক্ষণাৎ
সম্বাদন করেছি। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর দেখছেন পাপের
পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই।
সত্যই অল্পতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জনা
আছে? প্রভু! অঙ্ক, চৈতন্তহীন. নবাবী-গর্ভে গর্ভিত, বহু
অপরাধে অপরাধী! কিন্তু তুমি দয়াময়—প্যাগদর বলেন তুমি

দয়াময়, প্যাগস্বরের বাবু রক্ষা করো, আমার অহুতাপ গ্রহণ করো।
(চমকিত হইয়া) এ কে ?—

মহম্মদীবেগের প্রবেশ

মহম্মদীবেগ । তুমি কি আমার কালামুক্তির আজ্ঞা এনেছ ? তুমি কি
আমার ডাকারের জ্ঞাত এসেছ ?

মহম্মদী । না।

সিরাফ তবে হেথায় কেন ? বুঝেছি, আমায় বধ কববার নিমিত্ত।
এতক্ষণ ছুনিয়া কেমন, আমার সম্পূর্ণ বোকা হয়ান, এখন বুঝলেম !
তুমি না মাতামহের অঙ্গে পালিত। মাতামহী না তোমায় পুত্রের
মত পালন করোছিলেন ? মাতামহের যত্নে না তুমি সুশিক্ষিত ?
ভাল শিক্ষা লাভ করেছ, আমায় প্রাণবধে কৃতসঙ্কল্প হ'য়ে এসেছ।
এক শাস্ত্রীনা, বোধ হয় তোমার গ্রাম আপ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। যদি
তোমার গ্রাম দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতো, পৃথিবী ভার সহ্য করতে পারতো
না। এক ভিক্ষা আমায় দাও, আমি উদার আকাশ তলে, এক
মুহূর্ত্ত জগদীশ্বরকে স্মরণ করি। ন, অস্ত্র উন্মোচন কচ্ছ। জগদীশ্বর,
আমি অবকাশ নাই, অভাগার অন্তকালে অহুতাপ গ্রহণ করো।

মহম্মদীবেগের অন্তিমাত

আর না—আব না—হোসনকুলি, তুমি কি তৃপ্ত ? ফৈজি—ফৈজি
—আর সম্মুখে উদয় হয়ো না তোমার প্রেতাচার ভঙ্গি হওয়া
উচিত। জগদীশ্বর !

মহম্মদীবেগের পুনঃ পুনঃ অন্তিমাত ও সিরাফদৌলার পতন

ওয়াটস পত্নী, হংরাচ সৈনিকস্বর ও লুৎফউল্লিসার বেগে প্রবেশ

ওয়াটস পত্নী । Hold murderer!

সৈনিকস্বরের মহম্মদীবেগকে ধৃতকরণ

Ah ! too late.

লুৎফ। প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর—কোথায় গেলে ? কথা কও, কথা কও !
—কোথায় ঘাতক ? আমায় বধ করো—আমায় বধ করো ! হা—
হায়, ভগবান ! নাজেশ্বরের এই দশা ! আমার অদৃষ্টে এই ছিণ !

জহরা ও চুইজন দাত্তের প্রবেশ

১ম দাত্ত। এ নি ? তোমরা যান।

ওয়াটস-পত্নী। তোমরা কোন ছায ? মৃত নবাবের শব্দ দেহে সেলাম
প্রদান করিলে না ?

২য় দাত্ত। কে নবাব ? দাও মেম, চলে বাও—নবাবের হুকুম কেউ
এখানে থাকতে পাড়ে না।

ওয়াটস-পত্নী। চপ্ করো। এখানে নবাবের মৃতদেহ বসিয়াছে,
গোলমাল করিবে না। গোলমাল করিলে, কে আমি, এখনই
সম্মাটয়া দিব।

জহরা। মেম সাহেব, নবাব লোক, ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন না। ওদের
অপরাধ নাই, এটা গাফাতি। নবাব মীরজাফরের আজ্ঞায়,
মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হবে।

ওয়াটস-পত্নী। Give time for pious grief to vent. বেগম
সাহেবের নাস্তিক রোদনের সময় প্রদান করো।

জহরা। মেম সাহেব, আব রোদনে কল কি ? রোদনে কিবুবে না।
বেগম সাহেব ক'দিন অনাহারী, আপনি ল'য়ে গিযে শুক্রা করুন।
আমরা নবাবের অন্তিম-ক্রিয়ায় উদ্যোগ করি।

ওয়াটস-পত্নী। বেগম সাব অনাহারে ? Oh ! Demonic cruelty,
ভূতের নিহুদতা ! বেগম সাব, আহুন, রুখা রোদন করিবেন না ;—
রোদনে ফল হইবে না ! স্বামীর স্মৃতি, হৃদয়-মধ্যস্থানে রাখুন।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

৩য় দূত। হস্তী প্রস্তুত, এখনও বিলম্ব কেন ?

ওয়াটস্-পত্নী। বেগম সাব, আহুন, ছোট আদমি সব আসিতেছে। আপনি আমার তাঁবুতে যাইলে, আমি মৌরজাকর খাঁর নিকট যাইয়া নবাবী কবরেব, নবাবের মত বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছি না। বড়ই আপণোষ রাইল, আপনি আমাব স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিলেন—আমি প্রতাপকার করিতে পারিলাম না।

লুৎফ। মেম সাহেব, দেখ, বঙ্গ বিহার-উড়িষ্যার অধিপাতন অবস্থা দেখ। এহঁ দেখ, কুঞ্জম দেহে শত শত অস্ত্রাঘাৎ। কই, তবু তো আমার প্রাণ বেবলো না!

ওয়াটস্-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার ভগ্নি। আমি তোমার হৃৎথে হৃৎথিত হইব, আমি তোমার হৃৎথের কাঁচনৌ বাসিয়া শুনিব, আমি তোমার চক্ষের জল নছাইব, আমি তোমার সঙ্গিত যাউয়া, তোমার স্বামীর কবরে আলো দিব—দুইজনে আত্মপাতিয়া বাসয়া, ঈশ্ববেব নিকট তোমার স্বামীর পরকালের শাস্তি কামনা করিব। এ সমস্ত হুশ্মন। হুশ্মনের নিকট কাতর হইবেন না, উহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন না,—এ ভীষণ দৃশ্য অকারণ দেখিবেন না!

লুৎফ। বিবি—বিবি, আমার ছায় হতভাগিনী কি পৃথিবীতে আছে ?

ওয়াটস্-পত্নী। তুমি সতী, স্বামী-সোহাগিনী! পরীক্ষা-স্থানে হৃৎথ পাইলে—ঈশ্বরের স্থানে স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকিবে, একত্রে দংশর পূজা করিবে—আব বিচ্ছেদ হইবে না।

(সৈন্তদ্বয়ের প্রতি) Come boys, release the brute.

সৈনিকদ্বয়ের মহম্মদীবেগকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়াটস্ পত্নী ও

লুৎফউল্লার অঙ্গুগমন

জহর। এই যে—এখনো শোণিত উষ্ণ আছে ! হোসেনের কবরে দেবো—হোসেনের কবরে দেবো ! এখনো বিরাম নাই । হস্তীপৃষ্ঠে মৃতদেহ নগর ভ্রমণ করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাবো, তবে কবর-শাশ্বিনী হবো !

জহরার গ্রহান

১ম দূত । নাও তোলো—হস্তীপৃষ্ঠে নিয়ে চলো । কোন মালত সন্মত হচ্ছে না, যুবরাজের কড়া প্রকুম, আমাকেই হস্তী চালাতে হবে ।

মহম্মদী । আমি হাতী চালাতে পারি—আমি হাতী চালাতে পারি ।

১ম দূত । বটে ! তবে এক কাজ তো করেছে, এ কাজও তুমি করো, তোমারই বাহাদুরী হোক ! চাঁটরাটা পিটতে পারবে না !
আহা—তুমি একা হ'য়েই প্যাচে পড়েছ !

মহম্মদী । নাও ধরো ।

সকলের সিরাজদ্দৌলার মৃতদেহ উত্তোলন

অন্তিম পর্জিকা

মুশিদাবাদ—গোরস্থান

সিরাজদ্দৌলার পরিচ্ছদে করিমচাঁদ

করিম । ময়ূরের পোষাক কি ণবা লাড়কাকে মাজে ? কোন ব্যাটা ঠাড়া করে না, সবচিন্ চেহারায় দেখেই চিনে ফেলে ! মুখ ঢেকেও চলে না, আওয়াজই যথেষ্ট । চণ্ডখুরি আওয়াজই এক জুদো !
এই যে, কে ব্যাটা আসছে, বুলি ছাড়বো না, মুখ ঢেকে বসি !

করিমের মুখ ঢাকিয়া উপবেশন

(বগে মোহনলালের প্রবেশ)

মোহন। এই যে জনাব—এই যে জনাব! জনাব—জনাব—
করিম। হঁ!

মোহন। জনাব দেখুন—আমি মোহনলাল।

করিম। ও মোহন চাচা—তবে আর নবাবী ক'রে কি ক'বো (উত্থান)

মোহন। কেও করিম চাচা! হেথায় কি ক'ছ?

করিম। কেন বাবা—নবাবী লুকোচুরী খেলছি।

মোহন। কি—কি—নবাব কোথা জানো?

করিম। এঃ—এ নবাব তোমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা আর পাঁচ বেটা
পছন্দ ক'রবে কি বল? তা দেখ চাচা, সরে পড়, রায়জুলভ চাচা
তোমায় বড় খুঁজছেন। তোমারও মাথার দর খুব, তোমার আধা
নবাবী মাথা হয়েছে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি কোন সংবাদ বলতে পারো?

করিম। আমি নবাব হ'য়ে, নবাবকে করিম চাচা সাজিয়ে বিদায়
দিয়েছিলুম—এই জানি। তারপরে বাবা, নবাব হ'য়ে চোখ
ফুটোফুটি খেলছি। তা তো কোন ব্যাটা সেলাম দিতে এলো না।

মোহন। শুন্ছি না কি নবাব ধরা পড়েছেন? তাঁরে মুর্শিদাবাদে
এনেছে?

করিম। তবে যদি করিম চাচা জুতোর জন্তে ধরা প'ড়ে থাকেন। জুতোর
মহিমা তখন বুঝেও বুঝলুম না। ভাবলুম, কড়া জুতো পায়ে দিয়ে
নবাব হাঁটতে পারবে না। এখন পাগড়ির মান গিয়ে, দিন দিন
জুতোর মান বাড়তে চললো। এখন পাগড়িতে নয়, পোষাকে
নয়, ভদ্রলোক চোটলোক জুতোয় পরিচয় দেবে।

মোহন। করিম চাচা, তুমি যথার্থ রাজভক্ত! তুমি আপনি বিপন্ন হ'য়ে,
নবাবকে বাঁচাবার চেষ্টা পেয়েছ।

করিম। বাবা, ঘরে ব'সে এমন চেষ্টা অনেকেই করে। যদি ধবুতো, খানিকক্ষণ তো নবাবী চলতো। নবাবীর জন্ত সব মেতেছে, আমারও তো নবাবী প্রাণ। তা দেখ, তুমি স'রে পড়ো। ঐ কারা আস্বে, বল্লম যে, তোমার মাথারও দর চড়া।

রায়দুর্লভ ও চারিজন সৈন্তের প্রবেশ

১ম সৈন্ত। এট যে মোহনলাল—এট যে মোহনলাল—

রায়দুঃ। ধরো, ধরো—বঁধো।

মোহন। রায়দুর্লভ, আমায় ধবুবার প্রয়াস পেয়ে না। তুমি হুঁত, বিশ্বাসঘাতক অগ্রসর হয়ে না। তোমায় বধ ক'ম্লে আমার অঙ্গের কলঙ্ক।

রায়দুঃ। ধবু—দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

১ম সৈন্ত। মহারাজ, লোক ডেকে আনি, আমরা ক'জনে পারবো না।

রায়দুঃ। ভীক ! (মোহনলালের দিকে অগ্রসর হওন)

করিম। চাচা, তোমার ত্বন খেয়েছি, এগিয়ে না, একটু পেঁচিয়ে পড়, খুঁজনে বেটা বড় গৌয়ার।

রায়দুঃ। ধরো, নইলে প্রাণবধ হবে।

মোহন। তবে তোমারই প্রাণবধ অগে হোক। (আসি অন্ধ নিকাসন)

স্বসজ্জিতা জহরার প্রবেশ

জহরা। মোহনলাল—মোহনলাল—আর কেন অস্ত্র ধবুছো ? কার জন্ত অস্ত্র ধবুছো ? নবাবের খণ্ড খণ্ড দেহ, হস্তীপৃষ্ঠে নগন ভ্রমণ করেছে। আমিনাবেগম রাস্তায় এসে বুক চাপড়ে কেঁদেছে, বুঝা নবাব-মহিষী রাস্তায় লুটোপুটি খেয়েছে, আমার মনোবাহা পূর্ণ হয়েছে ! এই দেখো ধূলিমিশ্রিত রক্ত দেখো, হোসেনকুলির কবরে দেবো। দেখছে না—ফুল দিয়ে কবর সাজিয়েছি—এই দেখ, আমিও স্বসজ্জিতা

হ'য়ে এসেছি। আজ হোসেনগুলির প্রেতাছা হ'য়ে, কবরে নিদ্রা যাবে, আমিও তার পাশে শোবো! করিম, আর আমি জহবা নই—পতি প্রাণা রমণী -পতির অমুগামিনী হবো।
মোহন! কি, কি—নবাব নাই? বায়তুলভ ধরো—এই অস্ত্র ত্যাগ
এচ্ছি। এই তরবারী, নবাব আমায় আদর ক'রে দিয়েছিলেন, সে
অস্ত্র তোমার রক্তে কলুষিত করবো না! (অস্ত্রত্যাগ) বায়তুলভ,
মত্যা—স্বথ, সে স্বপ্নের অধিকারী তোমায় করবো না। মহারাজ
ছিলেন, এখন ঈশ্বরের দান হ'য়ে ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করো!
দরিদ্র বণিকের উপাসনা করো, অধীনতাশৃঙ্খল গলায় বেঁধে, ক্লাইবের
পশ্চাৎ কুকুরের গ্রাঘ নমণ করো। যতদিন মম্বুয়ের স্মৃতি থাকবে,
আবাল-বুদ্ধ-বনিতা তোমার নামে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করবে, তোমার
বংশধরেরা, তোমার বংশে উদ্ভব এ'লে আপনাকে ঘৃণিত জ্ঞান করবে।
ধরো—ধরো, ভয় নাই—আমি অস্ত্র ত্যাগ করেছি।

এনিকদঘের মোহনলালকে মৃত করণ

বায়তুলভ:। দরবারে নিয়ে যাও।

(করিমের প্রতি) এ কে কামিনীকান্ত ?

করিম। কেন বাবা—একটিন নবাব বলো না ?

বায়তুলভ:। কামিনীকান্ত, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক ? আমার অগ্রে
পালিত হ'য়ে নবাব সেজে দূতকে প্রতারণিত করেছ ? তোমার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমায় ফিরিয়েছ ?

করিম। নেমকহালাল চাচা, কি করবো, মাটির দোষ! আমিও তো
বাবা বাঙ্গালী। দেখছি বাবা সাত পুরুষের নেমক উগরে তুলে
ফেলছে! আমি না হয় স্বকৃতভদ্র! এক পুরুষে নেমকচোরামি
করেছি!

বায়তুলভ:। ধরো—বাঁধো—

করিম। চাচা, অনেক ধরা দেবার চেষ্টা করিছি, কোন ব্যাটা ধরে নি, তুমি আজ বড় ব্যাটার কাজ করলে। (জহরার প্রতি) বিবি, সেলাম! আরও কি দাঁওয়ে ঘুরছো?

জহরা। আমার ঘোরা শেষ হ'য়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রেমিক! হোসেনা—হোসেনের পদ-সেবিকা। প্রতিবিধিৎসা জহরে জর্জরীভূত হ'য়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেন! সে জহর নবাব-শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতিপরায়ণা রমণী।

করিম। ভালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চলতো। এই রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাও আর ঘসেটাবেগম হ'তেই কাজ রফা হ'তো। এত ক'রেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা পাবে। বেইমান কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভ'রে যাবে, তোমার আমার জায়গা হবে না। বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব, হোসেনকুলিকে কেটেছিল, তার কিছু করতে পারলে না। সে ছিল মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরৌহ নবাব! (রাফ দুর্লভের প্রতি) রাফ দুর্লভ চাচা, খালিবন্দী মরবার সময় নবাবকে মদ ছাড়িয়ে নবাবী রোকটুকু কেড়ে নিয়ে আর তোমাদের মত সাতশো রাক্ষুসীর হাতে পুতো সঁপে দিয়ে, বড় কাজ ক'রে গেছেন। ছোড়াটা ভ্যাকাচাকা মেয়ে গেল কি না! পলাশীতে যদি দু' পেয়লা মদ দিতে পারতেন, তাহ'লে তোমাদের বেইমানি খাটতে না, আর ক্লাইবেরও “হিপ্ হিপ্ হুয়'রে” চলতো না। নবাব, হাতীব উপর শোয়ার হ'য়ে বলতো—“লাগাও” কেউ নবাব ছেড়ে তোমাদের দিকে দাঁড়াতে না। সব সাক্ হ'য়ে যেতো, কাঁধের উপর কারো মাথা থাকতো না, যে মাথা তুলে আমায় ধমক মারতো। (জহরার প্রতি) চাচী সেলাম, এতটা কারখানা করলে, জোগাড় ক'রে একটু

নবাবকে বিষ দিলেই পায়তে, বাঙ্লাটা কেন জালালে ? তা যাও
চাটী, তুমি আমি কে বাবা, খোদা মালিক ।

রায়হুঃ । নিষে চলো ।

করিসকে লইয়া সেমিকছরের প্রস্থান

(জহবার প্রতি) জহরা । তুমি দরবারে এসো, নবাব তোমায় বিজয়
পুরস্কার দেবেন ।

জহরা । সরে যাও—সরে যাও, বিশ্বাসঘাতক, প্রভুহত্যা, সার যাও এ
পবিত্র নবরত্নমি কলুষিত করো না—দূর হও । নারীর পতি
সর্বস্ব, পতি সার, পতি ধর্ম, পতি স্বর্গ, আমি সেই পতির তৃপ্তির
জন্তু মনোভীতি কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, আর তোমরা স্বার্থপর । উচ্চ
পদ, ক্ষণস্থায়ী অর্থের জন্তু জন্মভূমি কলঙ্কিত করেছ, হিন্দু নাম কলঙ্কিত
করেছ, মুসলমান নাম কলঙ্কিত করেছ,—ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণিক
ঐচ্ছিক-লালসায়, আলিবর্দীর অগ্রে পালিত হ'য়ে আলিবর্দীর বংশধরের
সর্বনাশ করেছ,—তার বংশধরকে হত্যা করেছ, তার পরিবারবর্গকে
পথের ভিখারিণী করেছ । জেনো, ভগবান আমাদের মাজ্জনা কল্পবন,
আমি পতিপরায়ণ । তোমাদের মাজ্জনা নাই, তোমরা বিশ্বাসঘাতক ।
যাও, দূর হও, আর এক মুহূর্ত্ত এ পবিত্র স্থান কলুষিত করো না ।
তা'হলে আবাব আমি জহরা হবো, নখাঘাতে তোমার চক্ষু
উৎপাটিত করবো ।

রায়হুঃ । (স্বগত) দানবী, দানবী ।

প্রস্থান

জহরা । হোসেন, এই সিরাজের রক্ত নাও, আমায় পদপ্রান্তে স্থান দাও
আর অতৃপ্ত থেকে না । বাঙ্লা জালিয়েছি, মুসলমান নাম কলুষিত
করেছি । কি করবো, উপায় নাই । তোমার ভয়-ব্যাকুল মলিন

মুখ দেখেছিলেম, তোমার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড দেখেছিলেম, খণ্ড দেহ
হস্তী-পূর্বে স্থাপিত দেখেছিলেম, হস্তীর পশ্চাৎ উন্মাদিনীর জায় ভ্রমণ
করেছিলেম,—প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়েছিলেম। হোসেন মার্জনা
করে, চরণে স্থান দাও। (পতন।)

পঞ্চম পর্ভাক্ষ

মুশিদাবাদ—সুসজ্জি • রাজপথ

নাগবিভাগ

গীত

ঢেঁচে কোম্পানীর নিশান।

বাহাদুর কালির ঠাকর, ভুবন কাঁপায় গায় কামান ॥

ভারি দব্দবা এবার, জুলুম চলবে না আর কার

বর্গি মগ হলো পগার পায়,—

সামনে এদের পাড়া হবে দুনিবাক্তে কার এমন জান ॥

থাকবে না ডাকাতি কুকি, আধার রাণে চোরে ডাঁকি,

থাকবে না আর কুল নারীর মানের দায়ে লুকোচুকি ;

এরা রাজাব রাজা পালবে প্রজা, চোট বদ এক সমান ॥

আহান

ক্লাইব ও ওয়ালসের প্রবেশ

ক্লাইব। Come to the palace with a few chosen men, I
smell treachery.

ক্লাইব। They are ready Colonel

ওয়ালসের প্রবেশ

ক্লাইব। একে উমিচাঁদবাবু। বড় আপ্যায়িত হইলাম, আপনি কি
নিমিত্ত হেথায় আসিয়াছেন ?

উম্ম। সাহেব, আজই ত সব দেনা-পাওনা হবে। আপনাদের দাবি চুকিয়ে নেবেন, সেই সঙ্গে আমার সন্ধিগ টাকাটা আদায় করে দেবেন।

ক্লাইব। 'যেকপ সন্ধিপত্রে আছে, সেইকপ কাষাই হইবে।

উম্ম। আমার ত্রিশলক্ষ টাকা, আর চতুস্তরের মিত্র। উকীল সাহেব জানেন।

ক্লাইব। ষাট লক্ষ টাকা হইলেও পাইবেন, সন্ধিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই পাইবেন। আসুন—দরবারে চলুন।

উম্ম। (স্বগত) ষাট লক্ষ টাকা লিখিয়ে নিলেই হতো! বড় চক গিয়েছে, বড় চুক গিয়েছে।

সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ পর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—নবাব-দরবার

মীরজাফর, রাজবল্লভ, মণিকচাঁদ, ৭৬াসদগণ ইত্যাদি

রাজবল্লভ। জাঁহাপনা, মোহনলাল ধরা পড়েছে।

মুর্শিদাঃ। সে পড়ুক, এ দিকে সন্ধান। ক্লাইব এখনই টাকা নিতে আসবে। অত টাকা তো রাজকোষে নাই,—কি হবে? টাকা না পেলে সে অগ্নিমুগ্ধি হবে।

রাজবল্লভ। জনাবকে তো বলেছিলেম, যে গুপ্ত হত্যাকারী পাঠিয়ে বধ করুন।

মুর্শিদাঃ। মহারাজ উম্মাদের গ্রাম কথা বলছেন। ক্লাইবকে বধ করে, এমন কেউ বাজ্‌লায় জন্মগ্রহণ করে নাই। আর ফিরিজিরা জনে জনে ক্লাইব। টাকার দাবী হ'তে কিছুতে এডান পাওয়া যাবে না।

নেপথ্যে। জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়, জয় ক্লাইব সাহেবের জয়।

মীরজাঃ। এ আসছে।

ব্রাইব, ওয়াল্‌স ও উমিচাদের প্রবেশ

ব্রাইব। নবাব বাহাদুর, সেলাম।

মীরজা:। (সিংহাসন হইতে উঠিবার উপক্রম করিয়া) আস্ত্রে আজ্ঞা
হয়—আসুন—আসুন।

ব্রাইব। নবাব বাহাদুর গদী হইতে উঠিবেন না। আমাদের তরফ হইতে
সমস্ত কার্য হইয়াছে, জনাব গদী পাইয়াছেন, আপনার তরফে যাহা
কর্তব্য, তাহা কখন—আমাদের টাকা চকাইয়া দিন। Mr. Wall-,
read the treaty.

ওয়াল্‌সের আসল সন্ধিপত্র বাহির করণ

উমি। ও তো সন্ধিপত্র নয়, ও তো সন্ধিপত্র নয়—সে যে লাল কাগজ।

আমার নিকট তাব নকল আছে, এই দেখুন।

ব্রাইব। এ কি জাল কাগজ আনিয়াছেন? আপনি অতি ধূর্ত!

উমি। আ—আ, ওয়াট্‌স সাহেব ত্রিশলক্ষ টাকা লিখে দিচ্ছেন,
আপনি তাঁকে জিজ্ঞাসা ককন।

ব্রাইব। ওয়াট্‌স সাহেব কি করিয়াছে, হামি জানি না। উমিচাদবাবু,
হামাদিগকে অল্পই বুঝিয়াছেন। তোমার মত লোক যদি হামাদিগকে
ভুলাইতে পারিত, তাহা হইলে জাহাজ ভাসাইয়া এতদূর আসিতাম
না। তুমি হামাদের ভয় দেখাইয়া, টাকা আদায় করিলে
ভাবিয়াছিলে। হামরা ভয় পাই না! তুমি জাল সন্ধিপত্র ধুইয়া
পাও। তুমি জালিয়াৎ, জাল করিয়াছ, যাও—নচেৎ তোমার দণ্ড
হইবে। কলিকাতায় হামাদের আইন চলে। সেখানে এই জাল
কাগজ দাখিল করিলে, তোমার ফাঁসী হইত;—হামাদের আইনে
জালেব দণ্ড ফাঁসী। তুমি জালিয়াৎ, দরবার ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

উমি। আ, আ—ওয়ে বাপ রে—কি জালিয়াৎ রে!—ওয়ে বাপ্‌রে

কি হলো!—মাগ-ছেলে মরেছিলো, সব সয়েছিলো। ওয়ে বুক
ফেটে গেল—বুক ফেটে গেল! ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা—
—তার উপর জ্বরতের মিকি!—কি হলো রে—কি হ'লো!—

ক্রাইব। Hold your tongue, you forger. তোমায় কলিকাতায়
গইয়া গিয়া ফাঁসী দিব।

উমি। দাও, দাও—এখনি ফাঁসী দাও!—ত্রিশ লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ
টাকা।—হা টাকা—হা টাকা। টাকা—টাকা—

মচ্ছাঁ

ক্রাইব। নবাব বাহাদুর, একে পাগ্‌লা গারদে পাঠান।

মীরজাঃ। কে আছ, একে নিয়ে যাও। শিবিকাবাহনে এঁরে আবাসে
রেখে এসো।

২মিষ্টানকে লইয়া দুইজন প্রহরীর প্রস্থান

নেপথ্যে উমি। টাকা—টাকা—হা টাকা—হা টাকা!

মোহনলাল ও করিমকে বলী করিয়া রায়দুর্লভ ও প্রহরীগণের প্রবেশ

রায়দুঃ। জনাব, এই মোহনলাল;—আঃ এই করিমচাচা, নবাবের
বেশে আমাদের দূতকে প্রতারণিত ক'রেছিল।

মীরজাঃ। করিমচাচা, তুমি একরূপ প্রতারক, আমার ধারণা ছিল না।
তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

করিম। মেরে তো ফেল্বে, দেহটা একবার হাতীর পিঠে ঘোরাবে না—
শেষাশেষি পুরো নবাবীটে ক'রতে দাও।

মীরজাঃ। বেইমান, তোমার এখনো ব্যাক?

করিম। বেইমানি তো আমার একচেটে নয়, আমি তো হেথায় হংস
মধ্যে বকো যথা। বেইমানির যদি সাজা থাকতো, তা'হলে সারি
সারি মৃত্যু গড়াতো।

মৌবজাঃ। এরে শূল দণ্ড দাও।

ক্রাইব। হামরা উপস্থিত আছি, ঐ দণ্ডটা মকুব ককন।

মৌবজাঃ। সাহেব, তোমান অতীবোণ রক্ষা কর্ব্লেম, কিন্তু এ
নেমকহারাম শূলের যোগ্য। যাও, এর প্রাণবণ করো।

বশিম। চাচা, বড় উচ্চপদ দিলে। বেইমানিতে যদি তোমাদের উপর গিয়ে
থাকি, তাহ'লে আমার বাহাদুরী বটে। (ক্রাইবেব প্রতি) সাহেব,
সেলাম, বড় জ্বরলোক তুমি। বাঙ্গলা নি, সমস্ত ভাবতই তোমাদের।
ক্রাইব। Thank you for your good wishes

করিমকে এতখা এহরীর প্রস্থান

মৌবজাঃ। মোহনলাল, এখন তোমান সে গরু কোথায়? সে দস্ত
কোথায়?

মোহন। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, কুলাঙ্গার, মুসলমান-কুল কলঙ্ক, আমায়
দস্ত সমানই আছে। লজ্জাহীন, নীচাত্মা, গোলামী গদৌতে ব'সে
হুকুম দিচ্ছ? যাব গদৌ তাণে চেড়ে দে, ক্রাইব সাহেবকে দে--যাব
পদে দেশ, মান, মর্যাদা, মজ্জাস্ব সকলই বিক্রয় করেছিল--তারে
গদৌ দিয়ে পদপ্রাচ্যে ব'স। রক্তদাস, পদাধীন কুকুর, জীবনে-মরণে
আমার সমান দস্ত রইলো। বঙ্গবাসী-হৃদয়ে আমার চিৎ আসন
রইলো। খাতকের অস্ত্রে হত হ'য়ে আমার দস্ত নষ্ট হবে না! তুমি
ক্রাইবের ভারবাহী গদ্য হ'য়ে থাকো।

মৌবজাঃ। শীঘ্র ল'য়ে যাও, বধ করো।

ক্রাইব। মোহনলাল, আপনি বীরপুরুষ। আপনাকে খোলোঁসা দিবার
আমার এক্কার নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—you are a
brave soldier. সত্যই বলিয়ার্দেন, মৃত্যুতে আপনার পৌরব গর্ব্ব
হটবে না—you are a patriot!

মোহনলাল-ও লউয়া এহরীর প্রস্থান

এখন তো জনাবের ছশ্মন সব মরিল। এখন আমাদের টাকা চুকাইয়া দেন। Mr. Walls, what's the amount ?
 ওয়াল্‌স। Seventeen million seven hundred thousand
 এককোটি সাতাত্তোর লক্ষ !

ক্রাইল। জনাব, ভকুম হয়।

মীরজাঃ। সাহেব, অত টাকা তো রাজকোষে নাই।

ক্রাইল। না থাকিল তো কি হইল ? আমাদের টাকা চাই। জনাব, একঠো মজার বাত উঠিয়াছে, শুনিয়াছেন কি ? এ নাকার জন্ত না কি হামার প্রাণবধের ভকুম হইয়াছিল। এ খুট বাৎ, হামি বুঝিয়াছি। টাকা দিতে হইবে, যেক্রপে হয়, টাকা দিন। আপনার নিজ জরৎ বিক্রয় করুন, সম্পত্তি বিক্রয় করুন, কর্জ করুন, টাকা দিতেই হইবে। হামরা জান দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, জনাবের টাকা দিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত ছিল।

মীরজাঃ। সাহেব, রাজকোষ যে এরূপ শূন্য, আমি কিরূপে জান।।। সমস্ত বিক্রয় ক'রে আমি অনেক টাকা সংগ্রহ করেছি। আর অনেক প্রজাদের কদ আদায় ক'রে, তিন বৎসরে পরিশোধ করবো, অঙ্গীকার করছি।

ক্রাইল। অঙ্গীকার করিতেছেন ! আপনার অঙ্গীকার প্রত্যয় কিরূপে করিব ? নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট কোরাণ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে তাহার পক্ষে সত্যিবেন। আপনি অনেক অঙ্গীকার করেন !

বায়তুঃ। আমরা সকলে জামিন হচ্ছি।

ক্রাইল। হাঁ—জামিন হইতেছেন ! শেঠজীর নিকট কর্জ লইতে পারিভেন না ? শেঠজীকে গুরাইয়া দিয়াছেন। দুঃখিত হইলাম, আপনাদের জামিনে আমি প্রত্যয় করিতে পারিব না আমি

স্বচক্ষে রাজকোষ দেখিব, যত্বপি সন্দেহ হয়, যে টাকা সবাইয়া রাখিয়াছেন, নবাবী গদী বেচিয়া লইব।

ওয়ালস। (জনান্তিকে ক্লাইবের প্রতি) Possible there is no money, Shiraj has squandered all.

ক্লাইব। শুভুন নবাব,—তিন বৎসবে টাকা লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কাহাকে বিসওয়াস করিতে প্রস্তুত নই। নবাব সিরাজদৌল খারাপ ছিল মানি। কিন্তু আপনারাই তাহাকে তক্তায় বসাইয়াছিলেন, আপনারা পপথ করিয়া তাহার প্রজা হইয়াছিলেন। সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।—এ অঙ্গীকারও ভুলিতে পারেন। চামার তাঁবুতে আসুন। যেকপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, তথায় গিয়া করিবেন। ঐ যে মোহনলাল—যাহাকে ধরিয়া আপনার দূত লইয়া গেল—সে আসিয়া জামিন হইলে, আমি প্রত্যয় করিতাম। গদী ছাড়িয়া উঠুন, আমার তাঁবুতে আসুন। আইসেন, বিলম্ব করিতে পারিব না।

মীরজাঃ। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) পরমেশ্বর ! এই নবাবী পেলেম ! ক্লাইব। কৈ ছায়—নবাব বাহাদুরকা জুতা ঘুমায়ে দেও।

সকলের প্রস্থান

সপ্তম পর্ভাক

খোসবাগ—দীপমালাশোভিত সিরাজের সমাধিমন্দির

লুৎফউল্লিঙ্গা

লুৎফ। (জাহ্নু পাতিয়া) জগদীশ্বর, রাজ্যেশ্বর ধরণী শয়নে। ঘোর অশান্তি-তাপে জীবন-তাপ নির্কপিত হয়েছে;—প্রভু!—ভূতোর উপর শান্তিবারি বর্ষণ করো। কুটীল সংসার-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত, কৃতজ্ঞের অস্ত্রাঘাতে ব্যথিত, কৈশোরে সম্ভাপিত, রাজ্যভারে নিপীড়িত,—দেখো প্রভু! সম্মানকে চরণে স্থান দিয়ে। যে দিন তোমার-ভেরী বাজবে, সমাদির মহানিদ্ৰা ভঙ্গ হবে, সেদিন যেন জাগ্রিত পতির সঙ্গে, তোমার শ্রীচরণ, দেবদত্তের সঙ্গে, পূজা ক'ল্পতে পারি। হে অন্তর্ধ্যামিন্, সতীত অন্তর-বাথা বোঝো! পতি মহানিদ্ৰা-গত, সংসার শূন্য, কেবল একমাত্র প্রভু, তুমি ধ্রুবতারা! শান্তিময়, আমার স্বামীর শান্তি বিধান করো! সেই শান্তিবারিতে আমার অশান্তি হৃদয় শান্ত করি! প্রভু—প্রভু! অনাথার প্রার্থনা গ্রহণ করো।

পুন্স লইয়া ওয়াটস্-গছটার প্রবেশ

ওয়াটস্-পত্নী। বেগম সাব, আমি তোমার স্বামীর সমাধিতে ফুল দিতে আসিয়াছি। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করিব। যত দিন এখানে থাকিব, তোমার সহিত এই সমাধিতে আলো দিতে আসিব।

লুৎফ। মেম সাহেব, চিরদিনের জন্ত আমি তোমার কাছে ঋণী, এ ঋণ পরিশোধ হবে না। কেবল আমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, পতি মোহাগিনী হ'য়ে আনন্দে জীবন বাপন করো!

ওয়াটস-পত্নী। বেণম সা—তুমি আমায় স্বামী দিগাভিলে, আমি
তোমার স্বামীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না—এ দুঃখ চিন্তন
আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। আমি চক্ষুণ জলের সহিত তোমার স্বামীকে
সুন্দ দিচ্ছি।

সমাধিঃ পুষ্পবষণপূর্বক শান্তি প্রার্থনা করণ

সুন্দর উল্লিঙ্গান গীত

৭৭৭ বহু সমাধি

শ্রুতি শাস্ত্র পাণকাস্ত্রি হ্রাস মান ॥

১৪ টা স্বাক্ষর, ১৭৭৭ প্রাণবহ

প্রহরী তারকা রাগ সমাধি ভবন ॥

মেদিনী। আশ্রয় পরে, ১৭৭৭ বাউচাশ্রয়

শ্রীমল অক্ষয়, মাগো, কবি আবরণ ॥

নিশির শিখি বদল ১৭৭৭ ফুল পাংসন ॥

মম আশি বাব সনে করে বর্ষণ ॥

দবল অণকাষ্ট্র ১৭৭৭ মাসাষ্ট্র,

শিখরে বকশা দ্বারা সুরম্য স্বান ॥

স্বনিক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এম।সস-এর পক্ষে

১৭৭৭ ১৭৭৭—ঐগোবিন্দপুর ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২০০১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৩

